গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩

“হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)”

নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন

জুন, ২০২০

প্রতিবেদন

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP-১ম সংশোধিত)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২০
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরামর্শক দল

মোল্লা আজিজুল হক
টিম লিডার

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার

সৈয়দ খায়রুল ইসলাম
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

মোঃ শামসুল আলম
পরিসংখ্যানবিদ

আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির
মহা পরিচালক, আইএমইডি

মোঃ খলিল আহমেদ
পরিচালক, আইএমইডি

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, আইএমইডি

-: সূচিপত্র:-

Acroynyms .... (ix)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ .... (x)

১ প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা ১

১.১ ভূমিকা ১

১.২ প্রকল্পের পটভূমি ১

১.২.১ হাওর মাষ্টার প্ল্যান, ২০১২ .... ২

১.২.২ প্রকল্প গ্রহনের যৌক্তিকতা ২

১.২.৩ প্রকল্পের বিবরণ ৩

১.২.৪ প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য (Project Goal) ৩

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী) ৩

১.৩.১ নিবিড় পরিবীক্ষনের উদ্দেশ্য ৩

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি ৩

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মুল/ সংশোধন এর হ্রাস বৃদ্ধির হার) ৪

১.৬ প্রকল্পের উপাদান (Component) সমূহ (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) ৫

১.৬.১ কম্পোনেন্ট -১ : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ৫

১.৬.২ কম্পোনেন্ট -২ : মৎস্য প্রচার ও প্রসার (Fisheries Promotion) কার্যক্রম ৬

১.৭ প্রকল্পের প্রধান কাজ সমূহ (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) ৬

১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৭

১.৯ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ/ পর্যালোচনা ৯

১.১০ প্রকল্পের লগ-ফ্রেম পর্যালোচনা ১০

১.১১ প্রত্যাশিত ফলাফল পর্যালোচনা ১২

১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ১২

১.১৩ ডিপিপি সংশোধন ও অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলন পরিবর্তনের যৌক্তিকতা ১২

২ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ১৩

২.১ ভূমিকা ১৩

২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ১৩

২.৩ সমীক্ষাটির কার্যপরিধি (ToR) ১৩

২.৪ প্রকল্প এলাকা ১৫

২.৫ প্রকল্প এলাকায় খানা/পরিবার সংখ্যা ১৫

২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ পরিচালনার পদ্ধতি ১৫

২.৭ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র ১৬

২.৮ প্রকল্পের নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ ১৭

২.৯ খানা জরিপের নমুনার আকার ১৭

২.১০ নমুনা বিন্যাস (Sample distribution) ১৮

২.১১ উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম ভিত্তিক নমুনার আকার ১৮

২.১২ উত্তরদাতা নির্বাচন ১৮

২.১৩ ক্রয় ও নির্মাণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ১৯

২.১৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিষেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯
২.১৫ মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ১৯
২.১৬ তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি ২০
২.১৬.১ নথি অনুসন্ধান ২০
২.১৬.২ পরিমানগত নিরীক্ষণ ২০
২.১৬.৩ পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট ২০
২.১৭ জরিপ উপাদান নির্বাচন ২১
২.১৮ ট্র্যাফিক গণনা ২১
২.১৯ ড্রাইভার এবং যানবাহনের মালিকদের সাথে সাক্ষাৎকার ২১
২.২০ রাস্তা ব্যবহারকারী / যাত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার ২২
২.২১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) ২২
২.২২ মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) ২২
২.২৩ কেস স্টাডি২২
২.২৪ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ২২
২.২৫ নির্মিত/ নির্মাণাধীন/ স্থাপিত অবকাঠামোর গুণগতমান পর্যালোচনা ২২
২.২৬ উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ২৩
২.২৭ সেমিনার ও কনফারেন্স ২৩
২.২৮ বৎসরভিত্তিক ও অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৩
২.২৯ সহযোগী সংস্থা ২৩
২.৩০ পিআইসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা ২৩
২.৩১ প্রশ্নাবলীর ধরন / চেকলিস্ট ২৩
২.৩২ নমুনা জরিপের আয়োজন ২৪
২.৩৩ তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ ২৪
২.৩৪ মাঠপর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরিচালনা ২৪
২.৩৫ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা পরিচালনা ২৪
২.৩৬ ডাটা এন্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ২৫
২.৩৭ প্রতিবেদন উপস্থাপন ২৫
২.৩৭.১ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ২৫
২.৩৭.২ ১ম খসড়া প্রতিবেদন ২৫
২.৩৭.৩ ২য় খসড়া প্রতিবেদন ২৫
২.৩৭.৪ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ২৫
২.৩৮ সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২৫
৩ তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২৭
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৭
৩.২ প্রকল্পের বৎসরভিত্তিক ব্যয়বিবরণী ও অগ্রগতি ২৭
৩.৩ প্রকল্পের ব্যয়বিবরণীর বিশ্লেষণ ২৮
৩.৪ প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে অর্জিত অগ্রগতি ২৮
৩.৪.১ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ২৮
৩.৪.২ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী ২৯

৩.৪.৩ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম ৩০

৩.৪.৪ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ৩০

৩.৪.৫ কর্মশালা, কনফারেন্স ও পরামর্শ সভা ৩১

৩.৪.৬ পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ও অডিট কর্মসূচী ৩১

৩.৪.৭ অবকাঠামো মেরামত কর্মসূচী ৩১

৩.৪.৮ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী ৩১

৩.৪.৯ প্রকল্পের আওতায় অফিস যানবাহন ক্রয়ের কর্মসূচী ৩২

৩.৪.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, গৃহীত কার্যক্রম, এ সকল কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ৩২

৩.৪.১১ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ৩৩

৩.৪.১২ প্যাকেজ ভিত্তিক (পণ্য, কার্য ও সেবা) ক্রয় পরিকল্পনার বিশ্লেষণ ৩৪

৩.৪.১৩ ক্রয় সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ৩৬

৩.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ৩৮

৩.৫.১ প্রকল্প জনবল নিয়োগ ৩৮

৩.৫.২ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি ৩৯

৩.৫.৩ প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগ ৪০

৩.৫.৪ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি)PSC(ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি)PIC(এর সভা ৪০

৩.৫.৫ প্রকল্পটির অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত ৪২

৩.৫.৬ প্রকল্পে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান যাচাই ৪২

৪ চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন ৪৩

৪.১ প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৪৩

৪.১.১ নমুনা এলাকা- উপকারভোগী জরীপ ৪৩

৪.১.২ সমীক্ষা এলাকার জনমিতি বিশ্লেষন ৪৩

৪.১.৩ উত্তরদাতাদের বয়স ৪৪

৪.১.৪ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৪৫

৪.১.৫ খামার আয়তন ও কৃষি উৎপাদন ৪৫

৪.১.৬ পরিবারের খাতওয়ারী আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ ৪৬

৪.১.৭ পরিবারের মোট আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ ৪৮

৪.১.৮ খাওয়ার পানির উৎস ৫০

৪.১.৯ বসত বাড়ীতে আলোর উৎস ৫১

৪.১.১০ পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ সুবিধা ব্যাবহার জরীপ ৫১

৪.১.১১ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের স্থান জরীপ ৫২

৪.১.১২ কৃষক কার নিকট পণ্য বিক্রয় করে থাকে ৫৩

৪.১.১৩ উৎপাদিত পণ্য কেনাবেচায় ব্যবহৃত যানবাহন ৫৩

৪.১.১৪ কৃষকগন যে ভাবে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকে ৫৪

৪.১.১৫ ফসল বাজারজাতকরণে সমস্যাবলী ৫৫

৪.১.১৬ ঋণ গ্রহণ ও ঋণের উৎস ৫৬

৪.১.১৭ ঋণের টাকা ব্যবহারের খাত এলাকা- উপকারভোগী জরীপ ৫৭

৪.১.১৮ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ৫৭

৪.১.১৯ প্রশিক্ষণের ধরণ ৫৮

৪.১.২০ প্রশিক্ষণে উপকৃত বিষয়াদি জরীপ ৫৯
৪.১.২১ প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ আছে কিনা ৫৯
৪.১.২২ নমুনায়িত অঞ্চলে মহিলাদের অবস্থান ৫৯
৪.১.২৩ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ৬০
৪.১.২৪ মতামত/ সুপারিশ ৬১
৪.২ ট্রাফিক গণনা ও সড়ক ব্যবহারকারী জরিপ ৬২
৪.২.১ উপজেলা সড়ক ৬২
৪.২.২ ইউনিয়ন সড়ক ৬৩
৪.২.৩ গ্রামীণ রাস্তা ৬৪
৪.২.৪ সড়ক ব্যবহারকারী জরিপ ৬৫
৪.২.৫ পরিবহন ব্যবহার ও পরিবহন ব্যয়ের হ্রাস /বৃদ্ধি ৬৬
৪.২.৬ অন্যান্য জরিপ ৬৭
৪.২.৭ প্রকল্প পরিদর্শন ৬৭
৪.২.৮ লভ্যাংশ বিতরন অনুষ্ঠান ৭১
৪.২.৯ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ গ্রামীণ/ সাবমার্জিবল/ নন-সাবমার্জিবল রাস্তা জরীপ ৭১
৫ পঞ্চম অধ্যায়ঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) ৭৩
৫.১ ভূমিকা ৭৩
৫.২ মতামত/ সুপারিশ ৭৪
৫.৩ হাওড় এলাকায় যে সকল নদী, হাওড়, বিল, খাল ও ক্যনাল পুনঃখনন ও রক্ষনাবেক্ষণ করা প্রয়োজন:- ৭৪
৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) ৭৫
৬.১ ভূমিকা ৭৫
৬.২ মতামত ও সুপারিশ ৭৭
৭ সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ৭৮
৭.১ ভূমিকা ৭৮
৭.২ প্রকল্পের আওতায় বিল (জলমহাল) ব্যবস্থাপনা ৭৮
৭.৩ জলমহাল ব্যবস্থাপনা ৭৮
৭.৪ জলমহালের ইজারা মূল্য আদায় ৭৯
৭.৫ মৎস্য আহরণ, মজুরী ও লভ্যাংশ বিতরণ ৭৯
৭.৬ উন্নয়ন কার্যক্রম ৮০
৭.৬.১ বিলে ডিসপ্লে বোঁড স্থাপন, সীমানা নির্ধারণ ও স্থায়ী সীমানা নিদের্শক স্থাপন ৮০
৭.৬.২ বিল ও খাল পুনঃখনন ৮০
৭.৬.৩ মৎস্য অভায়শ্রম স্থাপন ও জলজ বৃক্ষ রোপণ ৮০
৭.৭ সুফলভোগীদরে জীবনমান উন্নয়ন ৮১
৭.৭.১ বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ৮১
৭.৭.২ দরিদ্য মহিলাদেরকে বিল ব্যবস্থাপনা র্কাযক্রমে সম্পৃক্ত করণ ৮১
৭.৭.৩ গ্রামীণ মহিলাদের বর্হিবাড়ীতে অবাধ চলাচলরে সুযোগ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন ৮১
৭.৭.৪ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ৮১
৭.৭.৫ আয় বৃদ্ধি ও পুঁজি গঠন ৮২
৭.৮ বিলে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের জন্য আর্থিক সহযোগিতা ৮২

৭.৯ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ ৮২

৭.৯.১ বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ ৮২

৭.৯.২ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ৮৩

৭.৯.৩ নেট পেনে মাছ চাষ ৮৩

৭.৯.৪ খাঁচায় মাছ চাষ ৮৪

৭.৯.৫ শুটকী মাছ উৎপাদন ৮৪

৭.১০ জীবনমান উন্নয়নে মাছ চাষের ভূমিকা ৮৪

৭.১১ প্রকল্পের মৎস্য চাষ বিষয়ক কার্যক্রম বিশ্লেষণ ৮৫

৮ অষ্টম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সাফল্য গাঁথা (Case Study) ৮৬

৮.১ ভূমিকা ৮৬

৮.২ সাফল্যগাঁথা-১: রুজিনা খাতুন একজন সাবলম্বী নারী ৮৬

৮.৩ সাফল্যগাঁথা-২: বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষে নারীর সাফল্য ৮৮

৮.৪ সাফল্যগাঁথা-৩: মৎস্যজীবিদের জীবনমান উন্নয়নে সুরাইয়া বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৮৮

৮.৫ সাফল্যগাঁথা-৪: জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিয়ামতপুর-গুনধর জিসি সড়ক ভায়া ফাজিলখালি বাজার সড়ক ৯১

৯ নবম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ৯২

৯.১ ভূমিকা ৯২

৯.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths) ৯২

৯.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) ৯২

৯.৪ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities) ৯২

৯.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats) ৯৩

১০ দশম অধ্যায়ঃ বিশেষ পর্যবেক্ষণ ৯৪

১০.১ অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে অর্থাৎ পণ্য কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব ৯৪

১০.১.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও বিলম্বের কারণ পর্যালোচনা ৯৪

১০.১.২ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ৯৪

১০.২ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন (Exit Plan) ৯৫

১০.২.১ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর অবকাঠামো হস্তান্তর ও রক্ষনাবেক্ষনের প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan) ৯৫

১০.৩ পর্যবেক্ষণ ৯৬

১০.৩.১ পর্যবেক্ষন সমূহের সংক্ষিপ্তসার ৯৬

১০.৩.২ প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পর্যালোচনা ৯৯

১১ এগারতম অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা ও উপসংহার ১০০

১১.১ ভূমিকা ১০০

১১.২ সুপারিশ ১০০

১১.৩ উপসংহার ১০১

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১	:	১ জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চেকলিষ্ট
পরিশিষ্ট-২	:	'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)' প্রকল্পটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে অঞ্চ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা
পরিশিষ্ট-৩	:	Case Study: Service Package এবং Case Study: Goods Package
পরিশিষ্ট-৪	:	১২ মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চেকলিষ্ট
পরিশিষ্ট-৫	:	প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের আলোকে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণও সুপারিশ মোতাবেক এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা পর্যালোচনা
পরিশিষ্ট-৬	:	প্রকল্পের আওতায় BAU ও BUETহতে সম্পাদিত টেষ্টের রেজাল্ট
পরিশিষ্ট-৭		নিবিড় পরিবীক্ষণের দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর এলজিইডির মতামত/ পর্যবেক্ষণ

Acronyms		
BUG	:	Beel Users Group
BUET	:	Bangladesh University of Engineering and Technology
BWDB	:	Bangladesh Water Development Board
CQS	:	Consultants Qualifications Selection
DC	:	District Commissioner
DoF	:	Department of Fisheries
DP	:	Direct Procurement
DPP	:	Development Project Proforma / Proposal
EADS	:	Environment, Agriculture and Development Services Ltd.
EOI	:	Expression of Interest
FBS	:	Fixed Budget Selection
FGD	:	Focus Group Discussion
HFMLIP	:	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project
HILIP	:	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project
ICB	:	International Competitive Bidding
ICS	:	Individual Consultant Selection
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
JICA	:	Japan International Cooperative Agency
KII	:	Key Informant Interview
LCS		Labour Contracting Society
LGED	:	Local Government Engineering Department
NCB	:	National Competitive Bidding
OTM	:	Open Tendering Method
PPA	:	Public Procurement Acts, 2006
PPR	:	Public Procurement Rules, 2008
QCBS	:	Quality-and Cost-Based Selection
RDPP	:	Revised Development Project Proforma / Proposal
SBCQ	:	Selection Based on Consultants Qualifications
SSS	:	Single Source Selection
SWOT	:	Strength Weakness Opportunities and Threats
TOR	:	Terms of Reference
TSTM	:	Two-Stage Tendering Method

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে মেঘনা ও এর শাখা নদীসমূহ দ্বারা গঠিত প্লাবন ভূমির স্থায়ী ও মৌসুমি হ্রদ নিয়েই হাওরের উৎপত্তি। অক্টোবরের শেষ অবধি হাওরের বেশিরভাগ অঞ্চল পানির নিচে থাকে। হাওরের আয়তন প্রায় প্রতি বছর আগস্ট মাসে ৮,৫০০-৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অক্টোবর মাস থেকে পানির স্তর হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ডিসেম্বরে নদীর খারি এবং অবনমিত অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে বাকি এলাকা শুকিয়ে যায়।

হাওর অঞ্চলটি প্রশাসনিকভাবে সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই ৭(সাত)টি জেলার অন্তর্গত। ২০১০ সালে পরিচালিত শ্রম জরিপ অনুসারে হাওর অঞ্চলে ৫০% এরও বেশি পরিবার কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। উৎপাদিত প্রধান কৃষি ফসল বোরো ধান যা প্রতি বছর জাতীয় খাদ্যশস্যের ১৩-১৪% যোগান দিয়ে থাকে। তবে কোন কোন বৎসর এপ্রিল মাসে বর্ষার আগে প্রবল বর্ষণ ও উজানের আকস্মিক বন্যার ফলে সৃষ্ট প্লাবনে ফসল ডুবে যাওয়ায় কৃষকরা তাদের আয়ের একমাত্র উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। প্রবল ঢেউয়ের কারণে ভাঙ্গন বৃদ্ধি পায় এবংজমির ফসল ধুয়ে নিয়ে যায়। এতে করে হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়।

মেঘনা নদীর উচ্চ অববাহিকায় আকস্মিক বন্যার কারণে সৃষ্ট দারিদ্র্যতা বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে হাওর এলাকার প্রতিটি গ্রামে বন্যা প্রতিরোধ, যথাযথ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষন, জীবনমান এবং শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ জনগণের কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীনতাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচন এবংতাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)' প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের ৭(সাত) টি হাওর জেলার মধ্যে অত্র প্রকল্পটিঃ-(১) কিশোরগঞ্জ, (২) নেত্রকোনা, (৩) হবিগঞ্জ, (৪) সুনামগঞ্জ এবং (৫) ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই ৫ (পাঁচ) জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)" শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো : (১) হাওর অঞ্চলে পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন; (২) হাওর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং (৩) হাওর অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল করা। সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৫৮২৫.৩৫লক্ষ টাকা; যার মধ্যে ৩২১৭৬.৩০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকার ও ৫৩৬৪৯.০৫ লক্ষ টাকা জাইকা অর্থায়ন করছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসর পর্যন্ত।

অত্র সমীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো-"হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)" শীর্ষক প্রকল্পের এলজিইডি অংশের নিবিড় পরিবীক্ষন কাজ পরিচালনা করে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং সুপারিশালাসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আইএমডিতে দাখিল করা।

সমীক্ষাটির অধীনে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আরএফপি/ টিওআর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষাসহ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নমুনায়ীত অঞ্চল সমূহ থেকে গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রভাব পর্যালোচনা, স্বাক্ষরিত চুক্তি, শর্ত, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং অনুমোদন পদ্ধতি, অর্থছাড়, আর্থিক চুক্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার ৩৩ টি উপজেলার মধ্যে ১৬টি (৫০%) নমুনায়িত উপজেলার প্রতিটি উপজেলা হতে ১১৫ টি পরিবার খানা জরীপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলার দুটি নমুনায়িত ইউনিয়নের ৪টি গ্রাম হতে ১০০ টি পরিবার (প্রতিটি গ্রাম হতে ২৫ টি করে, ২৫X ৪ = ১০০ টি পরিবার) এবং কন্ট্রোল এলাকার (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত: ২ হতে ২.৫ কি.মি. দূরের) ১টি নমুনায়িত গ্রাম হতে ১৫ টি পরিবার/ খানা প্রধান অর্থাৎ মোট ১৮৪০ টি পরিবার/ খানা প্রধানের নিকট হতে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া গুণগত জরিপ হিসেবে ২০টি

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ১৫টি কিইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) ও ১টি মাঠ পর্যায় ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা সমূহের বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত নথি সমূহ (যেমন: ডিপিপি, আরডিপিপি, জাইকার রিপোর্ট, আইএমইডি'র ০৫ প্রতিবেদন ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য পূরণের জন্য পরামর্শকগণ ভূমি অধিগ্রহণের স্থান, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়ক, সেতু ও কালভার্ট, মৎস্য/ অ্যাকুয়াকালচার কার্যক্রম, মৎস্য শুকানো এবং বিল উন্নয়ন সুবিধাসমূহ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন, রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্টের মাধ্যমে সংযোগের উন্নতির প্রভাব, কৃষি,মৎস্য উৎপাদনের অবস্থা, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতি, আয়, মজুরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নমুনা জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রতিয়মাণ হয় যে, মুল ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৮ (আট) বৎসর। তবে প্রকল্পটির ৫ (পাঁচ) বৎসর বাস্তবায়ন কাল ইতোমধ্যেই গত হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রকল্পটি ৬ষ্ঠ বৎসর অতিবাহিত করছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর ব্যতিত আর মাত্র ২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ অর্থ বৎসর (২০২০-২১ ও ২০২১-২২) প্রকল্পটি চালু থাকবে।

প্রকল্পটি সংশোধনের পরবর্তি ৩ (তিন)টি অর্থ বৎসরের ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্হানের মাত্র ৫৭.৯১% অর্থ প্রকল্পটির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ হতে ২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্হানের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮৪.১৫ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮০.৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই তিনটি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২০৩.৭৫ কোটি টাকা। জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে আগামী দু'টি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৯৫.৫২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়াও করোনাভাইরাসের কারনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে এবং দীর্ঘ ছুটির কারনে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পরেছে। এতে করে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর অগ্রগতির উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া পরার সম্ভাবনা রয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও ঘাট উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ এবং হাট উন্নয়নের অগ্রগতিতে প্রকল্পটির পিছিয়ে রয়েছে। হাওরে মাছের কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। হাওড় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে হিজল, করমচা বাগান সৃষ্টি, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, জলজ বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কম্পোনেন্ট সমূহের প্রভাব এবং এর সামগ্রিক সবল, দুর্বল, সুযোগ এবংঝুঁকি সমূহ বিশ্লেষন শেষে সমীক্ষক দল কিছু সংখ্যক সুপারিশ প্রদান করেছে যাতে প্রকল্পটি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। সুপারিশ সমূহ হলো: (১) প্রকল্পটি নির্দ্দিষ্ট সময় (জুন ২০২২) এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে; (২) প্রকল্পটির সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত একটি ডাটা বেইস তৈরি করতে হবে। ডাটা বেইসে - প্রশিক্ষণের ধরণ, সুবিধাভোগীদের নাম, ঠিকানা, আইডি নাম্বার, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্যাদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে; (৩) হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে জলজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় হিজল, করজ, সিডার ইত্যাদি ধরণের জলজ বৃক্ষরোপন করা যেতে পারে; (৪) প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়া সত্বর সম্পন্ন করে অবিলম্বে বাকী কাজের প্যাকেজগুলি চুক্তিবদ্ধ করতে হবে; (৫) গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের পরবর্তিতে সড়ক সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্দিষ্ট কোন সংস্থার (এলজিইডি/ ইউনিয়ন পরিষদ) ওপর ন্যাস্ত করা দরকার (৬) হাওর অঞ্চলে কাজের বাস্তবায়ন সময় সীমা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ নির্মাণ মালামাল পরিবহণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়। ফলে বাস্তবসম্মত সময় প্রদান করা যেতে পারে; (৭) প্রশিক্ষণ পরবর্তি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন-ব্যবসা প্রসারের ব্যবস্হা, কাজের নিরাপদ পরিবেশ তৈরী ইত্যাদি। বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা যেতে পারে; (৮) প্রশিক্ষণের ফলাফল যাঁচাই করার জন্য সার্ভে/ সমীক্ষা করা যেতে পারে; (৯) প্রকল্পের অধীনে নির্মিত নির্মাণ অবকাঠামো সমূহের মান নিশ্চিত করতে হবে; (১০) প্রকল্প পরিচালক সহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তাগণ এবং প্রয়োজনে সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন জোরদার করা অত্যাবশ্যক; (১১) ৩০০টি বিল ইউজার গ্রুপ (BUG) অডিট এবং ৭ টি Internal Audit সম্পন্ন করণের জন্য সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে; (১২) নির্মাণ কাজে প্রশিক্ষণ আরো উন্নত ও বেশী করে দেয়া যেতে পারে যাতে করে তারা পরবর্তীতে সুদক্ষ শ্রমিক ও সুদক্ষ মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতে পারে; (১৩) আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ, (যা হাওর অঞ্চলের বেকার নারী ও পুরুষদের বেকারত্ব হ্রাসে সাহায্য করবে) প্রদান করতে হবে। কারিগরী প্রশিক্ষণের পরে প্রয়োজনীয় রিসোর্স সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে; (১৪) হাট বাজার উন্নয়নে পূর্বে বাজার ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাতে করে পরবর্তিতে- ড্রেনেজ, আভ্যন্তরীন রাস্তা, ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিবহন, রক্ষনাবেক্ষন ও সমন্বয়ে কোন সমস্যা না হয়; এবং (১৫) মৎস্য চাষীদের বিকল্প ও স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে ।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সমসয় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্ষকরী পদক্ষেপ। এরই আলোকে প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করণ, সার্বিক ও বাস্তব অগ্রগতি, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ পর্ষালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যা নিদ্দিষ্ট সময়ে এবং অর্থের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (LGED) কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরো বেশী তৎপর হতে হবে।

১ প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ ভূমিকা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-কে সরকার কর্তৃক চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নের তদারকির পাশাপাশি প্রতি বছরই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর অধীনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের "নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-Depth Monitoring) এবং কতিপয় সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের "প্রভাব মূল্যায়ন" (Impact Evaluation) সমীক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী অন্যান্য সকল বছরের মতো, চলতি অর্থবছর ২০১৯-২০ এ, আইএমইডি "নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করার জন্য মোট ৭২টি চলমান ও সমাপ্ত উভয় ধরনের প্রকল্প নির্বাচন করেছে। আইএমইডি এখন "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)" এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পরামর্শ পরিষেবা প্রদানের জন্য "এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (EADS)" কে নির্বাচন করেছে। বর্ণিত প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে বিগত ৫ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক অত্র প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে।

ইএডিএস (EADS) লিমিটেডের সমগ্র বাংলাদেশে একই ধরণের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও গবেষণার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটি পরামর্শকগণদের একটি ধারণামূলক মডেল গঠনে সহায়তা করেছে।

১.২ প্রকল্পের পটভূমি

ভূগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাওরের উৎপত্তি এবং মধুপুর সোপান গঠনের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে বলেও মনে করা হয়। বিল অবনমিত হয় না, কিন্তু হাওর অববাহিকা অবনমিত হয়। মেঘনা নদীর অববাহিকার উজানের প্রান্ত থেকে প্রবাহিত বিপুল জলরাশি নিম্নাঞ্চলের অবনমন অঞ্চল গুলির স্থবির পানির পৃষ্ঠকে উচ্চতর করে। বর্ষা কালে এপ্রিল-জুন মাসে, এই বিপুল জলরাশি স্থবির জলকে মিশ্রিত করে হাওর নামে এক বিশাল প্রাকৃতিক মৌসুমি হ্রদ তৈরি করে। মেঘনা ও এর শাখা নদীসমূহ দ্বারা গঠিত প্লাবন ভূমির স্থায়ী ও মৌসুমি হ্রদ নিয়েই হাওরের উৎপত্তি। অক্টোবরের শেষ অবধি হাওরের বেশিরভাগ অঞ্চল পানির নিচে থাকে। হাওরের আয়তন প্রায় প্রতি বছর আগস্ট মাসে ৮,৫০০-৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অক্টোবর মাস থেকে পানির স্তর হ্রাস পেতে শুরু করে এবং ডিসেম্বরে নদীর খারি এবং অবনমিত অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে বাকি এলাকা শুকিয়ে যায়।

হাওর অঞ্চলটি প্রশাসনিকভাবে সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই ৭(সাত)টি জেলার অন্তর্গত। ২০১০ সালে পরিচালিত শ্রম জরিপ অনুসারে হাওর অঞ্চলে ৫০% এরও বেশি পরিবার কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। উৎপাদিত প্রধান কৃষি ফসল বোরো ধান যা প্রতি বছর জাতীয় খাদ্যশস্যের ১৩-১৪% যোগান দিয়ে থাকে। কৃষকরা ডিসেম্বরে বোরো ধান লাগানো শুরু করে এবং হাওরের জলের স্তর সর্বনিম্ন থাকলে এপ্রিল মাসে ফসল সংগ্রহ করতে পারে। তবে কোন কোন বৎসর এপ্রিল মাসে বর্ষার আগে প্রবল বর্ষণ ও উজানের আকস্মিক বন্যার ফলে সৃষ্ট প্লাবনে ফসল ডুবে যাওয়ায় কৃষকরা তাদের আয়ের একমাত্র উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। মেঘনা নদীর উচ্চ অববাহিকায় আকস্মিক বন্যার কারণে সৃষ্ট দারিদ্র্যতা বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা সমাধানে সূচিত নীতিমালা অনুসারে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ:

- জলবায়ু অভিযোজন এবং জীবনমান সুরক্ষা প্রকল্প (CALIP);
- হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HILIP);

- উত্তর বাংলাদেশ সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (NOBIDEP);
- সুনামগঞ্জ কমিউনিটি-ভিত্তিক রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (SCBRMP); এবং
- দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমন্বিত জল সম্পদ পরিকল্পনা ও পরিচালনা প্রকল্প।

১.২.১ হাওর মাষ্টার প্ল্যান, ২০১২

হাওর মাস্টার প্ল্যান (২০১২) এর লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট সংগঠনও সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংহত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন দ্বারা হাওর অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা। মাস্টার প্ল্যানের এই দিক নির্দেশনা অনুসারে, একটি সংহত পদ্ধতির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে **'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)'**টি গৃহীত হয়েছে। মাস্টার প্ল্যানে চিহ্নিত প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তুতিমূলক জরিপের ভিত্তিতে এলজিইডির জন্য অবকাঠামো এবং মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। মৎস্য হাওর এলাকাবাসীদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়ায় এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক মৎস্য কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনায় LGED-এর অভিজ্ঞতা থাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বিধায় উদ্যোগী (টার্গেট) এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্র প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২.২ প্রকল্প গ্রহনের যৌক্তিকতা

হাওর অঞ্চলে গ্রীষ্ম মৌসুমের শেষ হতে শীত মৌসুম শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে সারা বৎসরে প্রায় ৬/৭ মাস আবাদি জমি জলমগ্ন থাকে। প্রবল ঢেউয়ের কারণে ভাঙ্গন বৃদ্ধি পায় এবংজমির ফসল ধুয়ে নিয়ে যায়। এতে করে হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে হাওর এলাকার প্রতিটি গ্রামে বন্যা প্রতিরোধ, যথাযথ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষন, জীবনমান এবং শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ দরিদ্র জন গোষ্ঠিকে সহায়তা করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা; স্বপরিচালিত সংগঠন সৃষ্টি; সংগঠনগুলোকে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করণ; বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন; সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান; প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগণের কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীনতাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচন এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)' প্রকল্পটি যৌক্তিক বলে গৃহীত হয়েছে।

হাওর অঞ্চলের মাস্টার প্ল্যান, ২০১২-এর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিবেচনা করে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (জাইকা) হাওর অঞ্চলের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহনে BWDB-কে অর্থায়নে সম্মত হওয়ায় BWDB এর সাথে LGED কে প্রকল্পের অংশীদারিত্ব প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে গত ১৬ই জুন, ২০১৪ তারিখে জাইকা এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৩৫তম ওডিএ Loan প্যাকেজ স্বাক্ষরিত হয়। Loan চুক্তিতে প্রকল্পের নাম "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)" হিসাবে উল্লেখ করা হয় যা BWDB এবং LGED বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের ৭(সাত) টি হাওর জেলার মধ্যে অত্র প্রকল্পটিঃ-(১) কিশোরগঞ্জ, (২) নেত্রকোনা, (৩) হবিগঞ্জ, (৪) সুনামগঞ্জ এবং (৫) ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই ৫ (পাঁচ) জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

১.২.৩ প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বাস্তবায়নকাল এবং অন্যান্য তথ্য-

ক)	প্রকল্পের নাম	:	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)।
খ)	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ।
গ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
ঘ)	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২২পর্যন্ত।
ঙ)	প্রকল্প এলাকা	:	৪টি বিভাগ, ৫টি হাওর জেলা ও ৩৩টি উপজেলা।
চ)	অনুমোদনের তারিখ	:	১২ আগষ্ট, ২০১৪ (মুল); ৮ মে, ২০১৮ (সংশোধিত)।
ছ)	অবস্থা (Status)	:	চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প।
জ)	তহবিলের উৎস	:	বংলাদেশ সরকার ও জাইকা (JICA)।
ঝ)	সহযোগী সংস্থা	:	মৎস্য অধিদপ্তর; ভূমি মন্ত্রণালয়; জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবংবিডাব্লিউডিবি।

১.২.৪ প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য (Project Goal)

প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হলো বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা, মৌলিক অবকাঠামোসমুহ উন্নয়ন করা এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ জীবনমান উন্নয়ন ও হাওর এলাকার দারিদ্রতা হ্রাসে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন।

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)" শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো :-

- হাওর অঞ্চলে পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন;
- হাওর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম;
- হাওর অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল করা।

১.৩.১ নিবিড় পরিবীক্ষনের উদ্দেশ্য

সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)" শীর্ষক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষন কাজ পরিচালনা করে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং সুপারিশালাসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আইএমডিতে দাখিল করা।

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) টি একটি চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প। প্রকল্প। প্রকল্পটি অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের তথ্যাদি সারণি ১.১-এ দেখানো হলোঃ-

সারণি-১.১: প্রকল্পটির ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি পর্যালোচনা

বিষয়	অনুমোদনের তারিখ	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			ব্যয় বৃদ্ধি (+) / হ্রাস (-)
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মূল প্রকল্প	১২/০৮/২০১৪	২০১৪-২০২২	৮৮০০০.৬৪	২৮৩৩০.৬৭	৫৯৬৬৯.৯৭	
১ম সংশোধিত	২৪/০৪/২০১৮	২০১৪-২০২২	৮৫৮২৫.৩৫	৩২১৭৬.৩০	৫৩৬৪৯.০৫	(-) ২.৪৭%
ব্যয় (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)	-	-	৪৫৮৭২.৫২ (৫৩.৪৫%)	১৪৮৩২.৫২ (৪৬.১০%)	৩১০৪০.০০ (৫৭.৮৬%)	
সূত্রঃ–১ম সংশোধিত ডিপিপি ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর						

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মুল/ সংশোধন এর হ্রাস বৃদ্ধির হার)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটির বৎসরভিত্তিক মূল ও সংশোধিত প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ এবং বরাদ্দের হ্রাস বৃদ্ধি সারণি ১.২-এ দেখানো হলোঃ-

সারণি-১.২: প্রকল্পটির বৎসরভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	মূল/সংশোধিত প্রকল্প	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	বৃদ্ধি (+) / হ্রাস (-)
	২০১৪-২০১৫	প্রথম সংশোধন	৭৭৪.৬৭	৭৪৯.০০	১৫২৩.৬৭	(-) ৩৮.৯৯%
		মূল প্রকল্প	১৭৪৪.২৪	৭৫৩.১০	২৪৯৭.৩৪	-
	২০১৫-২০১৬	প্রথম সংশোধন	১২৯৭.৩৮	৫৭৭৫.৬৮	৭০৭৩.০৬	(-) ২৫.১৯%
		মূল প্রকল্প	৩৩৯২.৬৮	৬০৬১.৬৫	৯৪৫৪.৩৩	-
	২০১৬-২০১৭	প্রথম সংশোধন	৩০৩৮.৯৫	৬৪৯৯.৭১	৯৫৩৮.৬৬	(-) ২৪.৩৭%
		মূল প্রকল্প	৪৪৫২.৪১	৭৯১১.৯৩	১২৬১১.৮৪	-
	২০১৭-২০১৮	প্রথম সংশোধন	৫৯৫৭.০৯	৮৪১০.৫৭	১৪৩৭৭.৬৬	(-) ০২.৯২%
		মূল প্রকল্প	৩৭১৯.২৯	১১০৯০.৪৯	১৪৮০৯.৭৮	-
	২০১৮-২০১৯	প্রথম সংশোধন	৮০৯৮.৩৩	৯৯২০.০৮	১৮০৬০.৯৫	(+) ২৪.৬০%
		মূল প্রকল্প	৩৮৯৫.৬৬	১০৫৯৯.৭৪	১৪৪৯৫.৪০	-
	২০১৯-২০২০	প্রথম সংশোধন	৫৫৭৩.১৭	১০৪২২.৯৩	১৫৯৭৬.১০	(+) ১১.৭৮%
		মূল প্রকল্প	৪০৬৭.৪৫	১০২২৪.৬৮	১৪২৯২.১৩	-
	২০২০-২০২১	প্রথম সংশোধন	৫১০৩.৬৬	৭৮৮১.৫৮	১২৯৭৪.৭০	(-)০ ১.০২%
		মূল প্রকল্প	৪১৮১.৬০	৮৯২৭.৪০	১৩১০৯.০০	-
	২০২১-২০২২	প্রথম সংশোধন	২৩৩৩.০৪	৩৯৮৯.৫২	৬৩০০.৫৬	(-) ০৬.৩৯%
		মূল প্রকল্প	২৮৭৭.৩৪	৩৮৫৩.৪৮	৬৭৩০.৮২	-
	মোট	প্রথম সংশোধন	৩২১৭৬.৩০	৫৩৬৪৯.০৫	৮৫৮২৫.৩৫	(-) ০২.৪৭%
		মূল প্রকল্প	২৮৩৩০.৬৭	৫৯৬৬৯.৯৭	৮৮০০০.৬৪	-
সূত্রঃ–১ম সংশোধিত ডিপিপি ও প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর						

প্রকল্পটির ১মসংশোধিত ডিপিপিতে বছরভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ বৎসরে সংশোধিত প্রকল্পটির ব্যয় বরাদ্দ মূল ডিপিপি অপেক্ষা যথাক্রমে ৩৯%, ২৫% ও ২৪% হ্রাস করা হয়েছে। অন্যদিকে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অর্থ বৎসরে সংশোধিত প্রকল্পটির বরাদ্দ যথাক্রমে ২৫% ও ১২% বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি সংশোধন করে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস এবং ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় ইত্যাদি বিষয়াদি পরবর্তি অনুচ্ছেদ সমূহে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক সংস্থান, সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, ছাড়কৃত ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১.৩-এ দেখানো হলোঃ-

সারণি-১.৩: প্রকল্পের বৎসরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় বিশ্লেষন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবৎসর	মুল ডিপিপিতে ধার্যকৃত অর্থ	সংশোধিত ডিপিপিতে ধার্যকৃত অর্থ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থ
১	২	৩	৪	৪	৫	৬
২০১৪-১৫	২৪৯৭.৩৪	১৫২৩.৬৭	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	১৫০৯.৬২	৪০.৩৮
২০১৫-১৬	৯৪৫৪.৩৩	৭০৭৩.০৬	৭৩২৮.০০	৭৩২৮.০০	৬৭৮৩.০০	৫৪৫.০০
২০১৬-১৭	১২৬১১.৮৪	৯৫৩৮.৬৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৪০.০০	৬০.০০
২০১৭-১৮	১৪৮০৯.৭৮	১৪৩৭৭.৬৬	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০	১১২৭০.০০	২৩০.০০
২০১৮-১৯	১৪৪৯৫.৪০	১৮০৬০.৯৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৯৬৯.৯০	৩০.১০
২০১৯-২০ (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)	১৪২৯২.১৩	১৫৯৭৬.১০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৭৪০০.০০	২৬০০.০০
উপমোট	**৬৮১৬০.৮২**	**৬৬৫৫০.০৯**	**৪৯৩৭৮.০০**	**৪৯৩৭৮.০০**	**৪৫৮৭২.৫২**	**৩৫০৫.৪৮**
২০২০-২১	১৩১০৯.০০	১২৯৭৪.৭০	-	-	-	-
২০২১-২২	৬৭৩০.৮২	৬৩০০.৫৬	-	-	-	-
মোট	**৮৮০০০.৬৪**	**৮৫৮২৫.৩৫**	**৪৯৩৭৮.০০**	**৪৯৩৭৮.০০**	**৪৫৮৭২.৫২**	**৩৫০৫.৪৮**

১.৬ প্রকল্পের উপাদান (Component) সমূহ (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ প্রধান ২ (দুই)টি উপাদান (Component)'এ বিভক্ত যা নিম্নরূপ:

১.৬.১ কম্পোনেন্ট ১- : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং জীবিকা নির্বাহের ওপর এর প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব সমূহ সারণী ১.৪ এ সংক্ষিপ্তসারিত হয়েছে।

সারণি-১.৪: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	জীবিকা নির্বাহের ওপর এর প্রভাব	ফলাফল (Output)
রাস্তা ও সড়ক সমূহ উন্নীতকরণ	আকস্মিক বন্যার ক্ষতি হ্রাসকরণ, হাওর অঞ্চল থেকে পণ্য, উপকরণ এবং যাত্রী পরিবহনে দ্রুত, সস্তা এবং সহজ ব্যবস্থাদি নিশ্চিতকরণ	রাস্তা ও সড়ক: মোট ৪১৬ কিলোমিটার [উপজেলা রোড: ১২০ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক: ৯৮ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা: ১৯৮ কি.মি.] সেতু নির্মাণ: ৮৮৭ মিটার কালভার্ট নির্মাণ: ৮৯০ মিটার
বিদ্যমান গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসন	বিদ্যমান গ্রামীণ রাস্তাগুলির পরিষেবার মান পুনরুদ্ধার এবং ভাল মান বজায় রাখা	গ্রামীণ রাস্তা সমূহের উন্নয়ন ব্যয়ের ১০% কাজের ব্যয়ের মোট মূল্যের সমপরিমাণ
গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ বাজার (হাট)সমূহ উন্নয়ন/ নির্মাণ	হাওর অঞ্চলের পণ্য সমূহের দক্ষ বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা	২২ টি হাট
উন্নত বোট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ	হাওর অঞ্চল হতে দ্রুত এবং সস্তা পণ্য ও যাত্রী পরিবহন	২৪ টি ঘাট

১.৬.২ কম্পোনেন্ট -২ : মৎস্য প্রচার ও প্রসার (Fisheries Promotion) কার্যক্রম

ফিশারি প্রসার কার্যক্রমের ফলাফল এবং জীবিকা বৃদ্ধিতে তাদের প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব সমূহ সারণী-১.৫ এ সংক্ষিপ্তসারিত হয়েছে।

সারণি-১.৫: মৎস্য প্রচার ও প্রসার (Fisheries Promotion) কার্যক্রম

মৎস্য প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম	জীবিকা নির্বাহের উপর প্রভাব	ফলাফল (Output)
খাল পুনঃখনন	মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং হাওর অঞ্চল হতে পণ্য পরিবহনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা।	২১০ কি.মি.
কমিউনিটি ভিত্তিক মৎস্য রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (CbFRM)	জেলে সম্প্রদায়ের বর্ধিত আয় এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য বিল সমূহের উপর দীর্ঘমেয়াদী অধিকার নিশ্চিতকরণ।	১৫০টি বিল কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় প্রদান এবং বিল খনন; মৎস্য নার্সারি স্থাপন; মৎস্য অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা; জলজ বৃক্ষরোপন।
জলজ কার্যক্রম (Aquaculture Activities)	মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোগ এবং আয় উন্নিতকরণ।	মৎস্য চাষের মাধ্যমে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বিকশিতকরণ: ফিশ নেট-পেন কালচার: ১০ টি ইউনিট; ফিশ কেইজ কালচার (বড়): ১২ সেট; আঙ্গিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ: ২০০ টি গ্রুপ; দাউদকান্দি মডেল একুয়া কালচার: ৫ টি ইউনিট, মাছ শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ: ২ টি গ্রুপ।
মৎস্য সাপোর্ট সার্ভিসেস (FSS)	কমিউনিটি ভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জেলা মৎস্য অফিস (ডিএফও) এবং উপজেলা মৎস্য অফিস (ইউএফও)সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	হাওর অঞ্চলে Aquatic resources সমূহ চিহ্নিত করা; প্রকল্প এলাকার জেলা ও উপজেলা অফিস সমূহ শক্তিশালী করা।

১.৭ প্রকল্পের প্রধান কাজ সমুহ (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)

প্রকল্পটির প্রধান ২ (দুটি) কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: (১) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং (২) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিম্নরূপ:

সারণি-১.৬: প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রম সমুহ

ক)	জমি অধিগ্রহণ		:	১৫ একর
খ)	উপজেলা রাস্তা উন্নয়ন		:	
		সাবমার্জিবল		৯৯ কিলোমিটার
		নন-সাবমার্জিবল		২১ কিলোমিটার
গ)	ইউনিয়ন রাস্তা উন্নয়ন		:	
		সাবমার্জিবল		৪১ কিলোমিটার
		নন-সাবমার্জিবল		৫৭ কিলোমিটার
ঘ)	গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন		:	
		সাবমার্জিবল		১০০ কিলোমিটার
		নন-সাবমার্জিবল		৯৮ কিলোমিটার
ঙ)	উপজেলা সড়কে ব্রিজ নির্মাণ		:	৩৭০ মিটার
চ)	ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ নির্মাণ		:	৫১৭ মিটার
ছ)	উপজেলা সড়কে কালভার্ট নির্মাণ		:	২২০ মিটার
জ)	ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কে কালভার্ট নির্মাণ		:	৬৭০ মিটার
	মোট সেতু (১৫টি) ও কালভার্ট নির্মাণ (ঙ+চ+ছ+জ)		:	১৭৭৭ মিটার
ঝ)	হাট নির্মাণ		:	২২ টি
ঞ)	ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ		:	২৪ টি

ট)	অবকাঠামো মেরামত	:	২০০ কিলোমিটার
ঠ)	গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত	:	২০০ কিলোমিটার
	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নঃ		
	বিল স্ক্রীনিং	:	৫টি
ড)	রিসোর্স ম্যাপিং	:	২৯টি
ঢ)	প্রফেশনাল ডকুমেন্টেশন ম্যাপিং/ প্রিন্টিং	:	২৯টি
ণ)	ইজারা প্রক্রিয়া এবং গ্রুপ গঠন	:	১৫০টি
ত)	বিল উন্নয়ন (অভয়াশ্রম এবং জলজ বৃক্ষরোপণ)	:	১৫০টি
থ)	বিল সংযোগ খাল খনন	:	২১০কিমি
	বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমঃ		
দ)	ফিস নেট পেন কালচার	:	১০টি
ধ)	ফিস কেইজ কালচার	:	১২ সেট
ন)	আংগিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ	:	২০০টি
প)	দাউদকান্দি মডেল একুয়াকালচার	:	৫ টি
ফ)	শুটকি প্রক্রিকরণ /মাছ শুকানো ও প্রক্রিাকরণ	:	২টি গ্রুপ
ব)	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন	:	৭বছর
ভ)	ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম	:	৪৫০০ জন
সুত্রঃ-প্রকল্পের আরডিপিপি			

১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

পরামর্শকগন প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক হাল নাগাদ অগ্রগতি আইএমইডি'র ০৫ ছক অনুযায়ী পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেখা যেতে পারে:-

সারণি-১.৭: অঙ্গ ভিত্তিক বছরওয়ারী ডিপিপি সংস্থান ও ব্যয় (এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি মার্চ ২০২০ পর্যন্ত		চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	অফিসারের বেতন		১৮০ জন	১২৪২.২৬	১৮০ জন	২৯৬.৭৬	১৮০ জন	২০.০০	৬৫%	১৩.০০
২.	কর্মচারীদের বেতন			৬৩৩.৩৬		২৪৭.২১		১০.০০	৭৫%	৭.৫০
৩.	ভাতাদি			১৭১৫.৩২		৬১২.৪৩		২৪.৯৫	৬৮%	১৭.০০
৪.	শুল্ক ও ভ্যাট		থোক	২৩৪৪.৭৭		১১২৫.৮৪		১২৫.০০	৭০%	৮৮.০০
৫.	মুদ্রণ ও গবেষনা		৭ বছর	৬৮.৫৮	বছর	১৮.১৫	১ বছর	৫.০০	০%	-
৬.	সরবরাহ, সেবা, সরন্জাম, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ		থোক	১০২০.৩৯	থোক	৯২৯.০০	থোক	৪৬১.২৫	৭৮%	৩৬১.৫০
৭.	এলসিএস কর্মিদের প্রশিক্ষণ		থোক	৭৮.০০	থোক	৬১.৮৫	থোক	৫.০০	৬০%	৩.০০
৮.	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ		২৪৫টি	১১৪.১৮	১১৮ টি	৭১.৯৪	৫৩ টি	২৪.০০	৬৩%	১৫.০০
৯.	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ		থোক	১৭.০৪	থোক	১৭.০০	থোক	০.০০	০%	-
১০.	কর্মশালা		৩০টি	২৫.০০	৯টি	১৪.১৮	৫টি	৬.০০	১০০%	৬.০০

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি মার্চ ২০২০ পর্যন্ত		চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১১.	কনফারেন্স		৩০টি	৩৯.৬০	৯টি	১৮.০০	৪টি	৫.০০	১০%	-
১২.	সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শ সভা		১৫ টি	১৪.৫০	৪টি	৯.০০	৩টি	৫.০০	১০%	-
১৩.	পরামর্শক (ডিএসএম)		৭ বছর	৩২৬০.০০	৪বছর	১৫০০.০০	১২মাস	৩৫০.০০	৬৫%	২২৫.০০
১৪.	সমীক্ষা (Fish Catch and Biodiversity Monitoring)		৫টি	২৯০.০০	৩ টি	৮২.৫৩	১টি	৪০.০০	৮৮%	৩৫.০০
১৫.	প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ		৯০৬জনমাস	৪৭৭.০০	৩৪৩জন মাস	৩৪৮.২৪	২৬৫জন মাস	৯০.০০	৫৫%	৪৪.০০
১৬.	অডিট		৩০৮টি	৬০.০০	টি	০.০০	১টি	৩০.০০	০%	-
১৭.	আইনি সহায়তা ব্যয়		৬টি	১০০.০০	১টি	৫.০০	৪টি	৩০.০০	১০%	-
১৮.	প্রমোশনাল মেট্রিয়াল		থোক	৭২.০০	থোক	২০.০০	থোক	৫.০০	০%	-
১৯.	অন্যান্য মেরামত		থোক	২৩৪.১৬		৬৯.৭৬		১৩.৮০	৮০%	১১.০০
২০.	অবকাঠামো মেরামত		২০০ কিমি	১১১৭৯.৬৮	৭৫.১৬ কিমি	৬২৪৫.০০	৩০ কিমি	২৬৪০.০০	৬৯%	১৮০০.০০
২১.	নির্মাণাধীন সময়ে অবকাঠামো মেরামত		২০০ কিমি	৩৩০০.০০	কিমি	০.০০	কিমি	০.০০		০%
২২.	উপ মোট			**২৬২৮৭.৮**		**১১৬৯১.৮৯**		**৩৮৯০.০০**		
	সম্পদ সংগ্রহ									
২৩.	অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়		১৪০টি	১৭৭.৪৫	৯৯টি	১১৬.৮৫	থোক	২.০০	১০%	-
২৪.	অফিস ফার্নিচার ও সরঞ্জাম ক্রয়	সেট একর	২১ সেট	৭১.৭৫	১০ সেট	৫৮.০২	থোক	১.০০	১০%	-
২৫.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়		থোক	৬৩.৫৯	থোক	৬১.৫৯	থোক	২.০০	১০%	-
২৬.	অফিস যানবাহন ক্রয়		৯২টি	৫৬৪.৪১	৭৮টি	৩৩৯.৬০	টি	০.০০	০%	-
	উপ মোট			৮৭৭.২০		৫৭৬.০৬		৫.০০		-
২৭.	ভূমি অধিগ্রহণ		১৫ একর	২০০০.০০	একর	০	৫একর	৫০.০০	০	-
২৮.	অবকাঠামো উন্নয়ন									
২৯.	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল)		৯৯ কিমি	১১৯৯৯.০০	৪১কিমি	৫৬৪৪.০০	১০কিমি	৯০০.০০	৮৩%	৭৪৫.০০
৩০.	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল)		২১ কিমি	১৮৩৫.০০	১৫কিমি	১২৫৮.০০	২কিমি	২৫০.০০	৬৮%	১৭০.০০
৩১.	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল)		৪১ কিমি	৪০৫৫.০০	২৮কিমি	৩১৭৫.০০	৮.০০ কিমি	৮৫০.০০	৮৫%	৭২০.০০
৩২.	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল)		৫৭ কিমি	৪২০২.৫০	৪১কিমি	৩৮১৯.০০	৩কিমি	১৭৫.০০	৯০%	১৫০.০০
৩৩.	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল)		১০০ কিমি	৭৯৪৭.০০	৫৫কিমি	৪২৪৮.০০	৮কিমি	৯১৯.০০	৯৩%	৮৪৯.০০
৩৪.	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল)		৯৮ কিমি	৬২৭৩.১৫	৩৬কিমি	২৫২৮.০০	১২কিমি	৮০০.০০	৯৪%	৭৪০.০০
৩৫.	ব্রীজ নির্মাণ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক)		৮৮৭ মি	৬২০৯.০০	২১৫মি	১৫০১.০০	২০০মি	৯০০.০০	৮৮%	৭৮০.০০
৩৬.	কালভার্ট নির্মাণ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক)		৮৯০ মি	৩২২৫.০০	৬৯০মি	২০৭০.০০	১০০মি	৩০০.০০	৬৪%	১৯০.০০
৩৭.	হাট উন্নয়ন		২২টি	১৭৬০.০০	১২টি	৪৪০.৭২	৩টি	২৪০.০০	৫০%	১২০.০০

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি মার্চ ২০২০ পর্যন্ত		চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি (%)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৩৮.	ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ		২৪টি	৪৮০.০০	১২টি	৭২.০০	৬টি	৯০.০০	৫০%	৪৪.০০
	মোট (সড়ক, ব্রীজ, হাট ও ঘাট)			৪৭৯৮৫.৬৫		২৪৭৫৫.৭২		৫৪২৪.০০		
	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নঃ									
৩৯.	বিল স্ক্রীনিং		৫টি	৪.০০	৫টি	৪.০০	০	০.০০		
৪০.	রিসোর্স ম্যাপিং		২৯টি	২৩.২০	২৯টি	২৩.০০	০	০.০০		
৪১.	প্রফেশনাল ডকুমেন্টেশন ম্যাপিং/ প্রিন্টিং		২৯টি	১৪০.৬৫	২৯টি	১৪০.৫০	০	০.০০		
৪২.	ইজারা প্রক্রিয়া এবং গ্রুপ গঠন		১৫০টি	২৭.৯৫	১২৩ টি	০.০০	০	০.০০		
৪৩.	বিল উন্নয়ন (অভয়াশ্রম এবং জলজ বৃক্ষরোপণ)		১৫০টি	২৬২৫.০০	৫৪টি	৩৪৮.০০	৩০টি	২৫০.০০	৬৫%	১৫০.০০
৪৪.	বিল সংযোগ খাল খনন		২১০কিমি	২৫২০.০০	৫৫কিমি	৫৩৩.৭৬	৪৫কিমি	২১৩.০০	৬০%	১২০.০০
	বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমঃ									
৪৫.	ফিস নেট পেন কালচার		১০টি	৯১.৭০	৫টি	৩৪.৫০	৫টি	৪৫.০০	০%	=
৪৬.	ফিস কেইজ কালচার		১২ সেট	৬০.০০	৫ সেট	২৬.৯০	০	০.০০	০%	-
৪৭.	আংগিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ		২০০টি	৯০.০০	১৮৭ টি	৮৫.০০	১৩টি	৫.০০	০%	-
৪৮.	দাউদকান্দি মডেল একুয়াকালচার		৫ টি	৫০.০০	৪টি	৩১.৮৯	১টি	১০.০০	০%	-
৪৯.	শুটকি প্রক্রিকরণ /মাছ শুকানো ও প্রক্রিকরণ		২টি গ্রুপ	২.০০	২টি গ্রুপ	২.০০	০	০.০০		
৫০.	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন		৭বছর	৫০.০০	৪বছর	৪২.০০	১বছর	৮.০০	০%	-
৫১.	ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম		৪৫০০ জন	৪৫০.০০	১৮০২ জন	১৭৭.৩০	১০০০ জন	১০০.০০	০%	-
	উপমোট			**৬১৩৪.৫০**		**১৪৪৮.৮৫**		**৬৩১.০০**		**-**
৫২.	মূল্য বৃদ্ধি (ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি)		থোক	৬৫০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
৫৩.	মূল্য বৃদ্ধি (প্রাইস কন্টিনজেন্সি)		থোক	১৮৯০.১৬	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
	সর্বমোট			**৮৫৮২৫.৩৫**		**৩৮৪৭২.৫২**		**১০০০০.০০**	**৭৪%**	**৭৪০০.০০**

১.৯ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ/ পর্যালোচনা

প্রকল্পটির মূল ডিপিপি আগষ্ট ১২, ২০১৪ তারিখে ৮৮০০০.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তবে পরবর্তীতে- জাতীয় বেতন স্কেল -২০১৫ এর প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি, এলজিইডির রেট সিডিউল পরিবর্তন, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্কিম সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসূচীর সংশোধন, কনট্রাক্ট প্যাকেজের মুল্য পুনঃনির্ধারণ, বৈদেশিক মুদ্রার একচেন্জ রেটের পরিবর্তন, ষ্টিয়ারিং কমিটি, জেলা ও উপজেলা রিভিউ কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক এপ্রিল ২৪, ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। নিম্নে সারণি ১.৮-এ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেওয়া হলো। প্রকল্পের আইটেমওয়ারী অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট -৪ তে দেওয়া হলো।

সারণি-১.৮: প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার বিশ্লেষণ

(লক্ষ টাকা)

২০১৪-২০১৫				২০১৫-২০১৬				২০১৬-২০১৭			
আর্থিক		%		আর্থিক		%		আর্থিক		%	
লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৫২৩.৬৭	১৫০৯.৬২	২%	১%	৭০৭৩.০৬	৬৭৮৩.০০	৮%	৭%	৯৫৩৮.৬৬	৯৯৪০.০০	১১%	১০%

(লক্ষ টাকা)

২০১৭-২০১৮				২০১৮-২০১৯				২০১৯-২০২০ (এপ্রিল-২০২০ পর্যন্ত)			
আর্থিক		%		আর্থিক		%		আর্থিক		%	
লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪৩৭৭.৬৬	১১২০০.৩০	১৪%	১১%	১৮০৬০.৯৫	৮৯৭০.০০	১০%	১২%	১৫৯৭৬.১০	৭৪০০.০০	৮%	১৪%

(লক্ষ টাকা)

২০২০-২০২১				২০২১-২০২২				মোট (এপ্রিল-২০২০ পর্যন্ত)			
আর্থিক		%		আর্থিক		%		আর্থিক		%	
লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব	মোট লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	আর্থিক	বাস্তব
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
১২৯৭৪.৭০	০০.০০	০%	০%	৬৩০০.৫৬	০০.০০	০%	০%	৮৫৮২৫.৩৫	৪৫৮৭২.৫২	৫৩%	৫৫%

বিদ্যমান প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সমস্ত কার্যপ্রক্রিয়া বজায় রেখে জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে শতভাগ কাজ (বাস্তব) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এ হিসাবে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৭২ শতাংশ বাস্তব অগ্রগতি হওয়ার কথা। তবে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৫৫%। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১৭% কম অর্জিত হয়েছে। কনসালটেন্ট নিয়োগে বিলম্বের কারণে প্রথম দুই অর্থবৎসরে প্রকল্পটির অগ্রগতি কম অর্জিত হয়েছে।

১.১০ প্রকল্পের লগ-ফ্রেম পর্যালোচনা

প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হলো বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, মৌলিক অবকাঠামো সমুহের উন্নয়ন এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সক্রিয়করণের মাধ্যমে হাওর এলাকার দারিদ্রতা হ্রাসে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন। এবিষয়ে প্রকল্পটির লগফ্রেম ও এর যাচাইযোগ্য সূচক সমূহ নিম্নে সারণি -১.৯'এ দেখা যেতে পারে:-

সারণি ১.৯: লগফ্রেমের লক্ষ্যমাত্রা ও যাচাইযোগ্য সূচক সমূহ

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicators (OVI)	যাচাইয়ের উপায় (Means of Verification)	ধারণাসমূহ (Important Assumptions)
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ			
হাওর মাস্টার প্ল্যান -২০১২ এর সুপারিশ অনুসরণ করে হাওর অববাহিকায় দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখা	▪ আকস্মিক বন্যা প্রতিরোধে অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; ▪ স্রোতের কারণে ভূমিক্ষয় রোধে সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধিকরণ; ▪ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; ▪ হাওড় এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; ▪ শিশুর অপুষ্টির প্রকোপের শতকরা হার হ্রাসকরণ; ▪ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	বিবিএস এর সমীক্ষার বিভিন্ন সূচক এবং হাওর মাস্টার প্ল্যান -২০১২	বড় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয় এবং মূল্যস্ফীতি হার বৃদ্ধি একটি বড় ঝুঁকি।
কম্পোনেন্ট ১: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন			
আউটপুট সমূহ:			
জমি অধিগ্রহণ	১৫ একর		
গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ রাস্তা)	▪ ১২০কিলোমিটার উপজেলা রাস্তা ▪ ৯৮কিলোমিটার ইউনিয়ন রাস্তা ▪ ১৯৮ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা	প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন, সময়াবদ্ধ কর্মকপরিকল্পনা, এন্ট্রি করাপশন মনিটরিং	আকস্মিক বন্যার কারণে ক্ষয়-ক্ষতি, শুকনো মৌসুমে নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ, অগ্রিম বন্যার কারণে ক্ষতি,
সেতু (১৫টি) ও কালভার্ট উন্নয়ন	৮৮৭ মিটার সেতু (১৫টি) ও ৮৯০ মিটার কালভার্ট।		

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicators (OVI)	যাচাইয়ের উপায় (Means of Verification)	ধারণাসমূহ (Important Assumptions)
রাস্তা সংস্কার	২০০ কিলোমিটার	শীট, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন।	নির্মাণকালীন দুর্ঘটনার ঝুঁকি।
বিদ্যমান রাস্তাগুলি পুনর্বাসন	২০০ কিলোমিটার		
গ্রামীণ বাজার (হাট) এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	২২টি বাজার (হাট)।		
বোট ল্যান্ডিং(ঘাটের) সুবিধা উন্নয়ন	২৪টি ঘাট।		
কম্পোনেন্ট/ উপাদান ১.১: সক্ষমতা বিকাশ (Capacity Development)			
আউটপুট সমূহ:			
এলসিএস (LCS) গ্রুপগুলির জন্য রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত দুটি প্রশিক্ষণ। মোট ২০,০০০ জন এলসিএস সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	অগ্রগতি প্রতিবেদন (Project Progress Report)	
কম্পোনেন্ট ২: মৎস্য প্রচার কার্যক্রম (Fisheries Promotion Activities)			
আউটপুট সমূহ:			
বিল উন্নয়ন	১৫০টি।	অগ্রগতি প্রতিবেদন (Project Progress Report)	প্রকল্প চলাকালীন ১৫০টি জলাশয়/ বিল অধিগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিল ব্যবহারকারী গোষ্ঠী (BUG)-দের ওয়াটার লর্ড (Water Lord) দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করা।
সম্প্রদায় ভিত্তিক ফিশারি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (সিবিএফআরএম)।	১৫০ টি বিল উন্নয়ন (খনন, মাছের অভয়ারণ্য, বিল ফিশ নার্সারি পরিচালনা)।		
প্লাবনভূমি অ্যাকুয়ালচারাল কার্যক্রম।	রিসোর্স ম্যাপিং এবং রিসোর্স সনাক্তকরণ (৫ টি জেলার ২৯ টি Sub-Project থেকে)		
ফিশারি সাপোর্ট সার্ভিস সমূহ।	সম্প্রসারণ পরিষেবাদি শক্তিশালীকরণ পাঁচটি জেলাতে ৩৫ টি ইউনিট (সাত বছর)।		
	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (ফিস নেট পেন কালচার-১০টি ইউনিট, ফিস কেইজ কালচার ১২টি ইউনিট, আংগিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ - ২০০টি, দাউদকান্দি মডেল একুয়াকালচার - ৫ ইউনিট, মাছ শুকানো ও প্রক্রিকরণ - ১০টি সেট)।		
প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ (১০টি ইউনিট)।		
	প্রকল্প উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ (ফিস নেট পেন কালচার- ১০টি ইউনিট, ফিস কেইজ কালচার -১২ টি ইউনিট, আংগিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ - ১৬টি ইউনিট, দাউদকান্দি মডেল একুয়াকালচার -১০টি ইউনিট, সক্ষমতা বিল্ডিং বিল ব্যবহারকারী গ্রুপসমূহ (বিইউজি) ২০০টি ইউনিট, মাছ শুকানোর ১৬ ইউনিট)।		
	জিও ও এনজিওগুলির সাথে পরামর্শ সভা (০৯ ইউনিট)।		
পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়।	প্রযোজন ভিত্তিক বিষয়সমূহের কর্মশালা (২৬ ইউনিট)।		
পর্যবেক্ষণ, আইনী সহায়তা ইত্যাদি।	নতুন ধারণা এবং ফলাফল অনুসন্ধান বিষয়ক সেমিনার (২৪ ইউনিট)। পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় (২৪ ইউনিট)। থার্ড পার্টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (৬ ইউনিট)। বিল ব্যবহারকারীরা গোষ্ঠীসমূহ (বাগ) নিরীক্ষণ (৩০০ ইউনিট)। আইনি সহায়তা (৬ বছর)।		
প্রকল্প পরিচালনা			
আউটপুট সমূহ:			
প্রকল্প পরিচালনা অফিস স্থাপনা (পিএমও)।	পিএমও অফিস ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হবে, ২০ জন কর্মী নিয়োগ দেয়া হবে।	অগ্রগতি প্রতিবেদন (Project Progress Report)	কর্মীগণ প্রকল্পের কার্য্য সম্পাদনের জন্য উপর্যুক্ত/যোগ্য।
প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট স্থাপনা (পিএমইউ)।	৫ জেলাতে পিআইইউ প্রতিষ্ঠা করা হবে, ৩৮ জন কর্মী নিয়োগ দেয়া হবে।		
প্রকল্প উপজেলা অফিস স্থাপনা (পিইউও)।	১৬ টি উপজেলায় পিইউও প্রতিষ্ঠা করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে ১২৮ জন কর্মী নিযুক্ত করা হবে।		
পরামর্শক পরিষেবা	৩২৭ জনমাসের ১৬ জন পরামর্শদাতা -বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন, বেস লাইন সমীক্ষা, দরপত্র সহায়তা, নির্মাণ তদারকি, ফিশারি ক্রিয়াকলাপ সহায়তা পরিষেবা, পরিবেশ ও সামাজিক পর্যবেক্ষণের জন্য কাজ করবে।		
সূত্রঃ-প্রকল্পের লগ ফ্রেম			

১.১১ প্রত্যাশিত ফলাফল পর্যালোচনা

প্রকল্পটির প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে হাওর এলাকার ২,৫৩১,৮৫০ সংখ্যক গ্রামীণ জনগণ সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এবিষয়ে প্রত্যাশিত ফলাফল সমূহ নিম্নে সারণি -১.১০'এ দেখা যেতে পারে:

সারণি-১.১০: প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Outcome)

ফলাফল -১	:	গ্রামে গতিশীলতা বর্ধিতকরণ, ট্রাফিকের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ, ভ্রমণের যাতায়াতের সময় কমানো, ফসলের উৎপাদন হ্রাসের ঝুঁকি কমানো, কৃষি খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খারাপ আবহাওয়া হতে ফসলের সুরক্ষা;
ফলাফল - ২	:	বাজারে প্রবেশের সুযোগ বর্ধিতকরণ, বাজারের ভূমিক্ষয় হ্রাসকরণ, জীবন জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ এবং সামাজিক পরিষেবাদির সুযোগ বর্ধিতকরণ;
ফলাফল - ৩	:	উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও জীব বৈচিত্র্য উন্নতকরণ সহ টেকসই হাওর জলাশয় পরিচালনায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের অংশগ্রহণের অধিক সুযোগ সৃষ্টি;
ফলাফল - ৪	:	অধিক উৎপাদন ও কৃষিবিপণনের বৈচিত্র্যকরণ সহ মৎস্য সংশ্লিষ্ট আউটপুট ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
ফলাফল - ৫	:	প্রকল্পের সম্পদের দক্ষ, সঠিক মূল্যমান এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাবহার নিশ্চিতকরণ।

সুত্রঃ-প্রকল্পের লগ ফ্রেম

১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

হাওর এলাকায় একটি টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পটির হাওর এলাকার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করবে।

১.১৩ ডিপিপি সংশোধন ও অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলন পরিবর্তনের যৌক্তিকতা

প্রকল্পটির প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তি এবং অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলন হ্রাস বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১) নির্মাণ কাজের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্কিম সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি;
২) মুল ডিপিপিতে ৭৮০ মিটার ব্রীজ ও ৮৬০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচীর বিপরীতে সংশোধিত ডিপিপিতে ৮৮৭ মিটার ব্রীজ ও ৮৯০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে;
৩) মুল ডিপিপিতে এলজিইডির ২০১২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন করা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে ২০১৭ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে;
৪) জাতীয় বেতন স্কেল -২০১৫ এর প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেতন ভাতার বর্ধিত অংশ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
৫) মুল ডিপিপিতে প্রতি ইউনিট কনট্রাক্ট প্যাকেজের মুল্য ৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপিতে প্রতি ইউনিট কনট্রাক্ট প্যাকেজের নিম্নতম মুল্য ৩ কোটি টাকা এবং সর্বোচ্চ মুল্য ২০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।
৬) বৈদেশিক মূদ্রার একচেন্জ রেটের পরিবর্তনের কারণে আইটেমওয়ারি ব্যয় পুনর্নির্ধারন করা হয়েছে;
৭) ষ্টিয়ারিং কমিটি, জেলা ও উপজেলা রিভিউ কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২.১ ভূমিকা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)" এর নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে আওতাভুক্ত করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছ। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ১লা জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ- ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ মেয়াদের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করছে -

১) টিওআর মোতাবেক নিরীক্ষাটি সম্পন্ন করা;

২) উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

৩) প্রকল্প পরিচালক HFMLIP, পিএমও, পিআইইউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশনএবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেমন উপজেলা সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় এলিট, উপকারভোগী কৃষক এর সাথে নিবিড় আলোচনা/সভা নিশ্চিত করা;

৪) নীতি নির্ধারক, পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং আশেপাশের গ্রামগুলির উপকারভোগী ও কন্ট্রোল এরিয়ার খানা /পরিবার হতে তথ্য সংগ্রহ করা;

৫) অবকাঠামোগত অবস্থার যেমন: উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, মৎস্যকার্যক্রম, মাছ শুকানোর সুবিধা, বিল উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও নমুনায়িত জরীপ করে তথ্য সংগ্রহ করা;

৬) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কাজ এবং পরিষেবাদি সংগ্রহের জন্য আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, জাইকাগাইডলাইনস, ইত্যাদি) সঠিকভাবেঅনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনাকরা;

৭) এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্যাকেজ (পণ্য, কাজ এবং সেবা) সংগ্রহের প্রক্রিয়া (দরপত্রগ্রহণ, দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি স্বাক্ষর, ইত্যাদি) প্রণয়নে পিপিআর ২০০৮ এবং পিপিএ ২০০৬ অনুসরণ করা হযেছে কিনা তা যাচাই করা;

৮) FGD এবং KII সভা, প্রশ্নোত্তর জরিপ, কেস স্টাডি এবং SWOT বিশ্লেষণ সম্পাদন করা;

৯) সুবিধাভোগী এবং অংশীদারদের সাথে ডাটা সংগ্রহের সময় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা;

১০) প্রকল্প অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং তথ্য প্রচারের জন্য একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা;

১১) চূড়ান্ত প্রতিবেদনের কাঙ্খিত কপিগুলি (বাংলা এবং ইংরেজি উভয়ই) মুদ্রণ করে আইএমইডি-তে জমা দেয়া;

২.৩ সমীক্ষাটির কার্যপরিধি (ToR)

টিওআর (ToR) অনুসারে প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১) প্রকল্পের নাম ও বিবরণ,সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল, প্রকল্পের ব্যয়, ডিপিপি অনুসারে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধন, অর্থের উৎস, প্রকল্প এলাকা,নির্বাচনের যৌক্তিকতা, প্রকল্পের পটভূমি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২) সারণী, গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের সামগ্রিক এবং বিস্তারিত উপাদানগত অগ্রগতি (বাস্তব/আর্থিক)উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩) লগ ফ্রেম অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমুহের অর্জিত অগ্রগতি এবং এর ফলাফলের পাশাপাশি প্রকল্পটির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা;

৪) পিপিএ ২০০৬এবং পিপিআর ২০০৮ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের গাইডলাইন প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়াতে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা। এ ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন, ডিপিপিতে উল্লিখিত ভাবে প্যাকেজ গুলি বিভক্ত করা হয়েছে কিনা, যদি না করা হয়ে থাকে তবে কেন হয়নি এর কারণ গুলি সনাক্ত করন এবং এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ওপর্যালোচনা;

৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য্য ও পরিষেবাদি পরিচালনার জন্য জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি এবং টিওআর অনুসারে পরামর্শমূলক পরিষেবার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতপণ্য, কার্য্য ও পরিষেবাদি বিওকিউ(BoQ) অনুসারে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা, নমুনা (Specification) অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রে নমুনাগুলি মাঠ পর্যায় হতে সরাসরি সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে পরীক্ষা করা। তাছাড়া, তথ্য সমূহ মাঠ পর্যায় হতে সরাসরি সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি), কেস স্টাডি ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

৭) ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, তহবিল ছাড় করণে বিলম্ব, বিভিন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা, প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ, প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন জটিলবিষয়াদি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ;

৮) প্রকল্পের মাঠপর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুবিধাসমুহ প্রদানকরা হয়েছে কিনা, পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্য অনুসারে সুবিধা প্রদানকরা সম্ভব হবেকিনা তাবিশ্লেষণ ও সুপারিশ;

৯) প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, বরাদ্দ, তহবিল ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ;

১০) চুক্তি স্বাক্ষর, শর্ত, ক্রয় পরিকল্পনাঅনুমোদন, তহবিল ছাড়, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত পেমেন্ট চুক্তিইত্যাদির উপর বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ;

১১) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক ও জনশক্তি নিয়োগ, প্রকল্প পরিচালনা কমিটির সভা, ষ্টিয়ারিংকমিটির সভা, ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার যৌক্তিকীকরণ এবং ডিপিপি অনুযায়ী অর্থ চাহিদা, এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই;পরিকল্পনার বাঁধাসমূহ সনাক্তকরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতিকারমূলক পরামর্শ এবং সুপারিশ প্রদান;

১২) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগীতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories) বিষয়ে আলোকাপাত;

১৩) প্রকল্প থেকে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত সুবিধা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে প্রকল্পের অবদান পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১৪) প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে প্রাপ্ত সুবিধাসমুহ (benefits) টেকসই (sustainable) করার জন্য মতামত (feedback) প্রদানকরা;

১৫) প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে আলোচনা করা। এছাড়াও দুর্বলতা এবং ঝুঁকি সমূহ কাটিয়ে উঠতে সুপারিশ প্রদান করা;

১৬) সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণগুলি সম্পর্কে সামগ্রিক বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানের আলোকে সুপারিশ করা; এবং

১৭) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কাজ।

২.৪ প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি মোট ৪টি বিভাগের ৫টি জেলার ৩৩টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা নিম্নরূপ:

সারণি-২.১: প্রকল্পের এলাকা

বিভাগ		জেলা		উপজেলা
ঢাকা	:	কিশোরগঞ্জ	:	অস্টগ্রাম, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদি, হোসাইনপুর, কিশোরগঞ্জ সদর, নিকলী, তারাইল, করিমগঞ্জ, ইটনা, মিঠামইন, কুলিয়ারচর,বাজিতপুর (১২টি উপজেলা)
ময়মনসিংহ	:	নেত্রকোণা	:	খালিয়াজুরী, মদন, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা সদর, কেন্দুয়া, আটপাড়া, পূর্বধলা (৯টি উপজেলা)
সিলেট	:	হবিগঞ্জ	:	আজমিরীগঞ্জ, বাহুবল, হবিগঞ্জ সদর, বনিয়াচং (৪টি উপজেলা)
	:	সুনামগঞ্জ	:	সুনামগঞ্জ সদর, জামালগঞ্জ, ধিরাই, সাল্লা, ধর্মপাশা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক(৭টি উপজেলা)
চট্টগ্রাম	:	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	:	বাঞ্ছারামপুর (১টি উপজেলা)।
বিভাগ = ৪টি		জেলা = ৫টি		উপজেলা = ৩৩টি

২.৫ প্রকল্প এলাকায় খানা/পরিবার সংখ্যা

বিদ্যমান প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি'র লগ-ফ্রেম এ উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকল্পটির প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে হাওর এলাকার ২,৫৩১,৮৫০ সংখ্যক গ্রামীণ জনগণ সরাসরি উপকৃত হবে।

২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ পরিচালনার পদ্ধতি

সমীক্ষাটির অধীনে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আরএফপি/ টিওআর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষাসহ প্রাথমিক ও বিভিন্ন মাধ্যমিক অনুরূপ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহকরা হয়েছে। এবিষয়ে বিস্তৃত পদ্ধতি (ফ্রেমওর্য়াক) নিম্নে চিত্র -১ এ দেখানো হলো। পদ্ধতিটির বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে দেখানো হলো।

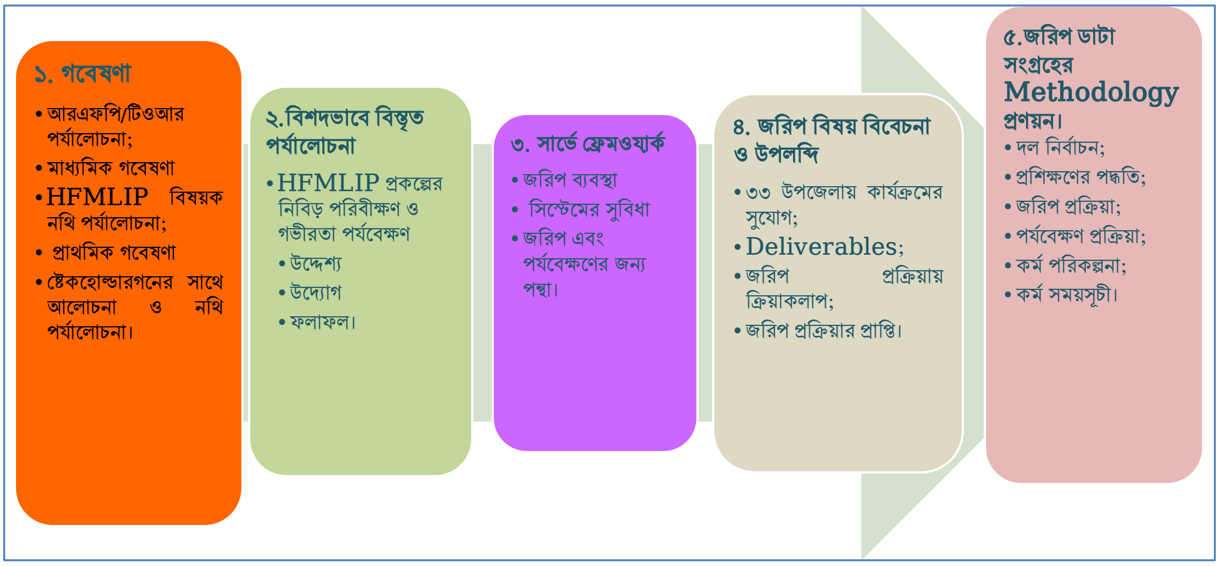

চিত্র -১: HFMLIP প্রকল্প পর্যবেক্ষণের জন্য পদ্ধতির ফ্রেমওয়ার্ক

প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নমুনায়ীত অঞ্চল সমূহ থেকে গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহের জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা থাকবে-বিশেষতঃ কমপোনেন্ট ওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (টেবিল, গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদির ব্যবহার), প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রভাব পর্যালোচনা, স্বাক্ষরিত চুক্তি, শর্ত, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং অনুমোদন পদ্ধতি, অর্থছাড়, আর্থিক চুক্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৭ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

চিত্র-২: প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

২.৮ প্রকল্পের নমুনার পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারী তথ্যসমূহ এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে বিশ্লেষণপূর্বক নিবীড় পরিবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৯ খানা জরিপের নমুনার আকার

৩৩ টি উপজেলা হতে নমুনা জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দৈবচয়ন (Random Sampling) নমুনা কৌশল ব্যবহার করে খানা জরিপ পরিচালিত হয়েছে। নিম্নোক্ত নির্বাচন পদ্ধতি মোতাবেক নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি'র লগ-ফ্রেম এ উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকল্পটির প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে হাওর এলাকার ২,৫৩১,৮৫০ সংখ্যক গ্রামীণ জনগণ সরাসরি উপকৃত হবে। উপকারভোগীদের এই সংখ্যার (২,৫৩১,৮৫০ জন) ওপর ভিত্তি করে নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান সূত্র ব্যবহার করে প্রকল্পের উপকারভোগীদের নমুনার আকার নির্ধারন করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগীদের নমুনার আকার নির্ধারনের জন্য নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে:

$$n = \frac{Z^২.p.q.N}{e^২ (N-১) + Z^২.p.q} \times \text{design effect} \quad \text{.....................(i)}$$

যেখানে, n = নমুনার আকার (যা নির্ধারণ করা হবে)

N = খানার সংখ্যা/আকার = ২,৫৩১,৮৫০ টি

p = বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অভিষ্ট জনসংখ্যা (খানার) অনুপাত (০.৫)

q = ১-p

Z = ১.৯৬ (শতকরা ৯৫ ভাগ আস্থার মাত্রার আদর্শ স্বাভাবিক চলক)

e = গ্রহণযোগ্য ভুল (৩% বা ০.০৩)

এ সমীক্ষায়,

N = ২,৫৩১,৮৫০ টি

p = ০.৫

q = ০.৫

Z = ১.৯৬

e = ০.০৩

D = ১.৫ ডিজাইন ইফেক্ট

সমীকরণটিতে মান বসিয়ে (n এর মান/নমুনার আকার),

$$n = \frac{(১.৯৬)^২ X ০.৫ X ০.৫ X ২,৫৩১,৮৫০}{(০.০৩)^২ X (২,৫৩১,৮৫০ -১) + (১.৯৬)^২ X (০.৫)(০.৫)} X ১.৫ \text{ (ডিজাইন ইফেক্ট)}$$

= ১,০৬৬.৬৬ X ১.৫

= ১৫৯৯.৯৯

≈১৬০০

২.১০ নমুনা বিন্যাস (Sample distribution)

উপরোক্ত ফর্মুলা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ১৬০০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে যা ৫টি জেলার ১৬টি (৫০%) উপজেলায় খানা জরীপের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

এই গবেষণায় ১৫% নমুনা Control এলাকা থেকে নেওয়া হয়েছে। ফলে ২৪০টি নমুনা প্রকল্পের বাহিরের (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত: ২ হতে ২.৫ কিলোমিটার দূরের) সংগ্রহ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মোট নমুনার সংখ্যা হবে ১৬০০+২৪০=১৮৪০টি। ৫টি হাওর জেলার ১৬টি (৫০%)নমুনায়িত উপজেলা হতে এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নমুনার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

নং	বিষয়	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	খানা / পরিবার		
১.	প্রকল্প এলাকা	৪	৫	৩৩	২,৪৭৮,০০০		
					উপকারভোগী (প্রকল্প এলাকা)	উপকারভোগী (কন্ট্রোল)	মোট উপকারভোগী
২.	নমুনার আকার	৪	৫	১৬	১৬০০	২৪০	১৮৪০
৩.	প্রকল্প এলাকার %	১০০%	১০০%	৫০%	-	-	০.০৭৪%

২.১১ উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম ভিত্তিক নমুনার আকার

উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম অনুসারে নমুনার আকার নিম্নরূপ:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন			গ্রাম		
			প্রকল্প এলাকা (প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলা হতে ২টি ইউনিয়ন)	কন্ট্রোল এলাকা (প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলা হতে ১টি ইউনিয়ন)	মোট ইউনিয়ন (সংখ্যা)	প্রকল্প এলাকা (প্রতিটি নমুনায়িত ইউনিয়ন হতে ২টি গ্রাম)	কন্ট্রোল এলাকা (প্রতিটি নমুনায়িত ইউনিয়ন হতে ১টি গ্রাম)	মোট গ্রাম (সংখ্যা)
৪	৫	১৬ (৫০%)	২X১৬ =৩২ টি ইউনিয়ন	১ X১৬ = ১৬	৪৮ টি ইউনিয়ন	২X৩২ = ৬৪	১X১৬=১৬	৮০টি গ্রাম
ক) প্রকল্প এলাকার প্রতিটি গ্রাম হতে উত্তরদাতার সংখ্যা = ১৬০০÷৬৪=২৫								
খ) কন্ট্রোল এলাকার প্রতিটি গ্রাম হতে উত্তরদাতার সংখ্যা = ২৪০÷১৬=১৫								
গ) মোট উত্তরদাতার সংখ্যা = ১৬০০+২৪০ =১৮৪০টি খানা।								
ঘ) প্রতিটি গ্রাম হতে গড়ে ২০-২৫ টি নির্বাচিত পরিবারের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।								

২.১২ উত্তরদাতা নির্বাচন

১.	১ম পর্যায়	:	১৬ টি উপজেলাকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হবে।
২.	২য় পর্যায়	:	একটি নমুনায়িত উপজেলা হতে দুটি ইউনিয়নকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। প্রকল্প এলাকার বাহির অন্তত ২ হতে ২.৫ কি.মি. দূরে একটি ইউনিয়নকে Control Area হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।
৩.	৩য় পর্যায়	:	প্রকল্প এলাকার প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলা হতে দুটি নমুনায়িত ইউনিয়ন এবং প্রতিটি নমুনায়িত ইউনিয়ন হতে দুটি করে অর্থাৎ ৪টি গ্রাম নির্বাচন করা হবে। কন্ট্রোল এলাকার একটি ইউনিয়ন (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত ২ হতে ২.৫ কি.মি. দূরে) হতে ১টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

৪.	৪র্থ পর্যায়	:	প্রকল্প এলাকার প্রতিটি নমুনায়িত গ্রাম হতে ২৫ জন উপকারভোগী/ খানা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কন্ট্রোল এলাকার প্রতিটি নমুনায়িত গ্রাম হতে ১৫ জন খানা প্রধানের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত: ২ হতে ২.৫ কি.মি. দূরের) করা হয়েছে।
৫.	বিশ্লেষন	:	নমুনায়িত উপজেলার সংখ্যা ১৬ টি। প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলা হতে ১১৫ জন উপকারভোগী/ খানা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর মধ্যে প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলার দুটি নমুনায়িত ইউনিয়নের ৪টি গ্রাম হতে ১০০ জন (প্রতিটি গ্রাম হতে ২৫ জন করে, ২৫X ৪ = ১০০ জন) এবং কন্ট্রোল এলাকার (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত: ২ হতে ২.৫ কি.মি. দূরের) ১টি নমুনায়িত গ্রাম হতে ১৫ জন উপকারভোগী/ খানা প্রধানের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। [১৬X১১৫(১০০+১৫)=১৮৪০জন খানা/উপকারভোগী]।

২.১৩ ক্রয় ও নির্মাণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাক্কলন, অনুমোদন, বিভিন্ন সেবা ও নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া অর্থ প্রবাহ ইত্যাদি। সংগৃহীত মালামাল, যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা, পরামর্শক ও ঠিকাদার কর্তৃক গুনগত মানের প্রতিবেদন সমূহ বিশ্লেষন করা হয়েছে।

পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ওঝুঁকিসহ ডিপিপি/আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রাঅনুযায়ী বাস্তবও আর্থিক অগ্রগতি এবং বিচ্যুতির কারণগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে। একই সংগে প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলস্বরূপ: কর্মসংস্থান, উৎপাদনওআয়ের অবস্থা এবং স্থানীয় জনগন, প্রশাসন, উদ্যোক্তা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, মহিলা প্রতিনিধি ইত্যাদি সম্ভাব্য উত্তরদাতা হিসাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

২.১৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিষেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিষেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১) নিরীক্ষারডিজাইন/ নকশা প্রস্তুতকরণ;
২) মাঠ পর্যায়হতেতথ্যসংগ্রহ;
৩) প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকারগ্রহণ;
৪) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ;
৫) কর্মশালার ব্যবস্থা করন;
৬) রিপোর্ট প্রণয়ন;
৭) সেমিনার/কর্মশালায় খসড়া প্রতিবেদনউপস্থাপন এবং প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণএবং
৮) চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া

২.১৫ মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ

লক্ষ্য পূরণের জন্য পরামর্শকগণ ভূমি অধিগ্রহণের স্থান, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়ক, সেতু ও কালভার্ট, মৎস্য / অ্যাকুয়া কালচার কার্যক্রম, মৎস্য শুকানো এবং বিল উন্নয়ন সুবিধাসমূহ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন, রাস্তাঘাট, সেতু ও কালভার্টের মাধ্যমে সংযোগের উন্নতির প্রভাব, কৃষি,মৎস্য উৎপাদনের অবস্থা, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতি, আয়, মজুরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নমুনা জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে:

১) ভূমি অধিগ্রহণ, উপজেলা রোড, ইউনিয়ন রোড, গ্রাম্য রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, মৎস্য উৎপাদন, বিল উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;

২) আর্থ-সামাজিক জরিপের জন্য খানা জরিপ, কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য, জীবনযাত্রার মান উন্নতি, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সহ স্বাস্থ্য সুবিধা, উন্নত সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা, দারিদ্র্য হ্রাস,নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি;

৩) নমুনা তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি, কেআইআই, কেস স্টাডি;

৪) প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য, সেবা কার্যক্রম বিষয়ে সরকারী বিধিবিধান (পিপিএ, পিপিআর গাইডলাইনস ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা;

৫) এই প্রকল্পের আওতাধীন প্যাকেজগুলির (পণ্য, কাজ ও সেবা) সংগ্রহ প্রক্রিয়া (দরপত্রের আহবান, দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদনের পদ্ধতি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি) পিপিআর -২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা;

৬) প্রকল্পের ঝুঁকির বিভিন্ন দিকগুলির উপর পর্যালোচনা এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ অর্থাৎ অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কাজ ও সেবা সরবরাহে বিলম্ব, পরিচালনার ক্ষেত্রে অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিও বিল ছাড়ে বিলম্ব ইত্যাদি;

৭) SWOT বিশ্লেষণ (সবল, দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি) চেকলিস্ট প্রণয়ন;

৮) এসপিএসএস, এমএস অ্যাক্সেসের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ, তথ্য সম্পাদনা, ডাটা এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণ;

৯) খসড়া রিপোর্ট জমা দেওয়া;

১০) খসড়া চূড়ান্তকরণ / চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য কর্মশালা;

১১) খসড়া চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

২.১৬ তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল নিরূপণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:-

২.১৬.১ নথি অনুসন্ধান

বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা সমূহের বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত নথি সমূহ (যেমন: ডিপিপি, আরডিপিপি, জাইকার রিপোর্ট, আইএমইডি'র ০৫ প্রতিবেদন ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে। নথি সমূহ পর্যালোচনা/ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের ইনপুট /ডিজাইন এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের বিষয়টি পর্যালোচনা /পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.১৬.২ পরিমানগত নিরীক্ষণ

প্রকল্প এলাকার খানা প্রধানদের নিকট হতে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্পের সার্থকতা তথা সফলতা সর্ম্পকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এর মাধ্যমে প্রকল্পের দক্ষতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ অংশের গুণগত মান নিরূপণের জন্য In-Depth Monitoring করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ব্যবহার করে খানা জরিপ ও বিভিন্ন ধরণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও এফজিডি ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অঙ্গের সাথে সংগতি রেখে সমীক্ষার প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, কিছু উন্মুক্ত প্রশ্ন প্রশ্নমালায় বিবেচনা করা হয়েছে।

২.১৬.৩ পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট

পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট এর মাধ্যমে নমুনায়িত প্রকল্প এলাকার উপজেলা সমূহের এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট, মার্কেট এর বর্তমান অবস্থাসহ নানাবিধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন রেজিস্টার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে এই চেকলিস্ট পূরণ করা হয়েছে।

পরিবারের আয়ের উৎস, হাওর অঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন, হাওর অঞ্চলে মাছের উৎপাদন, বার্ষিক আয় এবং পরিবারের ব্যয়, আকস্মিক বন্যার মাধ্যমে পণ্য ও সম্পদের উপর আর্থিক ক্ষতি, হাওর অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত গভীরতা, উপকরণ ব্যবহার, কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং তাদের সম্মুখীন সমস্যা , ইত্যাদি তথ্যাদি নমুনা জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা উত্তরদাতাদের দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন, কাজের গুণগতমান, সবল ও দুর্বলতা, প্রকল্প সম্পর্কিত কর্মী, জেলার প্রকল্প কর্মী, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি উপজেলায় একটি করে এফজিডি এবং একটি কেআইআই পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

- মাঝারী ও বড় কৃষক, পাইকারী ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং এনজিও;
- দরিদ্র ও নিঃস্ব মহিলা;
- ভূমিহীন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক;
- কেআইআই, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কেস স্টাডি।

২.১৭ জরিপ উপাদান নির্বাচন

নমুনা জরিপের জন্য প্রকল্পের প্রধান উপাদানগুলি নীচের সারণি ২.২ তে দেওয়া হলো;

সারণী-২.২: নমুনা জরিপের প্রধান উপাদান সমূহ

	প্রধান উপাদান	টিওআর অনুযায়ী	নমুনা জরিপ
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫ একর	৪ একর (২৫%)
২.	উপজেলা রাস্তার উন্নয়ন	১২০ কি.মি.	৩০ কি.মি. (২৫%)
৩.	ইউনিয়ন রাস্তার উন্নয়ন	৯৮ কি.মি.	২৫ কি.মি. (২৫%)
৪.	গ্রাম্য রাস্তার উন্নয়ন	১৯৮ কি.মি.	৫০ কি.মি. (২৫%)
৫.	সেতু (১৫টি) ও কালভার্ট	১৭৭৭ মি.	২৫০ মি. (১২%)
৬.	একোয়াকালচার কার্যক্রম	৫ সংখ্যা	৫ সংখ্যা (১০০%)
৭.	মাছ শুকানো (Fish drying)	১০ সংখ্যা	৫ সংখ্যা (৫০%)
৮.	বিল উন্নয়ন	১৫০ সংখ্যা	৪০ সংখ্যা (৩০%)

২.১৮ ট্র্যাফিক গণনা

তথ্য সংগ্রহকারীগণ হাট দিবসে সকাল ৬.০০ টা থেকে বিকেল ৬.০০ পর্যন্ত সমস্ত ধরণের ট্র্যাফিক গণনা করেছেন। গ্রোথ সেন্টারের ০.৫ থেকে ১.০০ কিলোমিটার দূরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে এবং ২৫% উপজেলা সড়ককে এই জরিপের আওতায় বিবেচনা করা হয়েছে।

২.১৯ ড্রাইভার এবং যানবাহনের মালিকদের সাথে সাক্ষাৎকার

পরামর্শক দল রাস্তাগুলির বর্তমান অবস্থা, যানবাহনের ধরণ, পরিবহনের ব্যয়, পরিবহনের ভাড়া, এবং যানবাহন / পরিবহণের রক্ষণাবেক্ষণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মোটরচালিত গাড়ির মালিক ও চালকের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে।

২.২০ রাস্তা ব্যবহারকারী / যাত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহকারীগণ নির্বাচিত প্রশ্নাবলীর সাথে উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য রাস্তার ব্যবহারকারী / যাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন এবং তাদের গন্তব্য, পরিবহণের ভাড়া, মাটি ভরাটের মান, নির্মাণের গুণমান এবং রাস্তা ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণকরা করেছেন। এতে পৃথক প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, জলজ পালন কার্যক্রম, মাছ শুকানোর প্রক্রিয়াকরণ এবং বিল উন্নয়ন সম্পর্কিত সুবিধাভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত ডাটা রেকর্ড করতে পর্যবেক্ষণ দলটি পৃথক ধরনের প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেছে।

২.২১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

১৬ টি নমুনায়িত উপজেলার প্রত্যেটিতে ১টি করে সর্বমোট ১৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি আলোচনায় আনুমানিক ৭-১০ জন অংশগ্রহণকারী বিবেচনা করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মধ্যম ও বড় কৃষক, শিক্ষক ও এনজিও কর্মী, মহিলা গোষ্ঠী, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উপকারভোগী জেলে, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২২ মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII)

প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলায় ৫ হতে ১০ জন করে ১৬টি উপজেলায় KIIপরিচালনা করা হয়েছে। কেআইআই এর মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সফলতা, আর্থিক ব্যয়, কেনা-কাটা, প্রকিউরমেন্ট এবং প্রকল্পের খুটিনাটি বিষয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবলদিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity) এবং ঝুঁকি (Threat) বিশ্লেষণে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী জেলে, চাষী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২৩ কেস স্টাডি

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে কমপক্ষে ৩ হতে ৫টি কেস স্টাডি সংগ্রহ করা হয়েছে। যা নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২৪ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ

টিম লিডার এবং অনান্য পরামর্শকগণ তথ্য সংগ্রহের সময় মাঠ পরিদর্শন করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারীদের অবস্থান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

২.২৫ নির্মিত/ নির্মাণাধীন/ স্থাপিত অবকাঠামোর গুণগতমান পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্পের ভৌত কাজের/ কম্পোনেন্টের স্পট ভেরিফিকেশান এবং বেসলাইন/ স্পেফিকেশান/ কন্ডিশান এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভৌত কম্পোনেন্ট হচ্ছে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ, উপজেলা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, হাট নির্মাণ, ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ ইত্যাদির স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এবিষয়ে সেতু/কালভার্টসমূহ নির্মাণে যথাযথ মান অনুসরণ করা হয়েছে কি না? সাব-মার্জিবল রাস্তা/ হাট/ ল্যান্ডিং ঘাট ইত্যাদি নির্মাণে সঠিক পরিমাণ ও গুণগত মান সম্পন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে কি না? হাওর এলাকার ইট সঠিক পদ্ধতিতে পোড়ানো হয়েছে কি না? ইত্যাদি বিষয়াদি স্পট ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমে পরিক্ষা করা হয়েছে। যা অত্র প্রতিবেদনের পরবর্তি অধ্যয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২.২৬ উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে কতগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে, প্রকল্প দলিল মোতাবেক যথাযথভাবে নিস্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২৭ সেমিনার ও কনফারেন্স

প্রকল্পটির আওতায় সভা সেমিনারের মধ্যে কতগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে, না হয়ে থাকলে কেন হয়নি? প্রকল্প দলিল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা, পরামর্শকগণ তা পরিক্ষা করে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২৮ বৎসরভিত্তিক ও অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প দলিলে বর্ণিত বৎসরভিত্তিক ও অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (Year and Item wise Financial and Physical Target) এর বিপরীতে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা হতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২৯ সহযোগী সংস্থা

প্রকল্পটি সামগ্রিক ভাবে মৎস্য অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রনালয়, জেলাও উপজেলা প্রশাসন এবং বিডাব্লিউডিবি এর সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিডাব্লিউডিবি মূল প্রকল্পটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটির সঙ্গে মৎস্য অধিদপ্তর ও ভূমি মন্ত্রনালয়ের ২(দুই) টি পৃথক এমওইউ (MoU) ইতোমধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে এসকল সংস্থার মধ্যে যথাযথ ভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৩০ পিআইসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা

প্রকল্পটির আরডিপিপিতে পিআইসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সময়/সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে। ফলে প্রকল্পটির আওতায় এপর্যন্ত পিআইসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আরডিপিপি মোতাবেক সভা সমূহ সঠিক সময়ে ও সঠিক সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক যথাযথ কারণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৩১ প্রশ্নাবলীর ধরন / চেকলিস্ট

পরামর্শদাতারা প্রশ্নপত্র / চেকলিস্টের ধরনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করেছেঃ-

১) ভূমি অধিগ্রহণ, উপজেলা রোড, ইউনিয়ন রোড, গ্রাম রোড, সেতু ও কালভার্ট, মৎস্য কার্যক্রম, মৎস্য শুকনো ও প্রক্রিয়াকরণ, বিল উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রের তথ্য রেকর্ড করার জন্য বিশেষ প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্ট প্রণয়ন;

২) আর্থ-সামাজিক জরিপের জন্য খানা জরিপ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা, কৃষি উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সুবিধা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা ক্ষমতায়ন ইত্যাদি;

৩) নমুনা তথ্য সংগ্রহের জন্য FGD, KII, কেস স্টাডিইত্যাদির জন্য প্রশ্নাবলী / চেকলিস্ট প্রণয়ন;

৪) প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য্য ও সেবা সংগ্রহের জন্য পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮, উন্নয়ন সহযোগীদের নির্দেশিকা ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

৫) এই প্রকল্পের আওতাধীন প্যাকেজগুলির (পণ্য, কাজ ও সেবা) ক্রয় প্রক্রিয়া (দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদনের পদ্ধতি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি) পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ;

৬) প্রকল্পের ঝুঁকির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, যেমন অর্থায়নেবিলম্ব, পণ্য ক্রয় / পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, পরিসেবাগুলিতে বিলম্ব, পরিচালনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের সময়কাল ও ব্যয় বৃদ্ধি, পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ প্রকল্পের বরাদ্দ, বিল পরিশোধ এবং ছাড়ের তথ্য ইত্যাদি;

৭) SWOT বিশ্লেষণ (প্রকল্পের সবল ও দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি) চেকলিস্টের গঠন।

২.৩২ নমুনা জরিপের আয়োজন

নমুনা জরিপ সম্পাদনের জন্য মোট ১৮ জন যোগ্য তথ্য সংগ্রহকারী এবং ০৪ জন সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

- ১৮৪০টি খানার নমুনা জরিপ (১৬০০ সরাসরি সুবিধাভোগী + ২৪০ পরোক্ষ সুবিধাভোগী);
- মোট ১২৫টি প্রশ্নপত্র ২৫ কার্যদিবসের মধ্যে ০১ জন তথ্য সংগ্রহকারী দ্বারা পূরণ করা হয়েছে;
- প্রতিটি তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিদিন ৫-৬ জন উপকারভোগী (৪-৫ জন প্রত্যক্ষ এবং ২ জন পরোক্ষ) এর সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন;
- একজন ডাটা সংগ্রাহক দ্বৈবচয়ন নমুনা পদ্ধতি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গড়ে ১ হতে ২টি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন;
- মাঠ জরিপকারীদের দ্বারা জরিপ পরিচালনাকালীন টিম লিডার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এর নেতৃত্বে বাস্তব পর্যবেক্ষণ/ পরিদর্শন/ ফিল্ড ভিজিট পরিচালিত হয়েছে।

২.৩৩ তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ

১৮ জন যোগ্য তথ্য সংগ্রহকারী এবং ০৪ জন সুপারভাইজারদের জন্য ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী এই ২দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাঠ হতে তথ্য সংগ্রহ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই), কেস স্টাডি এবং মুখোমুখি পর্যবেক্ষণের রেকর্ড রাখার বিষয়াদি ইত্যাদি, বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে । টিম লিডার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন চলাকালীন আইএমইডির প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নমুনায়িত উপজেলা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য পরামর্শ প্রদান করেছেন।

২.৩৪ মাঠপর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরিচালনা

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ (পঁচিশ) কার্যদিবস মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের দায়িত্ব নিম্নরুপঃ-

- উত্তরদাতার সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- প্রশ্নপত্রের কোড সঠিক ভাবে অনুসরন
- সঠিক উত্তর নিশ্চিত করে প্রশ্নমালা পূরণ
- সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা
- সংগৃহীত তথ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদান

২.৩৫ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা পরিচালনা

তথ্য সংগ্রহ চলাকালীন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ১৫মার্চ,২০২০ইং তারিখে স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আইএমইডি প্রতিনিধি, টিম লিডার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে মহিলা কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, পরিবহন সমিতির প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, যানবাহন চালক, সড়ক ব্যবহারকারী, প্রকল্প পরিচালক ও জন প্রতিনিধিগন সহ বিভিন্ন ধরণের সুবিধাভোগী, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সদস্য ও স্থানীয়

উপজেলার কর্মকর্তাগণ এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে কর্মশালায় খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে নিবিড় পরিবেক্ষণের প্রয়োজনীয় তথ্যদি সংগ্রহ করা হয়েছে ।

২.৩৬ ডাটা এন্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার পাশাপাশি সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার এন্ট্রি/বিশ্লেষণের নিমিত্তে কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে ডাটা এন্ট্রি সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে MS Access, FoxPro ইত্যাদি Software এর প্রচলিত ভার্সন ব্যবহৃত হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি কার্য সম্পাদনের পর ডাটা বিশ্লেষণের জন্য SPSS প্রোগ্রাম ব্যবহার করে ডাটা এনালাইসিস করা হয়েছে। বিশ্লেষিত উপাত্তসমূহ শতকরা হারে টেবুলার ফর্মে ও গ্রাফ/চার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৩৭ প্রতিবেদন উপস্থাপন

২.৩৭.১ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনটি টেকনিক্যাল কমিটির নিকট যথাসময়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদন সংশোধন করে ষ্টিয়ারিং কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধন ও সংশোধিত প্রতিবেদন ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ করা হয়েছে।

২.৩৭.২ ১ম খসড়া প্রতিবেদন

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্য উপাত্ত পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণপূর্বক প্রথম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রথম খসড়া প্রতিবেদন ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।

২.৩৭.৩ ২য় খসড়া প্রতিবেদন

টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে সংশোধিত/২য় চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পেশ করা হলে তা ষ্টিয়ারিং কমিটির ১২ মে, ২০২০ তারিখে সভায় আলোচিত ও বিবেচিত হয়েছে। ষ্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের আলোকে চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধন করে চুড়ান্ত প্রতিবেদনটি পেশ করা হয়েছে।

২.৩৭.৪ চুড়ান্ত প্রতিবেদন

চুড়ান্ত প্রতিবেদনটি ১লা জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় বিবেচিত হবে। জাতীয় কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটির প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি (ইংরেজী ও বাংলায়)আইএমইডিতে পেশ করা হয়েছে।

২.৩৮ সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

চুক্তি স্বাক্ষর করার ১০০ দিনের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হবে। এই সময়সীমাটি ঠিক রেখে মোট কাজটি বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রাপ্তনথি সমূহের তথ্যাদি, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, পদ্ধতি সর্ম্পকৃত কার্যক্রম, প্রশ্নপত্রাদিসহ প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, ডাটা বিশ্লেষণের জন্য সফটওয়্যার নির্বাচন, টেবুলেশন বিন্যাস প্রস্তুতি ইত্যাদির সময়সীমা ও মূল সময় সীমার আলোকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ নীরিক্ষাটি, উপযুক্ত জরিপ, সাক্ষাৎকার, ডাটা সম্পাদন, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা বিশ্লেষণ সুপারিশ, সর্বপরি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করণ ও মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সম্পূর্ণ জরিপটি "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)"

এর নিবিড় পরিবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা জানুয়ারী ২০২০ হতে মে ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সময়সূচী ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনাটি নিম্নে পেশ করা হয়েছে।

সারণী-২.৩: নমুনা সময়সূচী ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনাজরিপের প্রধান উপাদান সমূহ

ক্রমিক নং	কাজের বর্ণনা	সময়কাল
১	মহাপরিচালক, সেক্টর-৩, আইএমইডি'র সঙ্গে ইএডিএস প্রধানের চুক্তি স্বাক্ষর।	৫ই জানুয়ারি, ২০২০ (সম্পাদিত হয়েছে) ।
২	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	২১শে জানুয়ারি, ২০২০ইং (সম্পাদিত হয়েছে) ।
৩	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং (সম্পাদিত হয়েছে) ।
৪	তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের ২ দিন ব্যাপি ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ।	১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ হইতে ১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ইং পর্যন্ত (সম্পাদিত হয়েছে)।
৫	মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু।	২০ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ইং (সম্পাদিত হয়েছে)।
৬	বাস্তব পর্যবেক্ষণ, মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন।	২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ইং হইতে ২২ শে মার্চ, ২০২০ইং পর্যন্ত (সম্পাদিত হয়েছে)।
৭	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন।	১৫ই মার্চ, ২০২০ইং (সম্পাদিত হয়েছে)।
৮	ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, সম্পাদনা এবং বৈধতা পরীক্ষাকরণ	১৫ই মার্চ, ২০২০ইং হইতে ৩১ শে মার্চ, ২০২০ইং পর্যন্ত (সম্পাদিত হয়েছে)।
৯	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং স্মারণী, গ্রাফ চিত্র প্রণয়ন এবং ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ	১ম এপ্রিল, ২০২০ হইতে ২০ শে এপ্রিল, ২০২০ইং পর্যন্ত (সম্পাদিত হয়েছে)।
১০	১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	২৪ শে এপ্রিল,, ২০২০ইং (সম্পাদিত হয়েছে)।
১১.	১ম খসড়া প্রতিবেদনের ওপর টেকনিক্যাল কমিটির অনলাইন সভা ও পর্যালোচনা	৩০ শে, এপ্রিল, ২০২০ইং (সম্পাদিত হয়েছে)।
১২.	২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা ও পর্যালোচনা	১২ই মে, ২০২০ (সম্পাদিত হয়েছে)।
১৩.	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১লা জুন, ২০২০ (সম্পাদিত হয়েছে)।
১৪.	টেকনিক্যাল কমিটির ২য় অনলাইন সভা ও পর্যালোচনা	৮ই জুন, ২০২০ (সম্পাদিত হয়েছে)।
১৫.	ষ্টিয়ারিং কমিটির ২য় অনলাইন সভা ও পর্যালোচনা	১১ই জুন, ২০২০ (সম্পাদিত হয়েছে)।
১৬.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	১২ই জুন, ২০২০

৩ তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

“হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)” এর নিবিড় পরিবীক্ষণ কালে প্রকল্পের প্রতিবেদনকাল অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ইং হতে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি, অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তিতে এই অধ্যায়ে সংশোধিত ডিপিপিতে উল্লেখিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সহিত প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের তুলনামুলক চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীর অংশ গ্রহণ সহ বাস্তবায়নের সমস্যাদি চিন্হিতকরণ সহ এর কারণ বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ সুপারিশ সমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের বৎসরভিত্তিক ব্যয়বিবরণী ও অগ্রগতি

নিম্নের ছকে প্রকল্পের বৎসর ভিত্তিক ব্যয় বিবরণী ও অগ্রগতি পেশ করা হলোঃ-

সারণি-৩.১: প্রকল্পের বৎসরভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষন

(লক্ষ টাকা)

অর্থবৎসর	সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ (সং: ডিপিপি সংস্থানের %)	ছাড়কৃত অর্থ	মোট ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (%)	
					সং: ডিপিপি সংস্থানের	ক্রমপুঞ্জিত
২০১৪-১৫	১৫২৩.৬৭	১৫৫০.০০ (১০১%)	১৫৫০.০০	১৫০৯.৬২	৯৯.০৭%	২.০০%
২০১৫-১৬	৭০৭৩.০৬	৭৩২৮.০০ (১০৩%)	৭৩২৮.০০	৬৭৮৩.০০	৯৫.৯০%	৯.৪২%
২০১৬-১৭	৯৫৩৮.৬৬	১০০০০.০০ (১০৫%)	১০০০০.০০	৯৯৪০.০০	১০৪.২০%	২০.৭২%
উপমোট (১ম ৩বৎসর)	**১৮১৩৫.৩৯**	**১৮৮৭৮.০০ (১০৪%)**	**১৮৮৭৮.০০**	**১৮২৩২.৬২**	**১০০.৫৪%**	**২০.৭২%**
২০১৭-১৮	১৪৩৭৭.৬৬	১১৫০০.০০ (৮০%)	১১৫০০.০০	১১২৭০.০০	৭৮.৩৯%	৩৪.৩৮%
২০১৮-১৯	১৮০৬০.৯৫	৯০০০.০০ (৫০%)	৯০০০.০০	৮৯৬৯.৯০	৪৯.৬৬%	৪৪.৮৩%
২০১৯-২০ (এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত)	১৫৯৭৬.১০	১০০০০.০০ (৬৩%)	১০০০০.০০	৭৪০০.০০	৪৬.৩২%	৫৫.০০%
উপমোট (২য় ৩বৎসর)	**৪৮৪১৪.৭১**	**৩০৫০০.০০ (৬৩%)**	**৩০৫০০.০০**	**২৮০৩৯.৯০**	**৫৭.৯১%**	**৫৫.০০%**
২০২০-২১	১২৯৭৪.৭০	-	-	-	-	-
২০২১-২২	৬৩০০.৫৬	-	-	-	-	-
মোট	**৮৫৮২৫.৩৫**	**৪৯৩৭৮.০০**	**৪৯৩৭৮.০০**	**৪৬২৭২.৫২**	**৫৩.৯২%**	

৩.৩ প্রকল্পের ব্যয়বিবরণীর বিশ্লেষণ

মুল ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৮ (আট) বৎসর। তবে প্রকল্পটির ৫ (পাঁচ) বৎসর বাস্তবায়ন কাল ইতোমধ্যেই গত হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রকল্পটি ৬ষ্ঠ বৎসর অতিবাহিত করছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর ব্যতিত আর মাত্র ২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ অর্থ বৎসর (২০২০-২১ ও ২০২১-২২) প্রকল্পটি চালু থাকবে।

প্রতিয়মান হয় যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে প্রকল্পটি প্রথম সংশোধন করা হয়েছে বিধায় ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ এই ৩ (তিন)টি অর্থ বৎসরে (১ম সংশোধনের পূর্বের ৩ টি বৎসর) প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, ছাড়কৃত অর্থ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে সংশোধনের সময় সামঞ্জস্যতা (adjustment) করা হয়েছে।

তবে প্রকল্পটির পরবর্তি ৩ (তিন)টি অর্থ বৎসরের ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্থানের মাত্র ৫৭.৯১% অর্থ প্রকল্পটির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ হতে ২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্থানের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮৪.১৫ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮০.৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই তিনটি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২০৩.৭৫ কোটি টাকা। জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে আগামী দু'টি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৯৫.৫২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়াও করোনাভাইরাসের কারনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে এবং দীর্ঘ ছুটির কারনে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পরেছে। এতে করে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর অগ্রগতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৪ প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে অর্জিত অগ্রগতি

৩.৪.১ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন

যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নে সারণি-৩.২তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি-৩.২: প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী

(লক্ষ টাকা)

নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	মুল ডিপিপি		সংশোধিত ডিপিপি		এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অর্জন		সংশোধিত ডিপিপি %
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১.	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল)	কি.মি.	৮০	৮৯৬০.০০	৯৯	১১৯৯৯.০০	৫১	৬৩৮৯.০০	৫২ %
২.	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল)	কি.মি.	৪১	৩০৪৪.৬৩	২১	১৮৩৫.০০	১৭	১৪২৮.০০	৬৮%
৩.	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল)	কি.মি.	৫৬	৫১৫২.১৫	৪১	৪০৫৫.০০	৩৬	৩৮৯৫.০০	৮৮%
৪.	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল)	কি.মি.	১০২	৬১৬৬.৬৬	৫৭	৪২০২.৫০	৪৪	৪০৪১.০০	৭৭%
৫.	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল)	কি.মি.	৮১	৪৬৪৮.৫৯	১০০	৭৯৪৭.০০	৬৩	৫০৯৭.০০	৬৪%
৬.	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল)	কি.মি.	৫৬	২৬৬৩.৭২	৯৮	৬২৭৩.১৫	৪৮	৩২৬৮.০০	৫২%
৭.	ব্রীজ নির্মাণ (উপজেলা সড়ক)	মি.	২৬০	১৪০১.৪০	৩৭০	২৫৯০.০০	১৭৩	১১২২.৬৪	৩৯%
৮.	ব্রীজ নির্মাণ (ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক)	মি.	৫২০	২১৭৮.৮০	৫১৭	৩৬১৯.০০	২৪২	১২৭৮.৩৬	৩৫%
৯.	কালভার্ট নির্মাণ (উপজেলা সড়ক)	মি.	২৮০	১১৩৪.০০	২২০	৮৮০.০০	১৯৮	৬৪৬..৬৯	৭৩.৪৯%
১০	কালভার্ট নির্মাণ (ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক)	মি.	৫৮০	১৮৩২.৮০	৬৭০	২৩৪৫.০০	৫৯২	১৭২৩.৩১	৭৩.৪৮%
১১.	হাট উন্নয়ন	টি	২২	২৫৩১.৫৪	২২	১৭৬০.০০	১৫	৬৮০.৭২	৩৮.৬৮%
১২.	ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ	টি	২৪	৪৭৫.১৫	২৪	৪৮০.০০	১৮	১৬২.০০	৩৩.৭৫%
	মোট			**৪০১৮৯.২৯**		**৪৭৯৮৫.৬৫**		**৩০১৭৯.৭২**	**৬২.৮৯%**

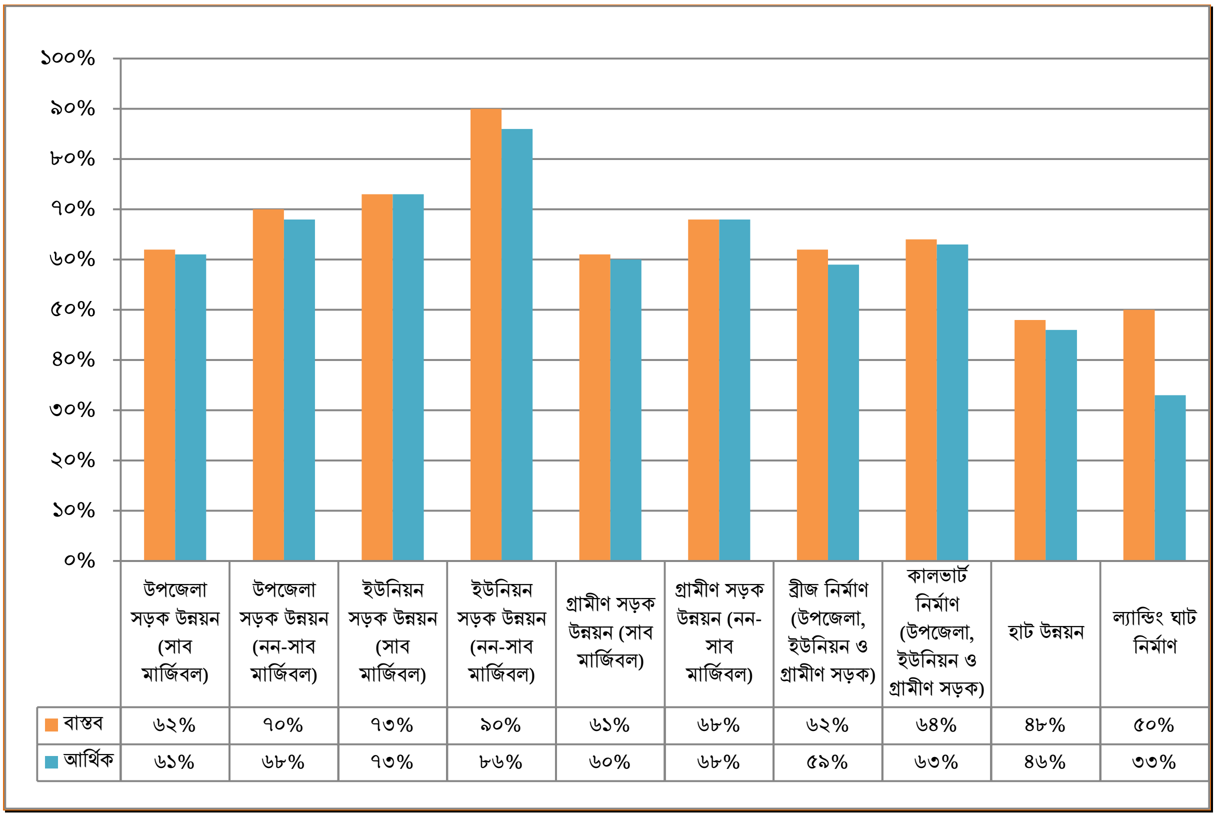

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও ঘাট উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ এবং হাট উন্নয়নের অগ্রগতিতে প্রকল্পটির পিছিয়ে রয়েছে।

৩.৪.২ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী

হাওর মাস্টার প্ল্যান-২০১২ এর সুপারিশ অনুসরণ করে হাওর অববাহিকায় দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে হাওড় এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও জীব বৈচিত্র্য উন্নতকরণ সহ টেকসই হাওর জলাশয় পরিচালনায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের অংশগ্রহণের অধিক সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী নিম্নে সারণি-৩.৩ তে দেখা যেতে পারেঃ–

সারণি ৩.৩: প্রকল্পের আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী

(লক্ষ টাকা)

নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	মুল ডিপিপি		সংশোধিত ডিপিপি		এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত অর্জন		সংশোধিত ডিপিপি'র %
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১.	বিল স্ক্রীনিং	টি	৫	৮.০০	৫টি	৪.০০	৫টি	৪.০০	১০০%
২.	রিসোর্স ম্যাপিং	টি	২৯	৩১.৯০	২৯টি	২৩.২০	২৯টি	২৩.০০	১০০ %
৩.	প্রফেশনাল ডকুমেন্টেশন ম্যাপিং/ প্রিন্টিং	টি	২৯	১৮২.১২	২৯টি	১৪০.৬৫	২৯টি	১৪০.৫০	১০০%
৪.	ইজারা প্রক্রিয়া এবং গ্রুপ গঠন	টি	১৫০	২৭.৯৫	১৫০টি	২৭.৯৫	১২৩ টি	০.০০	৮২%
৫.	বিল উন্নয়ন (অভয়াশ্রম এবং জলজ বৃক্ষরোপণ)	টি	১৫০	১৯৫০.০০	১৫০টি	২৬২৫.০০	৮৪টি	৫৭৮.০০	৬৫ %
৬.	বিল সংযোগ খাল খনন	কি.মি.	২১০	২৫২০.০০	২১০কিমি	২৫২০.০০	১০০কিমি	৭৪৬.৭৬	৬০ %

প্রতিয়মান হয় যে, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও জীব বৈচিত্র্য উন্নতকরণ সহ টেকসই হাওর জলাশয় পরিচালনায় প্রকল্পটির অগ্রগতি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলেও বিল উন্নয়ন এবং বিল খাল খননের কাজ আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

৩.৪.৩ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম

অধিক উৎপাদন ও কৃষিবিপণনের বৈচিত্র্যকরণ সহ মৎস্য সংশ্লিষ্ট আউটপুট ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মুল ডিপিপিতে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য ৭.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৭.৯৪ কোটি টাকা। তবে এক্ষেত্রে এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৩৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী নিম্নে সারণি-৩.৪ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম

(লক্ষ টাকা)

নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	মুল ডিপিপি		সংশোধিত ডিপিপি		এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন		সংশোধিত ডিপিপি'র %
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১.	ফিস নেট পেন কালচার	টি	১০	৯১.৭০	১০	৯১.৭০	১০	৭৯.৫০	৮৭%
২.	ফিস কেইজ কালচার	সেট	১২	৩২.৭০	১২	৬০.০০			
৩.	আংগিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ	টি	২০	৯০.০০	২০০	৯০.০০	২০০	৯০.০০	১০০%
৪.	দাউদকান্দি মডেল একুয়াকালচার	টি	২	২০.০০	৫	৫০.০০	৫	৪১.৮৯	৮৪%
৫.	শুটকি প্রক্রিকরণ /মাছ শুকানো ও প্রক্রিকরণ	গ্রুপ	১০	২.০০	২	২.০০			
৬.	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন	বছর	৭	১০০.০০	৭	৫০.০০	৫	৫০.০০	১০০%
৭.	ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম	জন	৪৫০০	৪৫০.০০	৪৫০০	৪৫০.০০	২৮০২	২৭৭.৩০	৬২%
	মোট			**৭৮৬.৪০**		**৭৯৩.৭০**		**৫৩৮.৬৯**	**৬৮%**

৩.৪.৪ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

সংশোধিত ডিপিপিতে ১০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও ২৪৫ জন উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের প্রাক্কলন করা হয়েছে। এছাড়া মোট ১২১৫০ জন এলসিএস সদস্যকে (১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ সড়ক = ৩ টি গ্রুপ প্রতি কিমি X ৩০ সদস্য প্রতি গ্রুপ) প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি মূল ডিপিপি'র লগ ফ্রেমে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'র র লগ ফ্রেমে এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণের সংখ্যা ২০,০০০ জন উল্লেখ করা হয়েছে। এলসিএস কর্মিদের প্রশিক্ষণের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিম্নে সারণি-৩.৫ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ	একক	মুল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি'র %
১.	এলসিএস কর্মিদের প্রশিক্ষণ	জন	১২,১৫০	২০,০০০	৬০%	৬০%
*২.	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	টি	থোক	১০	-	০%
৩.	**উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ**					
	ক) জাল পদ্ধতিতে খাঁচায় মাছ চাষ	টি	২৫	১০	৭	৭০%
	*খ) খাঁচায় মাছ চাষ	টি	২৫	১২	৬	৫০%
	গ) আংগিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ	টি	২৫	১৬	১৬	১০০%
	ঘ) দাউদকান্দি মডেল ফিস কালচার	টি	১০	১০	৬	৬০%
	ঙ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (বিল ইউজার গ্রুপ)	টি	৭৫	২০০	১৮২	৯১%
	*চ) মাছ শুকানো ও প্রক্রিকরণ	টি	৪৫	১৬	৬	৩৮%
৪.	পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়	ব্যাচ	৪০	৩০	২৬	৮৭%

*ক্রমিক নং-২ এবং ৩(খ) ও ৩(চ) এর অগ্রগতি তরান্বিত করা যেতে পারে।

৩.৪.৫ কর্মশালা, কনফারেন্স ও পরামর্শ সভা

প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা, কনফারেন্স ও পরামর্শ সভা নিম্নে সারণি-৩.৬ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.৬: প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা, কনফারেন্স ও পরামর্শ সভা

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ	একক	মুল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি'র %
১.	কর্মশালা	টি	৩০	২৬	১৪	৫৪%
২.	কনফারেন্স	টি	৩০	২৪	৯	৩৮%
৩.	সরকার ও এনজিওদের সাথে পরামর্শ সভা	টি	১৫	৯	৪	৪৪%

প্রকল্পের আওতায় কর্মশালা, কনফারেন্স এবং পরামর্শ সভা কার্যক্রম তরান্বিত করা যেতে পারে।

৩.৪.৬ পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ও অডিট কর্মসূচী

প্রকল্পের আওতায় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ও অডিট কর্মসূচী এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে সারণি-৩.৭ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.৭: প্রকল্পের আওতায় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ও অডিট কর্মসূচী

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ	একক	মুল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি'র %
১.	থার্ড পার্টি মনিটরিং/ নলেজ ম্যানেজমেন্ট (Production, Bio diversity, Livelihood)	টি	৫	৫	৪	৮০%
২.	BUG Auditing	টি	৩০০	৩০০	-	-
৩.	আভ্যন্তরীন অডিট	টি	৮	৮	১	১২.৫%

প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম তরান্বিত করা প্রয়োজন।

৩.৪.৭ অবকাঠামো মেরামত কর্মসূচী

প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো মেরামত কর্মসূচী এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে সারণি-৩.৮ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.৮: প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো মেরামত কর্মসূচী

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ	একক	মুল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি'র %
১.	অবকাঠামো মেরামত	কি.মি.	২০০	২০০	১০৫.১৬	৫৩%
২.	নির্মানাধীন সময়ে অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	কি.মি.	৩২০	২০০	-	-
	মোট		**৫২০**	**৪০০**	**১০৫.১৬**	**২৬%**

প্রকল্পের অবকাঠামো মেরামত কার্যক্রম তরান্বিত করা প্রয়োজন।

৩.৪.৮ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী

প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে সারণি-৩.৯ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.৯: প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী

(লক্ষ টাকা)

নং	কাজের অঙ্গ সমূহ	একক	মুল ডিপিপি		সংশোধিত ডিপিপি		এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন		সংশোধিত ডিপিপি'র %
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১৩৫	২০০০.০০	১৫	২০০০.০০	-	১০০.৬২	৫%

মুল ডিপিপিতে ১৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের কর্মসূচী হ্রাস করে ১৫ একরে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকাই রাখা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫একর ভূমি অধিগ্রহণের কর্মসূচী রয়েছে। বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০.০০ লক্ষ টাকা । তবে সিলেট বিভাগের

সুনামগঞ্জ জেলায় ২.২৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের কর্মসূচীর কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ খাতে চলতি অর্থবৎসরে ১০০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে।

৩.৪.৯ প্রকল্পের আওতায় অফিস যানবাহন ক্রয়ের কর্মসূচী

প্রকল্পের আওতায় অফিস যানবাহন ক্রয়ের কর্মসূচী এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নে সারণি-৩.১০ তে দেখা যেতে পারেঃ-

সারণি ৩.১০: প্রকল্পের আওতায় অফিস যানবাহন ক্রয়ের কর্মসূচী

ক্রমিক নং	অফিস যানবাহন	একক	মুল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি'র %
১.	৪-হুইল জিপ ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০%
২.	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	৪	৪	৪	১০০%
৩.	মাইক্রোবাস ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০%
৪.	মোটরসাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৮৫	৮০	৬৬	৮৩%
৫.	স্পিডবোট ক্রয়	সংখ্যা	৪	৪	৪	১০০%
৬.	কান্ট্রিবোট ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০%
	মোট		**৯৭**	**৯২**	**৭৮**	**৮৫%**

মুল ডিপিপিতে ৯৭টি যানবাহন ক্রয়ের কর্মসূচী ছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে ৯২টি যানবাহন ক্রয়ের কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ৭৮টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। অগ্রগতি ৮৫শতাংশ।

৩.৪.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, গৃহীত কার্যক্রম, এ সকল কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো, হাওর অঞ্চলের বন্যায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো সমুহ পুনর্বাসন ও নির্মাণ এবং মৌলিক অবকাঠামো সমুহ উন্নয়ন করা, উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হাওর অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমের সঠিক প্রচার ও প্রসার এবং হাওর অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্রতা হ্রাসে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সক্রিয়করণ। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম, এ সকল কার্যক্রমের ব্যয় এবং অর্জিত অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সমূহ নিম্নে সারণি-৩.১১ তে দেখানো হলো। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সকল উপকারভোগী ও কার্যক্রম বিদ্যমান তা নিম্নরুপঃ

প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীগণঃ-

- হাওর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত পরিবার;
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পরিবার;
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি যারা মৎস্য আহরনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে;
- স্থানীয় বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ওমধ্যস্থাকারীগণ এবং
- উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং স্থানীয় ভাবে নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত হয়ে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়েতে চায় এমন বিত্তহীন মহিলা গোষ্ঠি।

কার্যক্রম কৌশলঃ-

যে সমস্ত কার্যক্রম ও কৌশল অবলম্বন করে সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র শ্রেণীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব তা হলোঃ-

- উৎপাদন ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করা;
- এলাকবাসীকে উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা;
- সামাজিক জীবনমান উন্নয়ন এবংস্থানীয় বাজারের সুযোগ সৃষ্টি;
- হাওর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত পরিবার সমূহকে কৃষি, মৎস্য চাষ, স্থানীয় ভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করে তোলা;

- গ্রামীণ দরিদ্রতা দূরিকরণ, কর্মসংস্থান, উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ ও পারিবারিকভাবে আয় বৃদ্ধির কৌশল; এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল (Social Awarness) ও গ্রামীণ বিত্তহীন মহিলা গোষ্ঠি কর্মসংস্থান।

সারণি ৩.১১: প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, গৃহীত কার্যক্রম, এ সকল কার্যক্রমের ব্যয় ও অর্জিত অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

নং	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে	গৃহীত কার্যক্রম	কার্যক্রমের ব্যয়	পর্যবেক্ষণ	সুপারিশ
১.	গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন ও নির্মাণ	কম্পোনেন্ট ১: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	৬২৪,৬৫.৩৩ লক্ষ টাকা	অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছেঃ- ▪ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; ▪ আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন; ▪ সামাজিক জীবনমান উন্নয়ন; ▪ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ▪ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি; ▪ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি; ▪ সঠিক ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি; ▪ সার্বিক ভাবে দারিদ্রতা হ্রাস।	গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের পরবর্তিতে সড়ক সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব এলজিইডি/ ইউনিয়ন পরিষদের ওপর ন্যাস্ত করা দরকার।
২.	হাওর অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমের সঠিক প্রচার ও প্রসার	কম্পোনেন্ট ২: মৎস্য প্রচার কার্যক্রম (Fisheries Promotion Activities)	৩৩,১৩.৩০ লক্ষ টাকা	• শুস্ক মৌসুমে মাছ চাষ বৃদ্ধি; • মা মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা উন্নয়ন; • আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; • বেকারত্ব হ্রাস ওস্বচ্ছলতা বৃদ্ধি; • জলজসম্পদে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে; • জলজসম্পদে প্রবেশাধিকারের পাশাপশি স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে; • নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতার উন্নয়ন।	হাওর অঞ্চলে কাজের বাস্তবায়ন সময় সীমা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী হওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ নির্মাণ মালামাল পরিবহণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়।
৩.	হাওর অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সক্রিয়করণ।	কম্পোনেন্ট ১.১: সক্ষমতা বিকাশ (Capacity Development)	২,৮৮.৩২ লক্ষ টাকা	বাজার অবকাঠামো সুরক্ষা; বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম বৃদ্ধি; বাজার অবকাঠামো সুবিধা-সেড, টয়লেট, রাস্তা, ড্রেন, টিউবওয়েল সুবিধা বৃদ্ধি; নারীর আয় বৃদ্ধি; আয়বর্ধনমূলক কাজ বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার; ▪ কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি; ▪ সঠিক ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি; সার্বিক ভাবে দারিদ্রতা হ্রাস।	-হাওর অঞ্চলে নির্মাণ কাজে মহিলা শ্রমিক কম পাওয়া যায় বিধায় এলসিএস'এ মহিলা সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। -এলসিএস কাজের মজুরির পরিমান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। -প্রশিক্ষণ পরবর্তি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন-ব্যবসা প্রসারের ব্যবস্থা, কাজের নিরাপদ পরিবেশ তৈরী ইত্যাদি। -বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। -প্রশিক্ষণের ফলাফল যাঁচাই করার জন্য সার্ভে/ সমীক্ষা করা যেতে পারে।

৩.৪.১১ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

সরজমিনে পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবংসংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ করে প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল যথাযথ পদ্ধতি অনুসরন করেই ক্রয় করা হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারী ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বান, কমিটি গঠন, যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে একাধিক প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য (Goods), কার্য (Works)ও সেবা (Services) কার্যক্রম সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে সারণি ৩.১২'তে দেখা যেতে পারে:-

সারণি ৩.১২: ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার

নং	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় কার্যক্রম	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	আর্থিক উৎস	মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)	সময়	
							শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১.	পণ্য (Goods)	জিপ, পিকআপ, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল, স্পীডবোট, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার. মালটিমিডিয়া, ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি	৫৫টি	সরাসরি/ NCB/OTM/ RFQ ect.	GoB	৯৩৭.১৯	১৫/০৯/১৪	২৮/০৩/১৮
২.	কার্য (Works)							
		ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড এন্ড কার্লভার্ট	৭৮টি	LCS/ OTM	JICA & GoB	১৩৩৯৫.৯৮	১৯/৩/২০১৫	২২/০৪/২০১৮
		ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড, কার্লভার্ট এন্ড ব্রীজ	১৬টি	OTM	JICA & GoB	৯০৬০.৭১	৩০/৮/২০১৭	০৭/০৫/২০১৯
		উপজেলা রোড, কার্লভার্ট এন্ড ব্রীজ	১৩টি	OTM	JICA & GoB	৭৬৭৬.৮০	০১/১/২০১৮	০১/০৫/২০১৯
		উপজেলা এন্ড ইউনিয়ন রোড, কার্লভার্ট এন্ড ব্রীজ	৪৭টি	OTM	JICA & GoB	১৬৩৩৪.২২	০১/১/২০১৮	০১/১০/২০১৯
		রিহ্যাবিলেটিশন/ পিরিয়ডিক মেন্টেইনেস অব রোড	৫৪টি	OTM	GoB	১১১৯৫.০২	২৭/১/২০১৬	০১/০১/২০২০
		ইম্প্রুভমেন্ট অব হাট	২২টি	OTM	GoB	১৭৬০.১৬	০৪/৮/২০১৬	১৮/০৭/২০১৯
		ইম্প্রুভমেন্ট অব ঘাট	২৪টি	OTM	GoB	৪৭৯.৪০	১৭/৭/২০১৬	১৮/০৭/২০১৯
		রি-এক্সকাভেসন অব বিল	১৫০টি	LCS	JICA & GoB	২৫০০.১০	২৬/২/২০১৭	২০/০৩/২০২১
		রি-এক্সকাভেসন অব খাল	৪৩টি	LCS	JICA & GoB	২৫৪৮.৭০	১০/৩/২০১৫	২০/০৩/২০২১
		উপমোট	**৪৪৭টি**			**৬৪৯,৫১.০৯**		
৩.	সেবা (Services)	কনসালটেন্সি,ডিজাইন, সুপারভিশন, এমআইএস, সফটওয়ার ইত্যাদি	১৬টি	QCBS/DP/SSS/IC/ FBS/LCS	JICA & GoB	৯৩৮৯.৬৯	০২/৬/২০১৫	৩০/০৬/২০২২
		সর্বমোট (১+২+৩)	**৫১৮টি**			**৭৫২,৭৭.৯৭ (৮৮%)**		
						৮৫৮,২৫.৩৫		

ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন মালামাল/ পণ্য, কার্য (Works) ও সেবা (Services) ক্রয়ের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা ডিপিপিতে Total Procurement Plan হিসাবে অন্তর্ভূক্ত আছে। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর নীতিমালা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ক্রয় গাইড লাইন অনুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ক্রয়/ নির্বাচন, ইত্যাদি কার্যক্রম e-GP পদ্ধতি অনুসরনে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্রয়চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় পরিকল্পনায় মোট প্যাকেজের সংখ্যা ৫১৮ টি। এর মধ্যে পণ্য (Goods) প্যাকেজের সংখ্যা ৫৫ টি, কার্য (Works) এর প্যাকেজের সংখ্যা ৪৪৭ টি এবং সেবা (Services) প্যাকেজ রয়েছে ১৬টি। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৫৮,২৫.৩৫ লক্ষ টাকা। ক্রয় কার্যক্রমের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫২,৭৭.৯৭ লক্ষ টাকা। যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৮ শতাংশ।

৩.৪.১২ প্যাকেজ ভিত্তিক (পণ্য, কার্য ও সেবা) ক্রয় পরিকল্পনার বিশ্লেষণ

সংশোধিত ডিপিপিতে বর্ণিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য (Goods), কার্য (Works) ও সেবা (Services) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্যাকেজ ভিত্তিক (পণ্য, কার্য ও সেবা) ক্রয় পরিকল্পনার বিশ্লেষণ নিম্নে দেখা যেতো পারে:-

ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ সংখ্যা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি/ সম্পাদিত প্যাকেজ	বিশ্লেষণ/ মতামত
পণ্য (Goods)	৫৫টি	৫৫টি	মূল ডিপিপিতে goods এর ক্ষেত্রে ৯৭৩.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্যাকেজে মালামাল ক্রয়ের প্রস্তাব ছিল। তবে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে এই প্যাকেজ গুলিকে ৫৫টি প্যাকেজে বিভাজন করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যবান পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা এর মাধ্যমে প্রকল্পের যানবাহন এবং প্রকল্পের মোটর সাইকেল

ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ সংখ্যা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি/ সম্পাদিত প্যাকেজ	বিশ্লেষণ/ মতামত
			সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। ৭টি প্যাকেজ ব্যাতিত বাকী ১০টি প্যাকেজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। মূল ডিপিপিতে জেনারেটার, ফার্নিচার ও অন্যান্য ইকুপমেন্ট ক্রয়ের ১টি করে প্যাকেজ ছিল। তবে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে জেনারেটার ক্রয়ে ৮টি প্যাকেজ, ফার্নিচার ক্রয়ে ১৩টি প্যাকেজ ও অন্যান্য ইকুপমেন্ট ক্রয়ের ৮টি করে প্যাকেজ করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম ৮মাস বিলম্বে শুরু হলেও সমাপ্ত করতে ২৬ হতে ৩৯মাস বিলম্ব হয়েছে। স্পিড বোট ক্রয়ে সবচেয়ে বেশী বিলম্ব হয়েছে। মূল ডিপিপি অনুযায়ী স্পিড বোট ক্রয় কার্যক্রম ৩০/০৩/২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা তবে প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৯। অপ্রতুল বরাদ্দ, ডিপিপি সংশোধন ইত্যাদি বিলম্বের কারণ বলে জানান হয়েছে।
কার্য (Works)	৪৪৭টি	৩৮৮টি	কার্য (Works) ক্ষেত্রে ডিপিপিতে ৪৪৭টি প্যাকেজের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্যাকেজ পর্যালোচনা করা হলো:- ১) প্যাকেজ নং HFMLIP/Habi/১৬-১৭(W-১১৯) রাস্তাটি ১৩/০৩/২০১৬ তারিখের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। রাস্তাটি ২১/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে রাস্তাটি ৩০/০৫/২০২০ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানান হয়েছে। ২) প্যাকেজ নং HFMLIP/Habi/১৮-১৯(W-১৩২) রাস্তাটি আরডিপিপি অনুযায়ী ০৫/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে রাস্তাটির টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ০১/০২/২০১৯ তারিখে। রাস্তাটি ১০/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানান হয়েছে। ৩) প্যাকেজ নং HFMLIP/Habi/১৭-১৮(W-১৭৫) রাস্তাটি ৩১/০৮/২০১৭ তারিখের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। রাস্তাটি ০৫/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানান হয়েছে। ৪) প্যাকেজ নং HFMLIP/Netro/১৭-১৮(W-১৭৯) রাস্তাটি ১০/০৯/২০১৭ তারিখের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। রাস্তাটি ২৭/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০/০৬/২০২০ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানা গেছে। ৫) প্যাকেজ নং HFMLIP/Habi/১৭-১৮(W-১৮৪) রাস্তাটি ০৭/০৯/২০১৭ তারিখের টেন্ডার আহ্বান করা হয়। রাস্তাটি ৩০/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৭/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানা গেছে। ৬) প্যাকেজ নং HFMLIP/Habi/১৭-১৮(W-২৪৯) রাস্তাটির টেন্ডার আহ্বানে ১বৎসর বিলম্ব হয়েছে। রাস্তাটি ০১/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানা গেছে। ৭) প্যাকেজ নং HFMLIP/Sunam/১৭-১৮(W-২৫৩) রাস্তাটির টেন্ডার আহ্বানে ১৭ মাস বিলম্ব হয়েছে। রাস্তাটি ০১/০৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮/০২/২০২১ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে জানা গেছে। দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত সময় (১৪ দিনের বেশি), দরপত্র অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত সময় (১৪ দিনের বেশি) এবং নির্ধারিত ঠিকাদারদের সাথে চুক্তির সম্পাদনের ক্ষেত্রে ২১ দিনের বেশি সময় ব্যয় করা হয়েছে। **মতামতঃ- অপ্রতুল বরাদ্দ, ডিপিপি সংশোধন, আকস্মিক বন্যার ফলে সৃষ্ট প্লাবন,**

ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ সংখ্যা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি/ সম্পাদিত প্যাকেজ	বিশ্লেষণ/ মতামত
			টেন্ডার জটিলতা, নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ ও নির্ধারিত স্থানে বহনে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে অগ্রগতি শ্লথ হয়েছে বলে জানান হয়েছে। দেখা যায় যে. বেশিরভাগ কাজের চুক্তির সময় বাড়ানো হয়েছে, কাজেই ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে চুক্তির ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণকেও উন্নত করতে হবে এবং কাজের চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য বাস্তবসম্মত সময় দিতে হবে। অন্যান্য পর্যালোচনাঃ- • উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল) এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৯কিঃমিঃ, তার মধ্যে ৫১ কিঃমিঃ সড়কের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল) এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১কিঃমিঃ, তার মধ্যে ১৭ কিঃমিঃ নন-সাব মার্জিবল সড়কের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল) এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১ কিঃমিঃ, তার মধ্যে ৩৬ কিঃমিঃ ইউনিয়ন (সাব মার্জিবল) সড়কের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল) এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৭ কিঃমিঃ, তার মধ্যে ৪৪ কিঃমিঃ ইউনিয়ন (নন-সাব মার্জিবল) সড়কের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (সাব মার্জিবল) এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০০ কিঃমিঃ, তার মধ্যে ৬৩ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক (সাব মার্জিবল) সড়কের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (নন-সাব মার্জিবল) এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৮ কিঃমিঃ, তার মধ্যে ৪৮ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক (নন-সাব মার্জিবল) সড়কের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • ব্রীজ ও কালভার্টের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৮৮৭ মিঃ ও ৮৯০ মিঃ, তার মধ্যে ৪১৫ মিঃ ব্রীজ ও ৭৯০ মিঃ কালভার্টের কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • ব্রীজ/ল্যান্ডিং ঘাট ২৪টির মধ্যে ১৮ টির কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • গ্রামীণ বাজার ২২টির মধ্যে ১৫ টির কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। • বিল উন্নয়ন (অভয়াশ্রম এবং জলজ বৃক্ষরোপণ) ১৫০ টির মধ্যে ৮৪টির কাজের চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।
সেবা (Services)	১৬টি	৪টি	মূল ডিপিপিতে সেবা খাতে ৬টি প্যাকেজ নির্ধারণ করা ছিল। তবে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে সেবা খাতকে ১৬টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্যাকেজ (Resource Mapping of Selected Beels) ১৫/০৫/২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ৮টি প্যাকেজ (Consultancy Service/Software Support/ Bio diversity & Livelihood Monitoring) ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত চালু থাকবে।বাকী ৪টি প্যাকেজ (Consultant নিয়োগ) ৩১/১২/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।

৩.৪.১৩ ক্রয় সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম মোট ৫১৮টি (পণ্য ৫৫টি, কার্য ৪৪৭টি এবং সেবা ১৬টি) প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে। প্যাকেজ গুলোর মোট প্রাক্কলিত মূল্য প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ৮৮ ভাগ। এদের মধ্যে HFMLIP/Kishore/১৭-১৮/ড-১৭২: Improvement of Niamatpur – Gundhar GC Road via Fazilkhali Bazar Road at Ch. ২+408m to Ch. 4+240m under KarimganjUpazila, District: Kishoreganj (Road ID No. 3484222008) প্যাকেজটিই সবচেয়ে বড় (১৫৮১.২৭ লক্ষ) টাকার। এ প্রেক্ষিতে ড-১৭২ প্যাকেজটিকে কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যের ধাপ	তারিখ		মন্তব্য
		প্রাক্কলিত	প্রকৃত	
১.	জমাকৃত আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		০৭ টি	
২.	টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয় শুরুর তারিখ	১২/১০/২০১৭ ১২.০০	১২/১০/২০১৭ ১২.০০	
৩.	টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	১২/১১/২০১৭ ১৩.০০ P.M	১২/১১/২০১৭ ১৩.০০ P.M	
৪.	প্রিবিড মিটিং হয়েছে কিনা?			হয়েছে
৫.	হলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আছেকি?			হ্যাঁ
৬.	টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	১২/১১/২০১৭ ১৫.০০ P.M	১২/১১/২০১৭ ১৫.০০ P.M	
৭.	প্রাপ্ত মোট টেন্ডার সংখ্যা		০৭ টি	
৮.	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	১২/১১/২০১৭ ১৫.০০ P.M	১২/১১/২০১৭ ১৫.০০ P.M	
৯.	রেসপনসিভ টেন্ডার সংখ্যা		০৭ টি	
১০.	নন রেসপনসিভ টেন্ডার সংখ্যা		০ টি	
১১.	টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি গঠন			হয়েছে
১২.	টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ		১২/১১/২০১৭ ১৫.১৫ P.M	
১৩.	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ		০২/০১/২০১৮	
১৪.	মোট চুক্তি মূল্য (টাকা)		১৫৮১২৭২৬০.০	
১৫.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		১৫.০১.২০১৮	
১৬.	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ		২১.০১.২০১৮	
১৭.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ		২১.০১.২০১৮	
১৮.	চুক্তি সম্পনের তারিখ	২০.০৭.২০১৯	০৫.১১.২০১৯	
১৯.	সময়বৃদ্ধি হয়ে থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কারণ		১১০ দিন	প্রাক্কলন সংশোধিত
২০.	ভ্যারিয়েশন অর্ডার হয়েছিল কিনা	১৪৪০৬০১১৮.৭	১৫৮১২৭২৬০.০	হ্যাঁ
২১.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	২০.০৭.২০১৮	০৫.১১.২০১৯	
২২.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ			
২৩.	চলতি বিল জমাদানের তারিখ		১ম-২০/০২/১৮ ২য়-১২/০৩/১৮ ৩য়-০৩/০৫/১৮ ৪র্থ-৩১/০৭/১৮ ৫ম-১৯/১১/১৮ ৬ষ্ঠ-১৬/০৩/১৯ ৭ম-০৭/০৪/১৯ ৮ম ও চূড়ান্ত-২৯/০১/২০	
২৪.	বিলের পরিমাণ (টাকা)		১৫৩৫.২৮ লক্ষ মাত্র	
২৫.	চলতি বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ		১ম- ১৮/০৩/১৮ ২৯৬.৭৬ লক্ষ ২য়-২০/০৩/১৮ ১০৩.২৪ লক্ষ ৩য়-১৯/০৫/১৮ ৩০০.১৭ লক্ষ ৪র্থ-০৫/০৮/১৯ ২০০.৮৫ লক্ষ ৫ম-০৩/১২/১৮	

ক্রমিক নং	কার্যের ধাপ	তারিখ		মন্তব্য
		প্রাক্কলিত	প্রকৃত	
			১৯০.৪২ লক্ষ ৬ষ্ঠ-১০/০৩/১৯ ১১৫.৫৬ লক্ষ ৭ম-০৪/০৯/১৯ ১৫১.৯৬ লক্ষ ৮ম ও চূড়ান্ত-০৬/০২/২০ ১৭৬.১০ লক্ষমাত্র	
২৬.	খসড়া টেন্ডার অনুমোদন, টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ণ, অনুমোদন, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিলম্ব হয়ে থাকলে তা পৃথক সংযুক্তির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য দিন		ডিপিপি অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যেই ক্রয় কার্যক্রম সম্পন হয়েছিল	

উপরোক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া ভিত্তিতে প্রতিয়মান হয় যে, দরপত্র অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের তুলনায় সময় বেশি লেগেছে।

প্রকল্পরে ক্রয়চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে প্রথমদিকে অফ-লাইন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ও র্বতমানে অন-লাইন /e-GP পদ্ধতি অনুসরণ করে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। সেবা প্যাকেজের ১টি ও পণ্য প্যাকেজের ১টি কেস স্টাডি যথাক্রমে পরিশিষ্ট-৩'তে দেখা যেতে পারে।

৩.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৫.১ প্রকল্প জনবল নিয়োগ

মুল ডিপিপিতে ১২৪ জন জনবল নিয়োগের প্রাক্কলন করা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে জনবল সংখ্যা একই রয়েছে। পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটির মোট ১২৪ জন আউটসোর্সিং জনবলের মধ্যে ১০৪ জন আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ প্রদান সম্ভব হয়েছে, যা মোট আউটসোর্সিং জনবলের ৮৪%। জনবলের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নে সারণি ৩.১৩-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি ৩.১৩: প্রকল্পের জনবল

নং	জনবল	মুল ডিপিপিতে জনবল	সংশোধিত ডিপিপিতে জনবল	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি 'র শতাংশ (%)
ক)	**পিএমও অফিস (১টি)-ঢাকা অফিস**				
	কর্মকর্তাঃ				
১	প্রকল্প পরিচালক	১জন	১জন	১জন	
২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১জন	১জন	১জন	
৩	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	১জন	১জন		
৪	ফাইনান্স ম্যানেজার/ একাউন্টস অফিসার	১জন	১জন		
৫	এডমিনিষ্টেটিভ/ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার	১জন	১জন	১জন	
৬	কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	১জন	১জন	১জন	
৭	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২জন	২জন		
	উপমোট (কর্মকর্তা)	**৯জন**	**৯জন**	**৪জন**	**৪৪%**
	কর্মচারীঃ				
৮	ফাইনান্স এসিস্টেন্স	১জন	১জন		
৯	কম্পিউটার অপারেটার কাম অফিস সহকারী	২জন	২জন	১জন	
১০	গাড়ী চালক	৪জন	৪জন	৪জন	
১১	অফিস সহায়ক/ এমলএসএস	১জন	১জন	১জন	

নং	জনবল	মুল ডিপিপিতে জনবল	সংশোধিত ডিপিপিতে জনবল	এপ্রিল,২০২০ পর্যন্ত অর্জন	সংশোধিত ডিপিপি 'র শতাংশ (%)
১২	গার্ড/ ক্লিনার	১জন	১জন	১জন	
	উপমোট (কর্মচারী)	**৯জন**	**৯জন**	**৭জন**	**৭৮%**
	মোট (ঢাকা অফিস)	**১৮জন**	**১৮জন**	**১১জন**	**৬১%**
খ)	**জেলা অফিস (পিআইইউ-৪টি)**				
	কর্মকর্তাঃ				
১৩	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর	৪জন	৪জন	৩জন	
১৪	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	৪জন	৪জন	৪জন	
১৫	মনিটরিংএন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার	৪জন	৪জন	৩জন	
১৬	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৪জন	৪জন		
	উপমোট (কর্মকর্তা)	**১৬জন**	**১৬জন**	**১০জন**	**৬৩%**
	কর্মচারীঃ				
১৭	কম্পিউটার অপারেটার কাম অফিস সহকারী	৪জন	৪জন		
১৮	স্পীড বোট ড্রাইভার	৪জন	৪জন	৪জন	
১৯	অফিস সহায়ক/ এমলএসএস	২জন	২জন	২জন	
	উপমোট (কর্মচারী)	**১০জন**	**১০জন**	**৬জন**	**৬০%**
	মোট (জেলা অফিস)	**২৬জন**	**২৬জন**	**১৬জন**	**৬২%**
গ)	**উপজেলা অফিস (পিইউও-১৬টি)**				
	কর্মকর্তাঃ				
২০	সাবজেক্ট মেটার স্পেশালিষ্ট	১৬জন	১৬জন	১৫জন	
২১	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১৬জন	১৬জন	১৪জন	
	উপমোট (কর্মকর্তা)	**৩২জন**	**৩২জন**	**২৯জন**	**৯১%**
	কর্মচারীঃ				
২২	এলসিএস অর্গানাইজার	১৬জন	১৬জন	১৬জন	
২৩	স্যোসাল অর্গানাইজার (ফিস)	১৬জন	১৬জন	১৬জন	
২৪	অফিস সহায়ক/ এমলএসএস	১৬জন	১৬জন	১৬জন	
	উপমোট (কর্মচারী)	**৪৮জন**	**৪৮জন**	**৪৮জন**	**১০০%**
	মোট (উপজেলা অফিস)	**৮০জন**	**৮০জন**	**৭৭জন**	**৯৬%**
	সর্বমোট	**১২৪জন**	**১২৪জন**	**১০৪জন**	**৮৪%**

৩.৫.২ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি

সরকারের অনুসৃত নীতি অনুসারে একজন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কাজ বাস্তবয়নে সার্বক্ষণিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। পদাধিকারবলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এই প্রকল্পের পরিচালক। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্যাদি নিম্নে সারণি ৩.১৪-এ প্রদান করা হলো:-

সারণি ৩.১৪: প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকগণের নাম	পদ মর্যাদা	কার্যালয়/ঠিকানা/ দায়িত্বের প্রকৃতি	দায়িত্ব কাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১.	জনাব শেখ মোহাম্মদ মহসিন আইডি নং:- ৩৭০৪২৬	নির্বাহী প্রকৌশলী	এলজিইডি, সদরদপ্তর, নিয়মিত	১/০৭/২০১৪	১/০২/২০১৭
২.	জনাব নজরুল ইসলাম আইডি নং:- ৩৭০৪২৬	নির্বাহী প্রকৌশলী	এলজিইডি, সদরদপ্তর, নিয়মিত	২/০২/২০১৭	চলমান

প্রকল্প পরিচালক সহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং প্রয়োজনে সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন জোরদার করা অত্যাবশ্যক। নিবীড় পরিবীক্ষণ কালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রকল্প কাজ পরিদর্শনে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.৫.৩ প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)" প্রকল্পের Institutional Strengthening and Support Activities এর কাজে ১২ (বার) জন Individual Consultant (National) নিয়োগের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে ১জন Monitoring and Evaluation Specialist, ১জন Environmental Engineer/ Expert, ৩জন Community Infrastructure Coordination Expert এবং ৪জন Community Resource Management Coordination Expert ২০২২ সাল পর্যন্ত কর্মরত রয়েছেন। তালিকা নিম্নে সারণি ৩.১৫-এ প্রদান করা হলো:-

সারণি ৩.১৫: প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগ

ক্রমিক নং	পদের নাম	কর্মস্থল	জনমাস	পর্যন্ত
১.	Monitoring and Evaluation Specialist	ঢাকা	৮০	জুন,২০২২
২.	Environmental Engineer/ Expert	ঢাকা	২৬	জুন,২০২২
৩.	Community Infrastructure Coordination Expert	নেত্রকোণা	৫৩	জুন,২০২২
৪.	Community Infrastructure Coordination Expert	হবিগঞ্জ	৫৩	জুন,২০২২
৫.	Community Infrastructure Coordination Expert	কিশোরগঞ্জ	৫৩	জুন,২০২২
৬.	Community Resource Management Coordination Expert	সুনামগঞ্জ	৫০	জুন,২০২২
৭.	Community Resource Management Coordination Expert	কিশোরগঞ্জ	৫০	জুন,২০২২
৮.	Community Resource Management Coordination Expert	নেত্রকোণা	৫০	জুন,২০২২
৯.	Community Resource Management Coordination Expert	হবিগঞ্জ	৫০	জুন,২০২২

৩.৫.৪ প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এর সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ১৮-০৩-২০১৫ তারিখের স্বারক নং: ৪৬.০৬৮.০০৪.০০.০০.০৬১.২০১৫-৩৫৪ মোতাবেক প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC) গঠন করা হয়েছে। পরিপত্র মোতাবেক প্রতি বৎসর কমপক্ষে ০১ (এক) বার ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC)'র সভা ২০১৬ সালে ০২ (দুই) বার, ২০১৭ সালে ০১ (এক) বার এবং ২০১৯ সালে ০১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবৎসর এবং চলতি অর্থবৎসরে (২০১৯-২০২০) ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC)'র কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC)'র সর্বশেষ সভা গত ১০-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিম্নে সারণি ৩.১৬-এ প্রদান করা হলো:-

সারণি ৩.১৬: প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর ১০-০৪-২০১৯ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি

সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত		সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রগতি
১০-০৪-২০১৯ তারিখ	১.	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা আয়োজন করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা এখনও আয়োজন করা হয় নি।
	২.	গুনগত মান বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনিটরিংব্যবস্থাকে আরও জোরদার এবং আরসিসি সড়কের ডিজাইনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশোধন এনে টেকসই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গুনগত মান বজায় রাখার জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর সময় আরসিসি সড়কের ডিজাইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং সে মোতাবক কাজ চলমান রয়েছে।
	৩.	আরএডিপিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে প্রকল্পটির জন্য ১৮০৬০.৯৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তবে এ অর্থবৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছ ৮৯৬৯.৯০ লক্ষ টাকা। ফলে আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ অর্থ ব্যয় বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ২০১৮-১৯ অর্থবৎসরে প্রকল্পটি ডিপিপি সংস্থানের মাত্র ৪৯.৬৬% অর্থ ব্যয় করতে পেরেছে ।
	৪.	কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি জলমহাল প্রকল্পে হস্তান্তরের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গত ০৮/০৪/২০১৯ইং তারিখের ৩২৯ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রনালয়কে দেয়া পত্রের আলোকে ভূমি মন্ত্রনালয়ের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে ১৪২৬-১৪২৮ বাংলা মেয়াদে জলমহাল হস্তান্তর গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গত ২৬/০৬/২০১৯ ইংতারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৫৫তম সভায় প্রস্তাবিত কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১০টি জলমহাল সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অত্র প্রকল্পে হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১টি জলমহাল ভূমি মন্ত্রনালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা দেয়া হয়েছে। ফলে অত্র প্রকল্পের ডিপিপিতে নির্ধারিত বিলে সংখ্যা ১৫০টির পরিবর্তে ১৩৯টি হবে।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ বৎসর অতিবাহিত হলেও এর "প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC)" গঠণ করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC)'র কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর গত ০৩-০৪-২০১৩ তারিখের স্মারক নং: এলজিইডি/ পিডি/..লিপ/পি-২৩১/২০১৩/ ২১৬ মোতাবেক প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য "জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২টি কমিটি" গঠিত হয়েছে। কমিটির গঠণ আরডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। কমিটি ২টি প্রতিবৎসর যথাক্রমে ২বার ও ৪ বার সভায় মিলিত হওয়ার বিষয়টি স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে প্রকল্প অফিস হতে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের আরডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) গঠনের কথা উল্লেখ নেই এবং জেলা পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা কমিটি ও উপজেলা পর্যায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি ২টির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৩.৫.৫ প্রকল্পটির অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত

প্রকল্পটির ডিপিপিতে অডিট সম্পর্কে উল্লেখিত বিষয়াদি নিম্নে প্রদান করা হলো:-

ক) বাহ্যিক নিরীক্ষা (External Audit)

বাহ্যিক নিরীক্ষণের জন্য প্রকল্পের অ্যাকাউন্টগুলি জাইকার নিকট গ্রহণযোগ্য নিরীক্ষণের মান মেনে স্বতন্ত্র নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষণ করা যাবে। এই প্রসঙ্গে, বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নিরীক্ষা বিভাগ নিরীক্ষণের আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে প্রয়োজনীয় শর্তাদি অনুসরণ বাহ্যিক নিরীক্ষা সম্পাদন করবে।

খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit)

অডিটর জেনারেল দ্বারা পরিচালিত বাহ্যিক নিরীক্ষা বাদে এলজিইডি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের জন্য একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মকে নিয়োগ দেবে। এই কার্যক্রমের সমস্ত ব্যয়ভার এলজিইডি বহণ করবে। এলজিইডি প্রতিটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পরে ৬ মাসের মধ্যে জাইকার কাছে বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেবে।

গ) FAPAD অডিট

প্রকল্পটি জিওবি ও জাইকা অর্থায়নে পরিচালিত।নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বৎসর অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

প্রকল্পটির অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সারণি ৩.১৭-তে দেখা যেতে পারে:-

সারণি ৩.১৭: অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত*

অর্থ বৎসর	মোট আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির নিস্পত্তির সংখ্যা	শতকরা হার (%)	মন্তব্য
২০১৪-১৫	৮	৭	৮৭.৫০%	জবাব দাখিল করা হয়েছে এবং নিস্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে
২০১৫-১৬	১১	১২	৮১.৮১%	
২০১৬-১৭	১৭	১৪	৮২.৩৫%	
২০১৭-১৮	১১	-	-	নিস্পত্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০১৮-১৯	১৫			অডিট সম্পন্ন হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

*পিডি অফিস হতে প্রাপ্ত

প্রকল্পের অর্থবছর-২০১ ২০১৭-১৮-এর নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ নিস্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখিত অডিট ছাড়াও ৩০০টি বিল ইউজার গ্রুপ (BUG) অডিটের জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৮ টি Internal Audit এর জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৬০.০০ লক্ষ টাকা RDPP তে বরাদ্দ রয়েছে। তবে এর মধ্যে মাত্র ১ টি Internal Audit সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রকল্প অফিস হতে জানা গেছে।

৩.৫.৬ প্রকল্পে ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান যাচাই

মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণে দেখা যায়, প্রকল্পের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রি/ মালামাল testing laboratory-তে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। Technical Specification- এ উল্লেখিত Test Frequency পরিপালন করে প্রয়োজন মাফিক পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও এলজিইডি এর নির্দেশনা মোতাবেক নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামাল Third Party testing laboratory প্রধানতঃ BAU ও BUET- এ পরীক্ষা করে গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়। পরীক্ষা পাশ করে না এমন Materials সমূহ Rejected Materials হিসাবে সংরক্ষনের ব্যবস্হা পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রকল্পের আওতায় BAU ও BUET হতে সম্পাদিত টেষ্টের রেজাল্ট পরিশিষ্ট-৩ তে সংযুক্ত করা হলো।

৪ চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন

৪.১ প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পভূক্ত ৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা হতে ১৬০০ জন প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী সদস্য ও ২৪০ জন প্রকল্প এলাকার বাহির (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত: ২ হতে ২.৫ কিলোমিটার দূরের) হতে অর্থাৎ মোট ১৮৪০ জনের নিকট হতে তাদের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

খানা জরীপ ছাড়াও সমীক্ষার কাজে বিভিন্ন অবকাঠামো ও মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। অবকাঠামো যথা-গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক; ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি বাছাই ক্ষেত্রে Purposive Samplingকরা হয়েছে। বিভিন্ন প্রভাব নির্দেশক (impact indicators) যথা-আয়, ব্যয়, ফসল ও মৎস্য উৎপাদন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের একক (unit) হিসাবে ধরা হয়েছে খানা (household)। অবকাঠামো বিশ্লেষণের একক (unit) হিসাবে নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বাছাইকৃত অবকাঠামো যেমন-রাস্তা (কি.মি.),ব্রীজ/কালভার্ট (সংখ্যা), বাজার/ বিল সংখ্যা ইত্যাদি। অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও একক ধরা হয়েছে খানা/পরিবার প্রধান উত্তরদাতা।

প্রতিটি নমুনার খানার তথ্য নেয়া হয়েছে খানা/পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে। অতিরিক্ত হিসাবে প্রকল্প বিষয়ে নারীদের মতামত ও নারী উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে বর্তমান অবস্হা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষার নমুনার আকার ও বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো-

৪.১.১ নমুনা এলাকা- উপকারভোগী জরীপ

ক) ৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা;

খ) নমুনায়িত প্রতিটি উপজেলা হতে ১১৫ জন উপকারভোগী/ খানা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ) প্রতিটি নমুনায়িত উপজেলার দুটি নমুনায়িত ইউনিয়নের ৪টি গ্রাম হতে ১০০ জন (প্রতিটি গ্রাম হতে ২৫ জন করে, ২৫X ৪ = ১০০ জন) এবং কন্ট্রোল এলাকার (প্রকল্প এলাকা হতে অন্তত: ২ হতে ২.৫ কি.মি. দূরের) ১টি নমুনায়িত গ্রাম হতে ১৫ জন উপকারভোগী/ খানা প্রধানের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে [১৬X১১৫ (১০০+১৫)=১৮৪০ জন খানা/উপকারভোগী]।

মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক ফলাফলসমূহ নিম্নের অনুচ্ছেদ সমূহে উপস্থাপন করা হলো:

৪.১.২ সমীক্ষা এলাকার জনমিতি বিশ্লেষন

নমুনায়িত ১৬টি উপজেলা হতে সরাসরি উপকৃত ও সরাসরি উপকৃত নয় এরুপ মোট ১৮৪০টি খানা জরীপভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত মোট উত্তরদাতা পরিবারের মধ্যে প্রকল্পে সরাসরি উপকৃত ৪.০% ও সরাসরি উপকৃত নয় এমন ৫.০% নারী প্রধান। এটি জাতীয়ভাবে ১১% নারী প্রধান পরিবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন যেখানে পুরুষ প্রধান পরিবার তুলনামুলক ভাবে বেশী দেখা যাচ্ছে।

সারণি ৪.১: পরিবারে পুরুষ-প্রধান ও নারী-প্রধান উত্তরদাতাদের বিবরণ

পরিবার প্রধান	উপকারভোগী	কন্ট্রোল
পুরুষ প্রধান	১৫৩৬	২২৮
হার (%)	৯৬.০	৯৫.০
মহিলা প্রধান	৬৪	১২
হার (%)	৪.০	৫.০
সকল	**১৬০০**	**২৪০**

চিএ-৪.১: পুরুষ-প্রধান ও নারী প্রধান পরিবার (%)

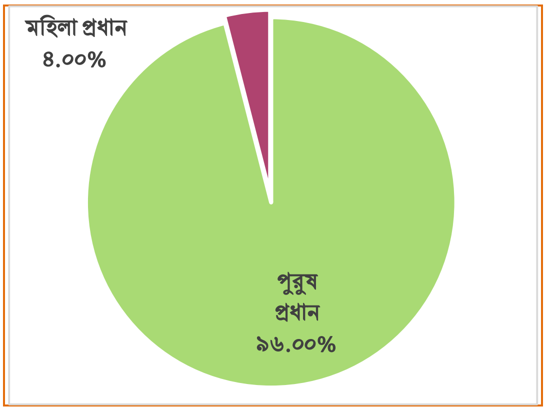

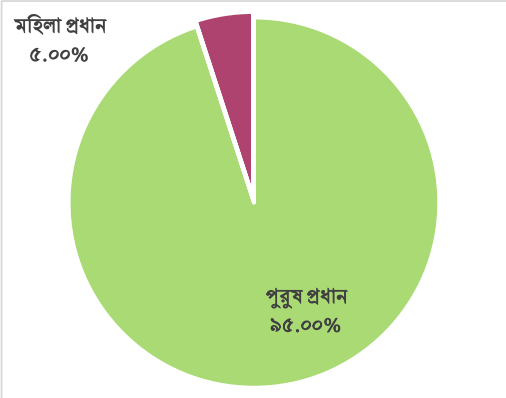

গ্রামাঞ্চলে, বেশিরভাগ মহিলা-নেতৃত্বাধীন পরিবার হয় বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা এবং তাদের উপার্জনের সুযোগ খুব সীমিত। ফলস্বরূপ, মহিলা-নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলি বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রতমদের মধ্যে রয়েছে। ২০১২/২০১৩ সালে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত একটি আইএফপিআরআই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভিজিডি প্রোগ্রামের প্রায় ২৮ শতাংশ সুবিধাভোগী পরিবার মহিলা এর নেতৃত্বে ছিলেন। ২০১০-১১ সালে পরিচলিত হাউজহোল্ড সার্ভে (HES) অনুসারে, বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারের ৭.৬ শতাংশ মহিলা নেতৃত্বাধীন (বিবিএস ২০১৩)। তবে অত্র সমীক্ষার মোট উত্তরদাতা পরিবারের মধ্যে প্রকল্পে সরাসরি উপকৃত ৪.০% ও সরাসরি উপকৃত নয় এমন ৫.০% পরিবারের প্রধান নারী ।

৪.১.৩ উত্তরদাতাদের বয়স

নমুনায়িত ১৮৪০টি খানা জরীপের সদস্যদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সরাসরি উপকৃত ও সরাসরি উপকৃত নয় এরুপ ৫০% অধিক সুবিধাভোগী সদস্যের বয়স ৩০-৪৯ বৎসরের মধ্যে, ৩০% হতে ৩৮% খানা প্রধান পঞ্চাশোর্ধ্ব। বয়সে তরুণ খানা প্রধান খুব বেশি নয়, মাত্র ১০% হতে ১৫% এর মত। এলাকাভেদে এর ভিন্নতা তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।

সারণি-৪.২: পরিবার প্রধান উত্তরদাতাদের বয়স

পরিবার প্রধানের বয়স (বছর)	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৮-২৯	১৫২	৯.৫	৩৬	১৫.০
৩০-৪৯	৮৪০	৫২.৫	১৩২	৫৫.০
৫০ ও তদূর্ধ্ব	৬০৮	৩৮.০	৭২	৩০.০
সকল পরিবার	১৬০০	১০০	২৪০	১০০

চিএ-৪.২: উত্তরদাতা খানা প্রধানের বয়স

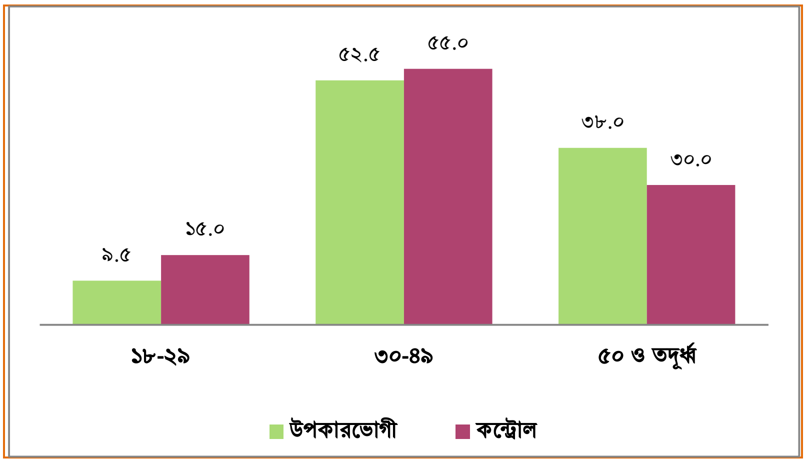

৪.১.৪ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

নমুনায়িত উত্তরদাতা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার ১৮৪০টি নমুনায়িত পরিবারের মধ্যে ৪০% হতে ৪৪% খানা প্রধান নিরক্ষর। কেবলমাত্র নাম দস্তখত করতে জানেন ২৫% হতে ২৩% পরিবার প্রধান ও কিছু লেখাপড়া করলেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ন করতে পারেনি আরও ২৫% হতে ২২% পরিবার প্রধান। UNESCO হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে স্বাক্ষরতার হার ৭২.৮৯% এর তুলনায় নমুনায়িত উত্তরদাতা পরিবার প্রধানদের কার্যকর স্বাক্ষরতা কম। সমীক্ষাধীন এলাকা তুলনামূলক ভাবে অনুন্নত হওয়ায় স্বাক্ষরতা কম হতে পারে। আবার প্রকল্প এলাকার মধ্যে প্রকল্পের সরাসরি উপকৃত পরিবার সমূহের স্বাক্ষরতার হার তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেশী। প্রতিয়মান হয় যে, উন্নত সড়ক থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামের উত্তরদাতাদের স্বাক্ষরতার হার কম। নমুনায়িত উত্তরদাতা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নে সারণি-৪.৩ ওচিত্র-৪.৩-এ দেখা যেতে পারে:-

সারণি-৪.৩: উত্তরদাতা খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার বিবরণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অশিক্ষিত/ নিরক্ষর	৬৪৩	৪০.২	১০৫	৪৩.৮
শুধুমাত্র স্বাক্ষর জানে	৩৯৮	২৪.৯	৫৪	২২.৫
প্রাইমারি (৪ ক্লাস পর্যন্ত)	৩৯৪	২৪.৬	৫২	২১.৭
প্রাইমারি – এসএসসি এর কম	১০২	৬.৪	১৬	৬.৭
এসএসসি	২৬	১.৬	৬	২.৫
এইচএসসি	১৫	০.৯	৭	২.৯
স্নাতক	১২	০.৮	০	০.০
স্নাতকোত্তর/মাস্টার্স পাশ	৪	০.৩	০	০.০
কওমি মাদ্রাসা	৪	০.৩	০	০.০
অন্যান্য	২	০.১	০	০.০
সকল উত্তরদাতা	১৬০০	১০০	২৪০	১০০

চিত্র-৪.৩: খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

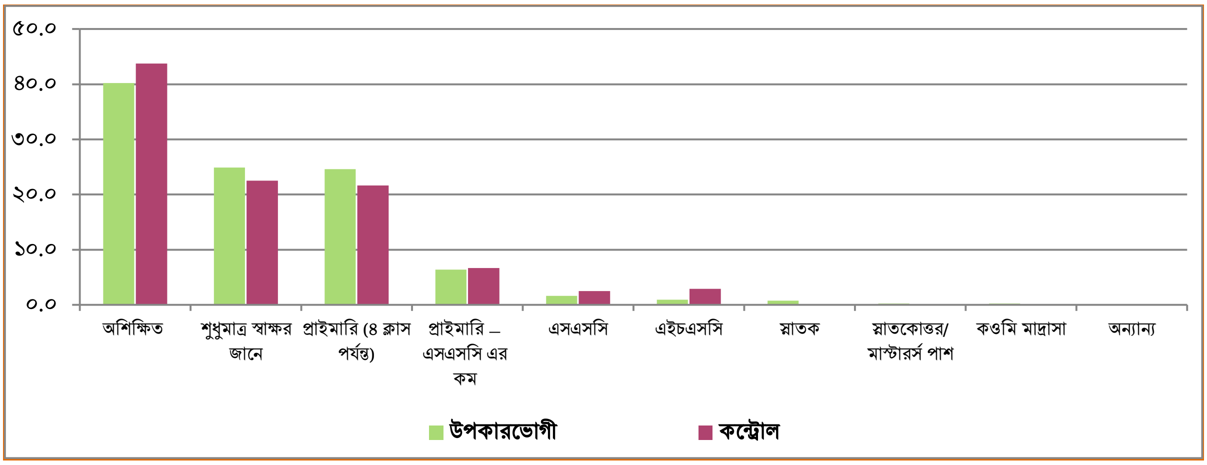

৪.১.৫ খামার আয়তন ও কৃষি উৎপাদন

সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার সরাসরি উপকৃত পরিবার সমূহের ২৮.৬% ও সরাসরি উপকৃত নয় এরুপ পরিবার সমূহের ৩০.৪% ভূমিহীন। তাদের কোন চাষযোগ্য জমি নেই। আধা একরের কম কৃষি জমি আছে এমন প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা সরাসরি উপকৃত সুবিধাভোগী পরিবারের ২৩.৮% এবং সরাসরি উপকৃত নয় এরুপ পরিবারের ২৭.১%। এছাড়া ১৭.৬% সরাসরি উপকৃত

পরিবারের ও ১৯.৬% সরাসরি উপকৃত নয় এরুপ পরিবারের কৃষি জমির পরিমাণ ২.৫ একর হতে ৭.৫ একর। নমুনায়িত উত্তরদাতা পরিবার সদস্যদের চাষযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ নিম্নে সারণি-৪.৪ ওচিত্র-৪.৪-এ দেখানো হলো:-

সারণি-৪.৪: নিজস্ব চাষযোগ্য জমির পরিমাণ

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
জমি নেই	৪৫৮	২৮.৬	৭৩	৩০.৪
১ - ৪৯ শতাংশ	১৭২	১০.৮	১৮	৭.৫
৫০ - ১৪৯ শতাংশ	৩৮০	২৩.৮	৬৫	২৭.১
১৫০ - ২৪৯ শতাংশ	২৭২	১৭.০	৩০	১২.৫
২৫০ - ৭৪৯ শতাংশ	২৮২	১৭.৬	৪৭	১৯.৬
৭৫০ শতাংশ বা এর বেশি	৩৬	২.৩	৭	২.৯
খামরের মোট আয়তন	সংখ্যা	১৬০০		২৪০
	মোট আয়তন	২৩৯৫১৪		৩৪০৭৯
	গড় আয়তন	১৪৯.৭		১৪২.০

চিত্র-৪.৪: নিজস্ব চাষযোগ্য জমির পরিমাণ

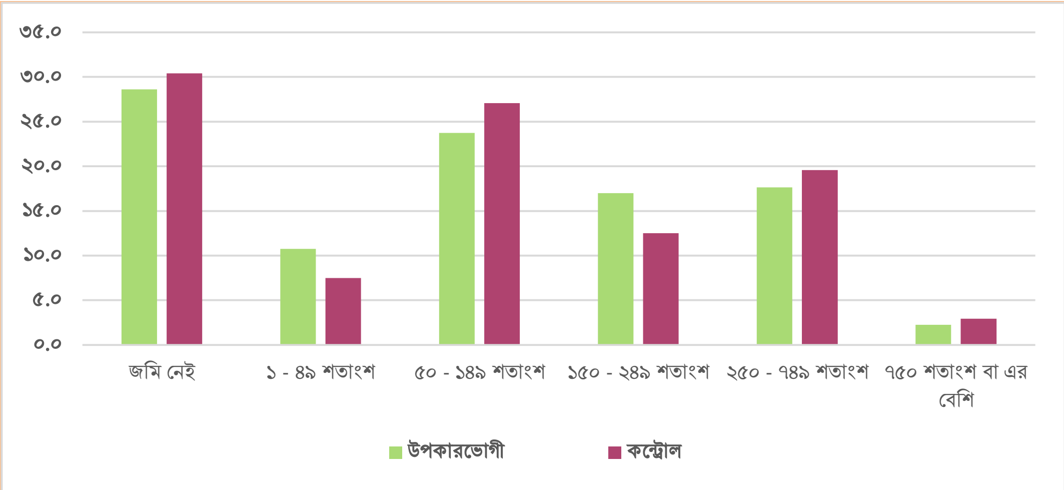

বিবিএস প্রণীত কৃষি সুমারি, ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৭.৮৪% গ্রমীণ পরিবারের চাষযোগ্য কৃষি জমি নেই। তবে প্রকল্প এলাকায় নমুনায়িত পরিবারের মধ্যে এই হার ২৮.৬% ও কন্ট্রোল এলাকায় নমুনায়িত পরিবারের মধ্যে এই হার ৩০.৪%।

৪.১.৬ পরিবারের খাতওয়ারী আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ

প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় পরিবার প্রতি বাৎসরিক আয় যথাক্রমে ১,৩৬,৯৪৭.০০ ও ১,৩১,০৬৩.০০ টাকার তুলনায় বাৎসরিক ব্যয় যথাক্রমে ১২০,১৩৪.০০ ও ১২২,৫৬২.০০ টাকা (৪.৫ ও ৪.৭)। প্রকল্প এলাকায় মোট ব্যয়ের ১২.২% খাদ্য খাতে খরচ হয়েছে যা কন্ট্রোল এলাকায় ছিল ১২.০%। প্রকল্প এলাকায় খাদ্য খাতে কিছুটা কম ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহের আপেক্ষিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত বহন করে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা খাতে ব্যয় পাওয়া যায় ৯.৯% যা কন্ট্রোল এলাকায় ছিল ১০.৩%। একইভাবে প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় হয়েছে ১২.১% যা কন্ট্রোল এলাকায় ১২.০%। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার সাথে কন্ট্রোল এলাকার খুব একটা পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি এখন মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিধায় প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পটির কার্যকারিতা (impact) তথা উল্লেখ্য যোগ্য কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত/ দৃশ্যমান নয়।

প্রকল্প এলাকায় মোট নমুনায়িত উত্তরদাতা সুবিধাভোগী পরিবারের কৃষি খাত হতে ২০.২%, পশু পালন খাত হতে ২০.১%এবং মৎস্য চাষ খাত হতে ১.৫% আয় করে থাকে। সরাসরি উপকৃত নয় এরুপ পরিবারের কৃষি খাত হতে ২২.৫%, পশু পালন খাত হতে

১৭.৮% এবং মৎস্য চাষ খাত হতে ৩.১% আয় করে থাকে। অকৃষি খাতের মধ্যে প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে ব্যবসা (প্রকল্প এলাকায় ৯.৬%, কন্ট্রোল এলাকায় ১০.৭%), যানবাহন চালনা (প্রকল্প এলাকায় ১.৫%, কন্ট্রোল এলাকায় ২.২%) ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স (প্রকল্প এলাকায় ১.৯%, কন্ট্রোল এলাকায় ৩.১%)। নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার পরিবারদের আয় ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.৫ ও ৪.৬ এবং চিত্র-৪.৫ ও ৪.৬-এ দেখানো হলো:-

সারণি-৪.৫: আয়ের উৎস অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

আয়ের উৎস		উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. কৃষি (শস্য চাষ)		৮৫২	২০.২	১২৪	২২.৫
২. ফল/ সবজি বাগান		১৯৩	৪.৬	২৪	৪.৪
৩. পশু পালন (মুরগি, হাঁস, গরু/ মহিষ, ছাগল/ ভেড়া)		৮৫০	২০.১	৯৮	১৭.৮
৪. মৎস চাষ		৬২	১.৫	১৭	৩.১
৫. উম্মুক্ত পানিতে মাছধরা		৬৯১	১৬.৪	৭২	১৩.১
৬. মজুরি/ দিনমজুর		৭৮৮	১৮.৭	১০৪	১৮.৯
৭. হস্ত শিল্প/ তাঁত শিল্প/ টেইলরিং		২৫	০.৬	৭	১.৩
৮. যানবাহন চালনা		৬৫	১.৫	১২	২.২
৯. মাসিক/ বেতনভূক্ত		১০০	২.৪	১১	২.০
১০. ব্যবসা		৪০৭	৯.৬	৫৯	১০.৭
১১. বৈদেশিক রেমিট্যান্স		৮০	১.৯	১৭	৩.১
১২. দেশীয় রেমিট্যান্স		২০	০.৫	১	০.২
১৩. অবসর ভাতা		৮	০.২	০	০.০
১৪. অন্যান্য		৮২	১.৯	৪	০.৭
মোট*		৪২২৩	১০০.০	৫৫০	১০০.০
বাৎসরিক	মোট টাকা		২১৯,১১৫,২১৩		৩১,৪৫৫,১৫০
	গড় আয় (টাকা)		১৩৬,৯৪৭		১৩১,০৬৩

* অনেক পরিবার একাধিক খাত থেকে আয় পেয়েছে

চিত্র-৪.৫: আয়ের উৎস্য অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

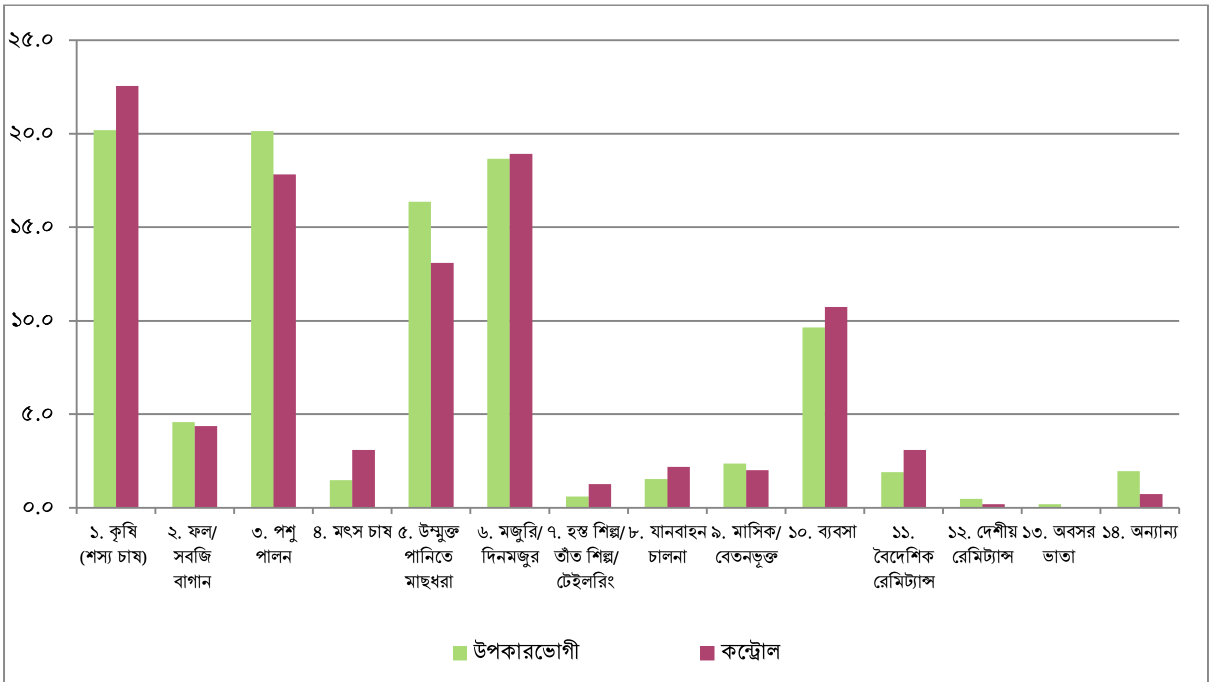

সারণি-৪.৬: ব্যয়ের উৎস অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

ব্যয়ের উৎস		উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. খাদ্য		১৫৯০	১২.২	২৩৮	১২.০
২. বস্ত্র		১৫৮২	১২.২	২৩৯	১২.০
৩. বসত ভিটা/ বাড়ি মেরামত		১২২১	৯.৪	১৯৩	৯.৭
৪. স্বাস্থ্যসেবা		১৫৭৪	১২.১	২৩৯	১২.০
৫. লেখাপড়া		১২৮০	৯.৯	২০৫	১০.৩
৬ .পরিবহণ		১৫৬৫	১২.১	২৩৯	১২.০
৭. যোগাযোগ মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি		১৫৭০	১২.১	২৩৭	১১.৯
৮. ঈদ/ পূজা/ বিবাহ/ সামাজিক অনুষ্ঠান		১৫৮৪	১২.২	২৩৬	১১.৯
৯. অন্যান্য		১০২১	৭.৯	১৬৩	৮.২
মোট*		১২৯৮৭	১০০.০	১৯৮৯	১০০.০
বাৎসরিক	মোট টাকা		১৯২,২১৩,৬৩৫		২৯,৪১৪,৮০০
	গড় ব্যয় (টাকা)		১২০,১৩৪		১২২,৫৬২

* অনেক পরিবার একাধিক খাত থেকে ব্যয়

চিএ-৪.৬: ব্যয়ের উৎস্য অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা

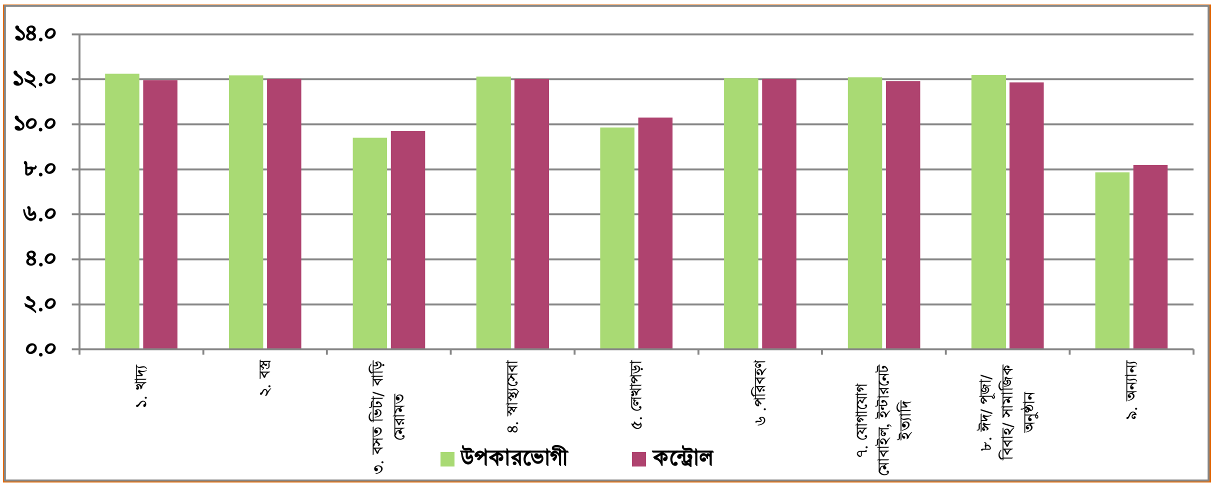

৪.১.৭ পরিবারের মোট আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ

প্রকল্প এলাকায় মোট নমুনায়িত উত্তরদাতা সুবিধাভোগী পরিবারের ২৪.৭% ও কন্ট্রোল এলাকার ২৩.০% পরিবারের মাসিক আয় ৭০০০ টাকার নীচে। প্রকল্প এলাকার আরও ২৭.১% ও কন্ট্রোল এলাকার ৩২.১% পরিবারের মাসিক আয় সাত হতে দশ হাজারের মধ্যে, যারা দারিদ্র সীমার উপরে হলেও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। দেশের সার্বিক দরিদ্র জনসংখ্যা ২০.৫% (২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী) এর তুলনায় উত্তরদাতা পরিবারের মোট মাসিক আয় বর্তমান আয়ের হিসাবে কম।

সারণি-৪.৭: পরিবারের মোট আয়ের বন্টন

পরিবারের মাসিক মোট আয় (টাকা)	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৫০০০ এর কম	১৩২	৮.৩	২১	৮.৮
৫,০০০ -৭,০০০	২৬২	১৬.৪	৩৪	১৪.২
৭,০০১ - ১০,০০০	৪৩৪	২৭.১	৭৭	৩২.১
১০,০০১ - ১৫,০০০	৪৬৩	২৮.৯	৭০	২৯.২
১৫,০০১ - ২০,০০০	১৮৮	১১.৮	২২	৯.২
২০,০০১ - ২৫,০০০	৫৯	৩.৭	৭	২.৯
২৫,০০১ - ৩০,০০০	২৪	১.৫	৬	২.৫
৩০,০০০ এর বেশি	৩৮	২.৪	৩	১.৩
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

চিএ-৪.৭: পরিবারের মোট আয়ের বন্টন

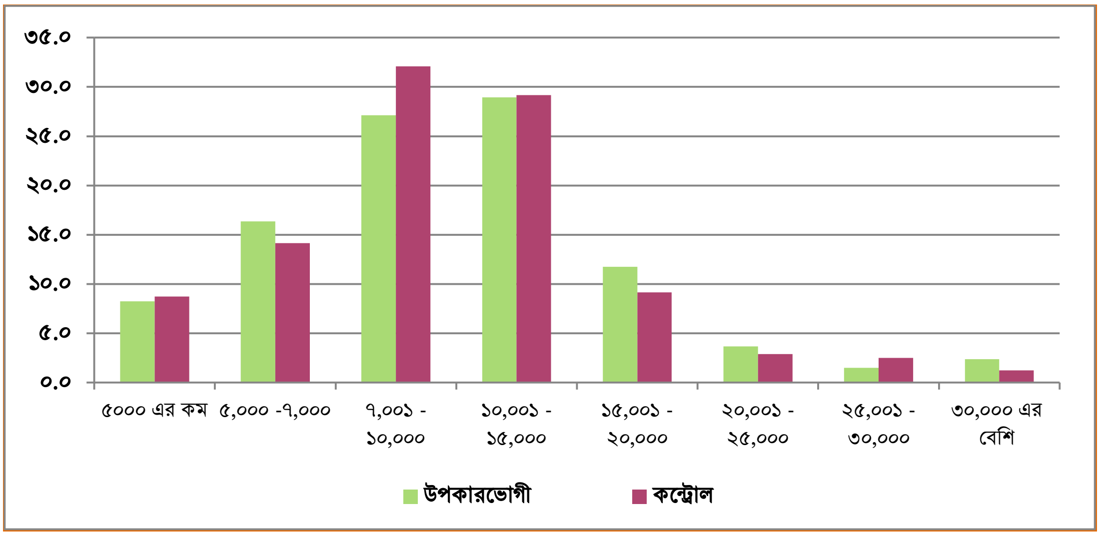

সারণি-৪.৮: পরিবারের মোট ব্যয়ের বন্টন

পরিবারের মাসিক মোট ব্যয় (টাকা)	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
৫০০০ এর কম	১৪৬	৯.১	১৭	৭.১
৫,০০০ -৭,০০০	২৪১	১৫.১	২৯	১২.১
৭,০০১ - ১০,০০০	৫৭৭	৩৬.১	৯৪	৩৯.২
১০,০০১ - ১৫,০০০	৪৫৩	২৮.৩	৭১	২৯.৬
১৫,০০১ - ২০,০০০	১২৪	৭.৮	২০	৮.৩
২০,০০১ - ২৫,০০০	৪১	২.৬	৮	৩.৩
২৫,০০১ - ৩০,০০০	৭	০.৪	১	০.৪
৩০,০০০ এর বেশি	১১	০.৭	০	০.০
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

চিএ-৪.৮: পরিবারের মোট ব্যয়ের বন্টন

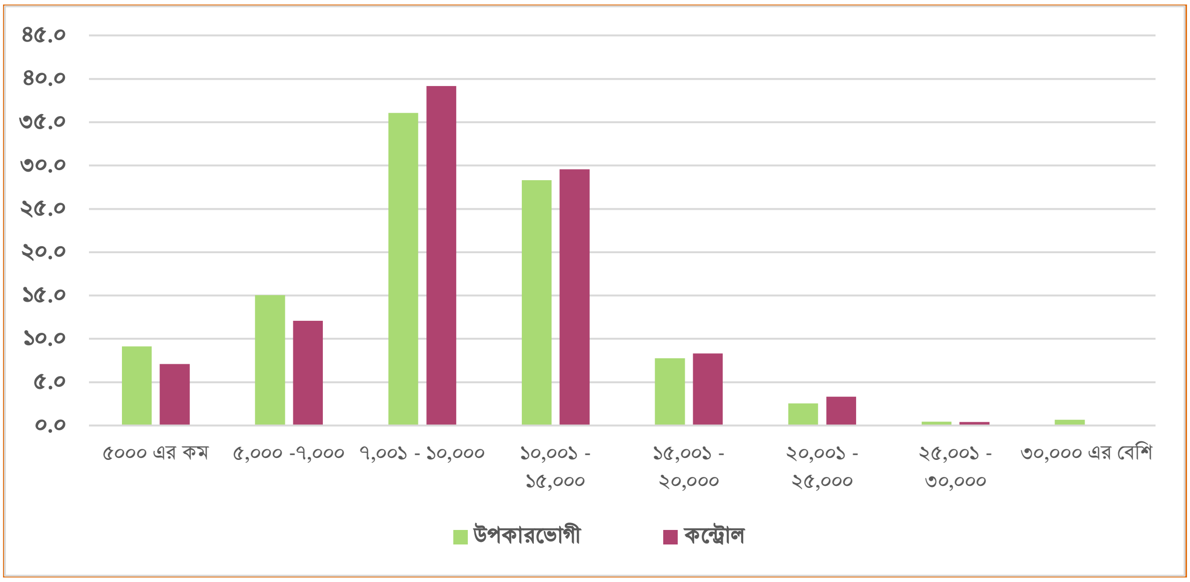

হাওর এলাকায় মাছ ধরা এবং ফসল চাষ দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহের দুটি প্রধান উৎস। জেলেরা কেবল ছয় মাস ধরে মাছ ধরতে পারে এবং মাছ ধরার ব্যবসায় অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় প্রত্যেকেরই শেয়ার-ফিশিংয়ে যাওয়ার, বা শুকনো মাছের ব্যবসা করার বা মাছ কেনা বেচা করার সুযোগ নেই। যাদের কিছু পুঁজি রয়েছে তারা সারা বছর ধরে মাছের ব্যবসা করতে পারেন এবং শুকনো মওসুমে শুকনো মাছের ব্যবসা করতে পারেন। কৃষকরা বোরো ফসলের উপর প্রচুর নির্ভর করে এবং বন্যার ফলে তারা ফসলের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়ে। শুকনো মৌসুম বিশেষতঃ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় খেটে খাওয়া শ্রমজীবিদের জন্য একটি হতাশা কাল। কারণ এই সময়ে মৎস্যজীবীদের জন্য মাছ ধরার সীমিত সুযোগ রয়েছে এবং দরিদ্র কৃষকরা তাদের সঞ্চিত ফসলের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

প্রকল্প এলাকার ও কন্ট্রোল এলাকার যথাক্রমে ৭১.৩ ও ৫৫.৫ শতাংশ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে (সারণি- ৪.৯)।

সারণি-৪.৯: পূর্বের তুলনায় মাসিক আয় বেশী কম (উত্তরদাতাদের মতামত অনুযায়ী)

পূর্বের তুলনায় মাসিক আয়	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. কম	১৫৮	৯.৯	৩৬	১৪.৯
২. বেশী	১১৪১	৭১.৩	১৩৩	৫৫.৫
৩. একই	৩০১	১৮.৮	৭১	২৯.৬
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

প্রকল্প এলাকার ও কন্ট্রোল এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আয় বৃদ্ধির অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি যা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কৃত (সারণি-৪.১০)।

সারণি-৪.১০ : আয় বৃদ্ধির কারণসমূহ

আয় বৃদ্ধির কারণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১. উন্নত যাতায়াত ওযোগাযোগ ব্যবস্থা	৯০৬	৫৬.৬	১১৩	৪৭.৮
২. কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার ও শিল্পায়ন	৭২	৪.৩	১২	৫.০
৩. শিক্ষার প্রসার	১৫১	৮.৮	১৫	৬.৩
৪. নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি	১৭৫	১০.২	৩৮	১৫.৮
৫. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের মূল্য/ উৎপাদন বৃদ্ধি	১৪৭	৮.৬	২০	৮.৩
৬. বাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	২	০.১	০	০.০
৭. বেতন কাঠামো ও মজুরী বৃদ্ধি	৩৯	২.৩	১২	৫.০
৮. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি	৯৪	৫.৫	৩০	১২.৫
৯. প্রযুক্তির উন্নয়ন	১৪	০.৮	০	০.০
সকল উত্তরদাতা	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

৪.১.৮ খাওয়ার পানির উৎস

প্রকল্প এলাকায় খাওয়ার পানি ব্যাবহার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৯৯.০% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৯৯.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, খাওয়ার পানির উৎস হিসাবে তারা হস্তচালিত নলকূপ ব্যাবহার করে থাকেন। উপকারভোগী পরিবারের ৯ জন (১%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, খাওয়ার পানির উৎস হিসাবে তারা পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ/সাপ্লাই ওয়াটার ব্যাবহার করে থাকেন। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকায় সাপ্লাই ওয়াটার ব্যাবহারের বিষয়টি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে, যা প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহের আপেক্ষিক আর্থিক স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত বহন করে। । নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার পরিবারদের খাওয়ার পানির ব্যাবহার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১১ এ দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১১: খাওয়ার পানির উৎস

পানির উৎস	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হস্তচালিত নলকূপ	১৫৮৪	৯৯.০	২৩৯	৯৯.৬
পাইপ দ্বারা পানি সরবরাহ/সাপ্লাই ওয়াটার	৯	০.৬	০	০.০
পুকুর	২	০.১	১	০.৪
অন্যান্য	৫	০.৩	০	০.০
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

৪.১.৯ বসত বাড়ীতে আলোর উৎস

প্রকল্প এলাকায় বসত বাড়ীতে আলোর উৎস ব্যাবহার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৯৬.৯% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৯৮.৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, আলোর উৎস হিসাবে তারা বিদ্যুৎ ব্যাবহার করে থাকেন। উপকারভোগী পরিবারের ৩০ জন (১.৯%) এবং ২০ জন (১.৩%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, আলোর উৎস হিসাবে তারা যথাক্রমে কেরোসিন/হ্যারিকেন বাতি এবং সোলার বিদ্যুৎ ব্যাবহার করে থাকেন। কন্ট্রোল এলাকার পরিবারের মাত্র ২ জন (০.৮%) এবং ১ জন (০.৪%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, আলোর উৎস হিসাবে তারা যথাক্রমে কেরোসিন/হ্যারিকেন বাতি এবং সোলার বিদ্যুৎ ব্যাবহার করে থাকেন। নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার পরিবারদের বসত বাড়ীতে আলোর উৎস ব্যাবহার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১২-এ দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১২: বসত বাড়ীতে আলোর উৎস

আলোর উৎস	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বিদ্যুৎ	১৫৫০	৯৬.৯	২৩৭	৯৮.৮
কেরোসিন/হ্যারিকেন বাতি	৩০	১.৯	২	০.৮
সোলার বিদ্যুৎ	২০	১.৩	১	০.৪
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

৪.১.১০ পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ সুবিধা ব্যাবহার জরীপ

প্রকল্প এলাকায় পয়:নিষ্কাশনের সুযোগ সুবিধা ব্যাবহার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৭৮.৭% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৭০.৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, পয়:নিষ্কাশনের ব্যবহৃত স্থান হিসাবে তারা রিং স্লাব ল্যাট্রিন ব্যাবহার করে থাকেন। সুবিধাভোগী পরিবারের ১৬.৮% এবং ৮.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, পয়:নিষ্কাশনের ব্যবহৃত স্থান হিসাবে তারা যথাক্রমে স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং খোলা জায়গা/ ঝুলন্ত টয়লেট ব্যাবহার করে থাকেন। কন্ট্রোল এলাকার পরিবারের ১৯.৬% এবং ৯.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, পয়:নিষ্কাশনের ব্যবহৃত স্থান হিসাবে তারা যথাক্রমে স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং খোলা জায়গা/ ঝুলন্ত টয়লেট ব্যাবহার করে থাকেন। নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার পরিবারদের পয়:নিষ্কাশনের সুযোগ সুবিধা ব্যাবহার সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১৩ ও চিত্র-৪.৯-এ দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৩: পয়:নিষ্কাশনের সুযোগ সুবিধা ব্যবহৃত স্থান

পয়:নিষ্কাশন	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
খোলা জায়গা	৬৯	৪.৩	৫	২.১
ঝুলন্ত টয়লেট	৬৮	৪.৩	১৮	৭.৫
রিং স্লাব ল্যাট্রিন	১১৯৫	৭৪.৭	১৭০	৭০.৮
স্যানিটারি ল্যাট্রিন (অসংযুক্ত/ রুমের বাইরে)	২৪১	১৫.১	৪২	১৭.৫
স্যানিটারি ল্যাট্রিন (সংযুক্ত/রুমের ভিতর)	২৭	১.৭	৫	২.১
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

চিত্র-৪.৯: পয়:নিষ্কাশনের সুযোগ সুবিধা ব্যবহৃত স্থান

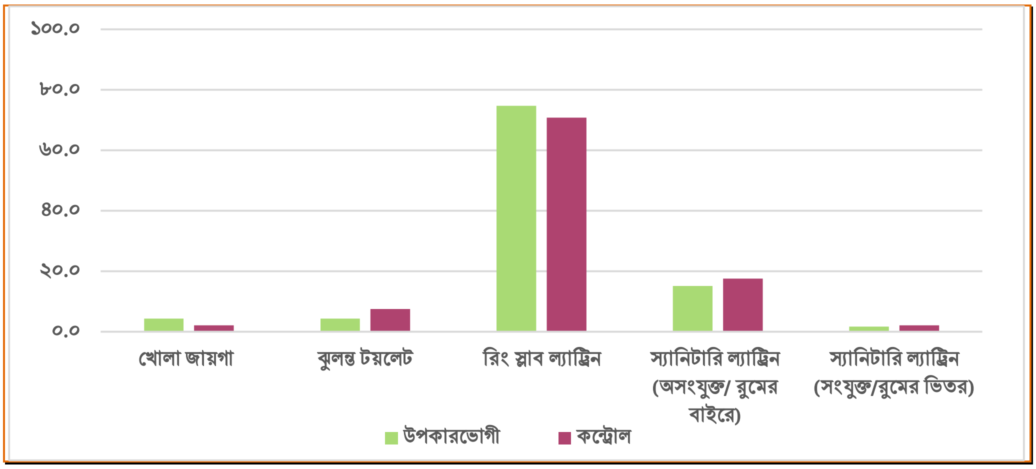

৪.১.১১ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের স্থান জরীপ

সমীক্ষাভূক্ত এলাকায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের স্থান জরীপ বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৫৯.৬% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৫৪.৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য তারা স্থানীয় বাজারে গমন করে থাকেন। সুবিধাভোগী পরিবারের ৩৭.৯% এবং ২.৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য তারা যথাক্রমে নিজ জমি/নিজ বাড়ির আঙ্গিনা এবং আঞ্চলিক/জেলার বাজারে গমন করে থাকেন। কন্ট্রোল এলাকার পরিবারের ৩৮.৫% এবং ৭.০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য তারা যথাক্রমে নিজ জমি/নিজ বাড়ির আঙ্গিনা এবং আঞ্চলিক/জেলার বাজারে গমন করে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকার সাথে কন্ট্রোল এলাকার খুব একটা পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি এখন মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিধায় প্রকল্প এলাকায় এর অবদান/ কার্যকারিতা (impact) দৃশ্যমান নয়। নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার পরিবারদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের স্থান সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১৪ ও চিত্র-৪.১০-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৪: পণ্য বিক্রির স্থান

বিক্রির স্থান	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিজ জমিতে/নিজ বাড়িতে	৪৯১	৩৭.৯	৭২	৩৮.৫
স্থানীয় মার্কেটে	৭৭১	৫৯.৬	১০২	৫৪.৫
আঞ্চলিক/জেলার বাজারে	৩২	২.৫	১৩	৭.০
মোট	**১২৯৪**	**১০০**	**১৮৭**	**১০০**

চিত্র-৪.১০: পণ্য বিক্রির স্থান

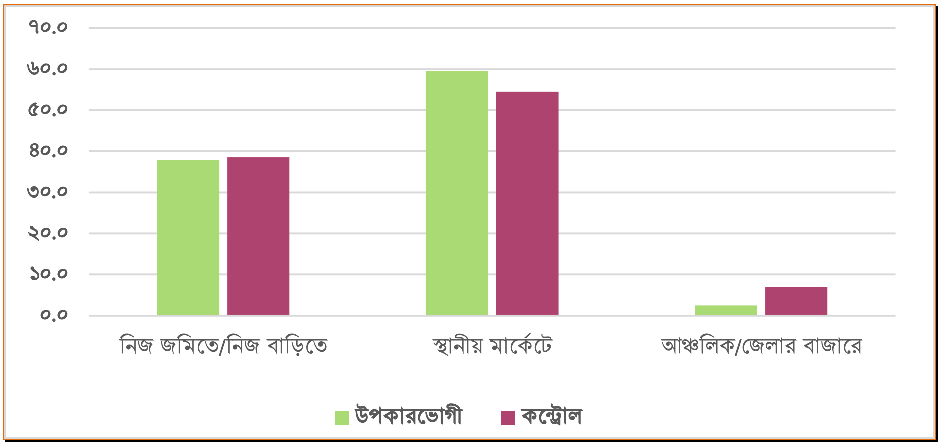

৪.১.১২ কৃষক কার নিকট পণ্য বিক্রয় করে থাকে

প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত পণ্য কৃষক কার নিকট বিক্রয় করে থাকে এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৫৮.৮% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৪৮.৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তারা ফড়িয়া/পাইকারদের নিকট বিক্রয় করে থাকে। সুবিধাভোগী পরিবারের ৩৩.৩% এবং ৭.৩% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তারা যথাক্রমে সরাসরি ভোক্তার নিকট এবং আরতদারদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। কন্ট্রোল এলাকার পরিবারের ৩৬.৪% এবং ১৪.৪% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তারা যথাক্রমে সরাসরি ভোক্তার নিকট এবং আরতদারদের নিকট বিক্রয় করে থাকেন।

উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকার সাথে কন্ট্রোল এলাকার খুব একটা পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি এখন মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিধায় প্রকল্প এলাকায় এর অবদান/ কার্যকারিতা (impact) দৃশ্যমান নয়। নমুনায়িত সুবিধাভোগী কৃষক পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার কৃষক পরিবার তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য কার নিকট বিক্রয় করে থাকে এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১৫ ও চিত্র-৪.১১-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৫: কৃষক পণ্য কার নিকট বিক্রয় করে

কার নিকট বিক্রয় করেন	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ভোক্তার নিকট	৪৩১	৩৩.৩	৬৮	৩৬.৪
ফড়িয়া/পাইকার	৭৬১	৫৮.৮	৯১	৪৮.৭
আরতদার	৯৫	৭.৩	২৭	১৪.৪
অন্যান্য	৭	০.৫	১	০.৫
মোট	**১২৯৪**	**১০০**	**১৮৭**	**১০০**

চিত্র-৪.১১: কৃষক পণ্য কার নিকট বিক্রয় করে

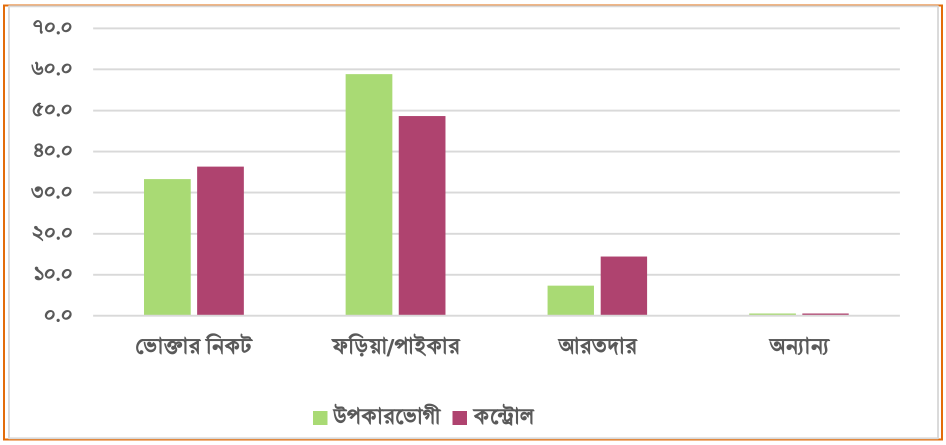

৪.১.১৩ উৎপাদিত পণ্য কেনাবেচায় ব্যবহৃত যানবাহন

সমীক্ষাভূক্ত এলাকায় উৎপাদিত পণ্য কেনাবেচায় কৃষক কি ধরনের যানবাহন ব্যবহার করে থাকে এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৭৮.৮% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৭১.১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তারা রিক্সা/পাওয়ার ভ্যানের মাধ্যমে পরিবহন করে থাকেন। সুবিধাভোগী পরিবারের ১৪.৮% এবং ৪.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তারা যথাক্রমে নৌকা এবং ঠেলাগাড়ীর মাধ্যমে পরিবহন করে থাকেন। কন্ট্রোল এলাকার পরিবারের ২৬.২% এবং ০.৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তারা যথাক্রমে নৌকা এবং ঠেলাগাড়ীর মাধ্যমে পরিবহন করে থাকেন।

নমুনায়িত সুবিধাভোগী কৃষক পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার কৃষক পরিবার তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য কেনাবেচায় কি ধরনের যানবাহন ব্যবহার করে থাকে এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১৬ ও চিত্র-৪.১২-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৬: উৎপাদিত পন্য বেচাকেনায় ব্যবহৃত যানবাহনের ধরণ

যানবাহনের ধরণ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
গরুর গাড়ি	২০	১.৫	১	০.৫
রিক্সা/ভ্যান	৮৫৪	৬৬.০	১২৬	৬৭.৪
পাওয়ার ভ্যান	১৬৫	১২.৮	৭	৩.৭
নৌকা	১৯১	১৪.৮	৪৯	২৬.২
ঠেলাগাড়ী	৫৪	৪.২	১	০.৫
সাইকেল/মটর সাইকেরল	৮	০.৬	৩	১.৬
অন্যান্য	২	০.২	০	০.০
মোট	**১২৯৪**	**১০০**	**১৮৭**	**১০০**

চিত্র-৪.১২: উৎপাদিত পন্য বেচাকেনায় ব্যবহৃত যানবাহনের ধরণ

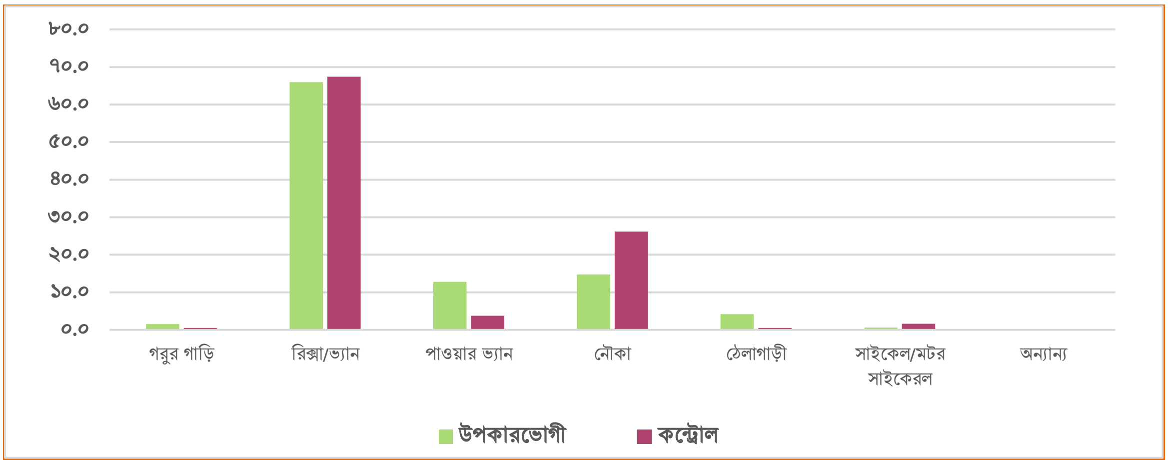

৪.১.১৪ কৃষকগন যে ভাবে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকে

প্রকল্প এলাকায় কৃষকগন কি ভাবে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকে এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৪৬.৬% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৪১.২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকেন। সুবিধাভোগী পরিবারের ১৫.৬% এবং ৩৮.৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা যথাক্রমে দলীয় চাষীদের মাধ্যমে এবং ব্যবসায়ীর ক্রেতা/ পাইকারদের মাধ্যমে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকেন। কন্ট্রোল এলাকার পরিবারের ১৮.৭% এবং ৪০.১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা যথাক্রমে দলীয় চাষীদের মাধ্যমে এবং ব্যবসায়ীর ক্রেতা/ পাইকারদের মাধ্যমে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, প্রকল্প এলাকার সাথে কন্ট্রোল এলাকার খুব একটা পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি এখন মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিধায় প্রকল্প এলাকায় এর অবদান/ কার্যকারিতা (impact) দৃশ্যমান নয়। নমুনায়িত সুবিধাভোগী কৃষক পরিবার ও কন্ট্রোল এলাকার কৃষক পরিবারের বাজারের তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১৭ ও চিত্র-৪.১৩-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৭: কৃষক যে ভাবে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকে

তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
মোবাইল ফোনে	৬০৩	৪৬.৬	৭৭	৪১.২
দলীয় চাষীদের মাধ্যমে	২০২	১৫.৬	৩৫	১৮.৭
ব্যবসায়ীর ক্রেতার মাধ্যমে	২২৮	১৭.৬	৫৬	২৯.৯
নিজে গিয়ে পাইকারের মাধ্যমে	২৪৭	১৯.১	১৯	১০.২
অন্যান্য	১৪	১.১	০	০.০
মোট	**১২৯৪**	**১০০**	**১৮৭**	**১০০**

চিত্র-৪.১৩: কৃষক যে ভাবে বাজারের তথ্য পেয়ে থাকে

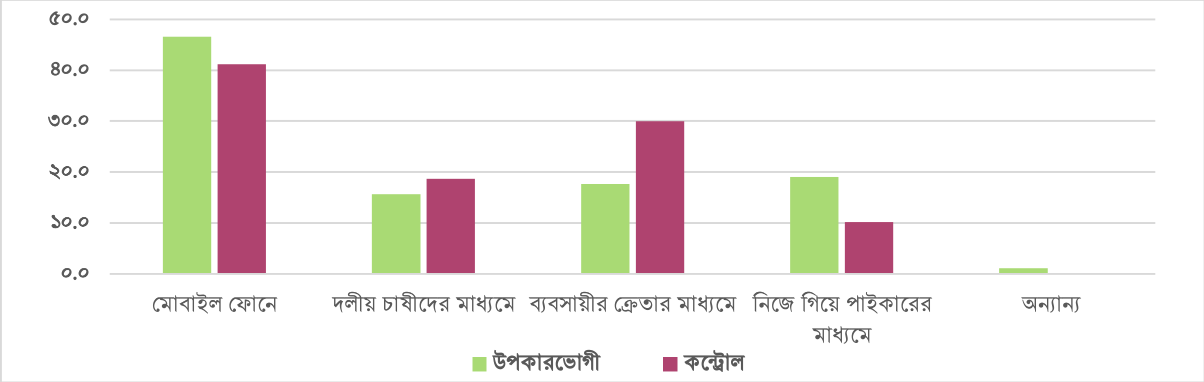

৪.১.১৫ ফসল বাজারজাতকরণে সমস্যাবলী

সমীক্ষাভূক্ত এলাকায় কৃষকগন ফসল বাজারজাতকরণে যে সকল সমস্যাবলী মোকাবেলা করে থাকে তার মধ্যে প্রধান সমস্যাবলী হচ্ছে-বাজার অনেক দূরে, বাজারে কৃষকদের বসার জায়গা নেই, প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ, যানবাহনের সমস্যা, বর্ষায় রাস্তা খারাপ ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.১৮ ও চিত্র-৪.১৪-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৮: ফসল বাজারজাত করণে যে সকল সমস্যার সম্মূখী হোন

সমস্যা সমূহ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বাজার অনেক দূরে	৫৪৪	৪২.০	৮০	৪২.৮
বাজারে কৃষকদের বসার জায়গা নেই	৩৬০	২৭.৮	৪৫	২৪.১
আরতদার/ফরিয়ার নিয়ন্ত্রণ	২৫৪	১৯.৬	১৫	৮.০
প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ	২৪০	১৮.৫	৩১	১৬.৬
যানবাহনের সমস্যা	৫৫৩	৪২.৭	৯৬	৫১.৩
বর্ষায় রাস্তা খারাপ থাকে	৬২৫	৪৮.৩	৯৩	৪৯.৭
শুকনা মৌমুমে যাতায়াত সমস্যা	৩৭৩	২৮.৮	৫১	২৭.৩
সময়মত পাইকার/ক্রেতা না পাওয়া	৩৭৮	২৯.২	৩১	১৬.৬
বাজারের সিন্ডিকেট	২১৯	১৬.৯	৩৩	১৭.৬
অন্যান্য	৩	০.২	০	০.০

*একাধিক মন্তব্য আছে, সেজন্য যোগফল ১০০% এর বেশি দেখা যাচ্ছে।

চিত্র-৪.১৪: ফসল বাজারজাত করণে যে সকল সমস্যার সম্মূখী হোন

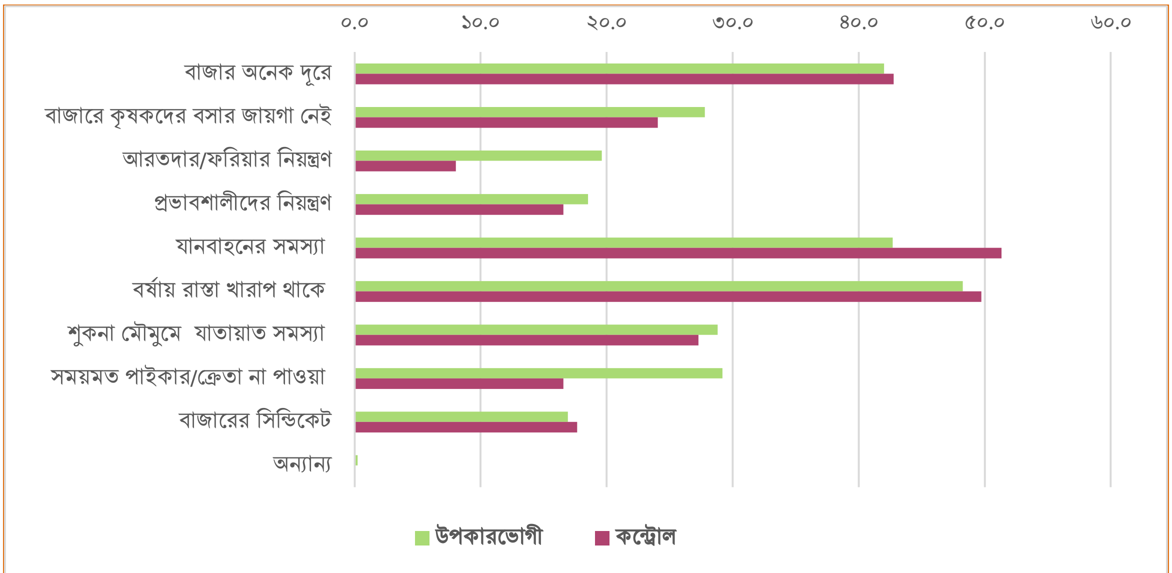

৪.১.১৬ ঋণ গ্রহণ ও ঋণের উৎস

প্রকল্প এলাকায় কৃষকগনের ঋণ গ্রহণ ও ঋণের উৎস সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৪৫.২% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৪৭.১% উত্তরদাতা ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণের উৎস সম্পর্কে তারা জানিয়েছেন যে-এনজিও/ সমবায়/ সিবিও, মহাজন, ব্যাংক ইত্যাদি মাধ্যমে তারা প্রধানতঃ ঋণ গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিয়ে সারণি-৪.১৯ ও সারণি-৪.২০ এবং চিত্র-৪.১৫ ও চিত্র-৪.১৬ -তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.১৯: কৃষকগন কর্তৃক ঋণ গ্রহণ

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৭২৩	৪৫.২	১১৩	৪৭.১
না	৮৭৭	৫৪.৮	১২৭	৫২.৯
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

চিত্র-৪.১৫: কৃষকগন কর্তৃক ঋণ গ্রহণ

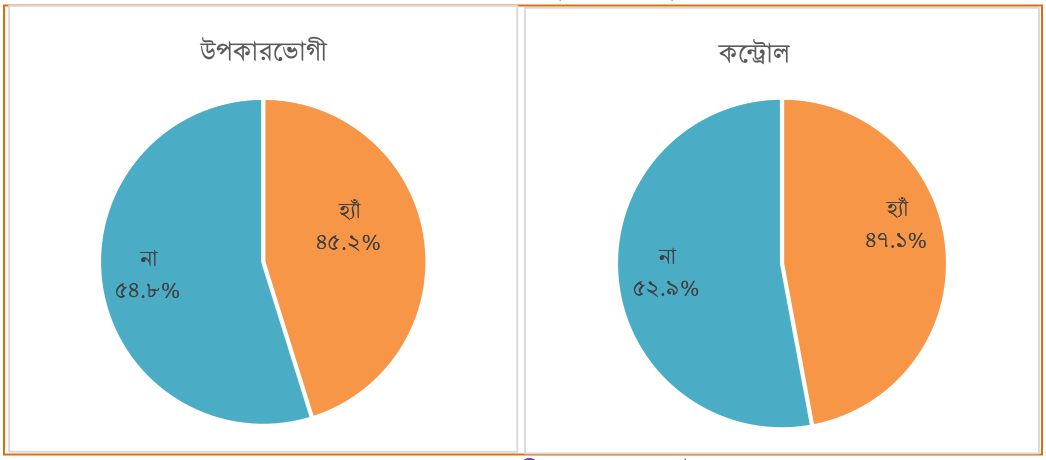

সারণি-৪.২০: ঋণের উৎস

ঋণের উৎস	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
এনজিও/ সমবায়/ সিবিও	৪৫৩	৬২.৭	৭৫	৬৬.৪
ব্যাংক	৫৯	৮.২	৬	৫.৩
বন্ধু/ আত্মীয়	৪৮	৬.৬	১০	৮.৮
দাদন	১১	১.৫	০	০.০
মহাজন	১৪৯	২০.৬	২২	১৯.৫
অন্যান্য	৩	০.৪	০	০.০
মোট	**৭২৩**	**১০০**	**১১৩**	**১০০**

চিত্র-৪.১৬: ঋণের উৎস

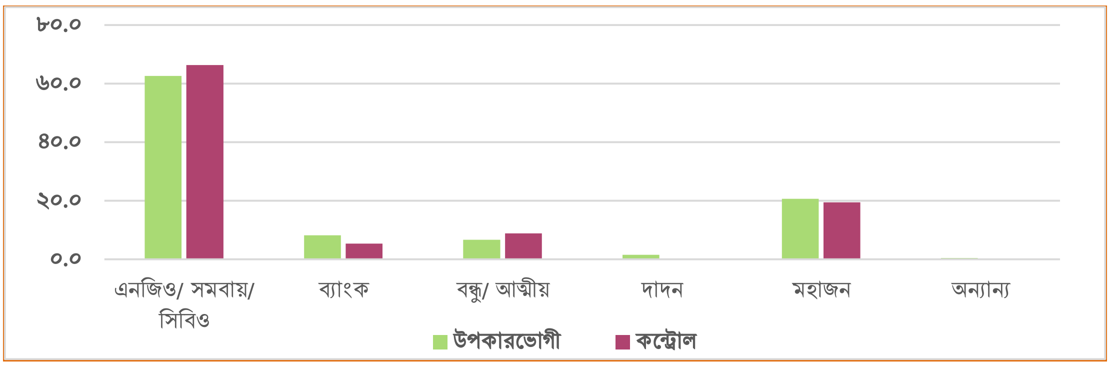

৪.১.১৭ ঋণের টাকা ব্যবহারের খাত এলাকা- উপকারভোগী জরীপ

প্রকল্প এলাকায় কৃষকগন ঋণের টাকা যে সকল খাতে ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে- খাদ্য খাতে, কৃষিতে, ব্যবসায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.২১ এবং চিত্র-৪.১৭ -তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.২১: ঋণ এর টাকা ব্যবহার এর খাত

খাত সমূহ	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ব্যবসায়	১৫৯	২২.৭	৩২	৩১.৪
কৃষিতে	৩৩৬	৪৮.১	৪৮	৪৭.১
জামি ক্রয়ে	৮	১.১	২	২.০
খাদ্যে	৩৪৬	৪৯.৫	৫৩	৫২.০
চিকিৎসায়	১৩৫	১৯.৩	২৩	২২.৫
বিবাহে	২০	২.৯	৩	২.৯
শিক্ষায়	৬৯	৯.৯	১৩	১২.৭
অন্যান্য	৩০	৪.৩	১	১.০

* একাধিক মন্তব্য আছে, সেজন্য যোগফল ১০০% এর বেশি দেখা যাচ্ছে।

চিত্র-৪.১৭: ঋণ এর টাকা ব্যবহার এর খাত

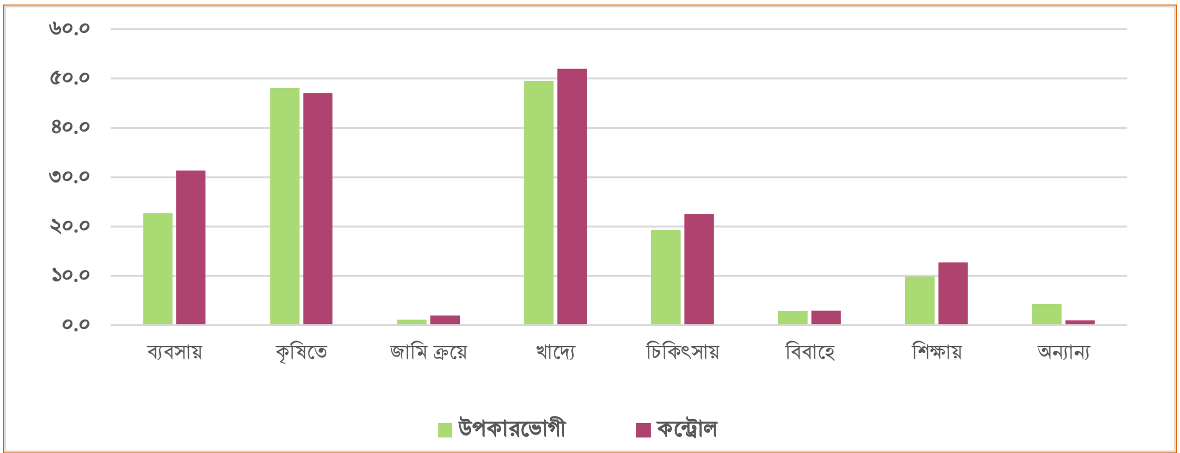

৪.১.১৮ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগী পরিবারের ৬.৪% পুরুষ ও ৮.৫% মহিলা অর্থাৎ মোট ৬.৮% উপকারভোগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.২২ ও চিত্র-৪.১৮-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.২২: প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৮২	৬.৪	২৭	৮.৫	১০৯	৬.৮
না	১১৯৯	৯৩.৬	২৯২	৯১.৫	১৪৯১	৯৩.২
মোট	**১২৮১**	**১০০**	**৩১৯**	**১০০**	**১৬০০**	**১০০**

চিত্র-৪.১৮: প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ

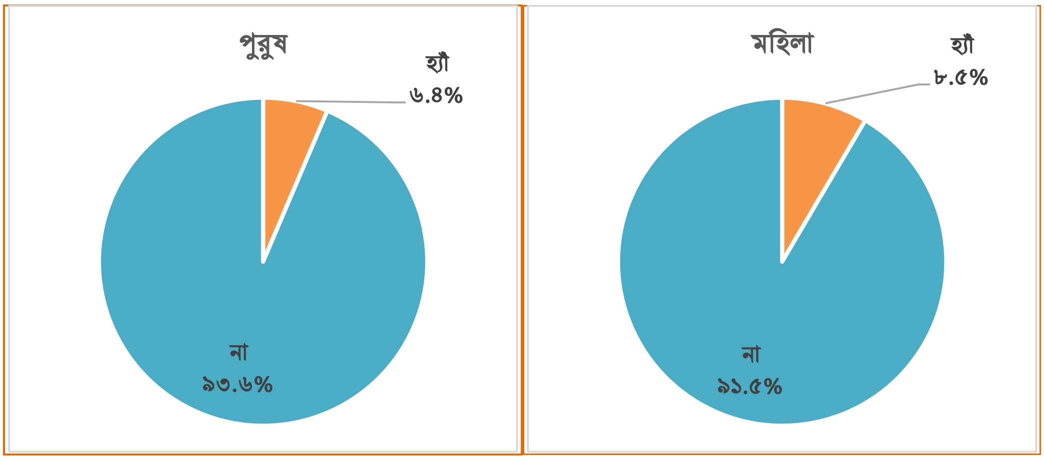

৪.১.১৯ প্রশিক্ষণের ধরণ

সমীক্ষাভূক্ত এলাকায় পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগীগন যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে- জাল পদ্ধতিতে মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, মাছ শুকানো ও প্রক্রিয়া করণ ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.২৩ ও চিত্র-৪.১৯-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.২৩: প্রশিক্ষণের ধরণ (উপকারভোগী)

প্রশিক্ষণের ধরণ	পুরুষ		মহিলা	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
জাল পদ্ধতিতে মাছ চাষ	২০	২৪.৪	৪	১৪.৮
খাঁচায় মাছ চাষ	১৩	১৫.৯	৫	১৮.৫
আঙ্গিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ	১	১.২	০	০.০
দাউদকান্দি মডেল ফিস কালচার	০	০.০	১	৩.৭
ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (বিল ইউজার গ্রুপ)	২১	২৫.৬	৫	১৮.৫
মাছ শুকানো ও প্রক্রিয়া করণ	১৮	২১.৯	৮	২৯.৭
পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার বিনিময়	৯	১১.০	৪	১৪.৮
মোট	৮২	১০০	২৭	১০০

চিত্র-৪.১৯: প্রশিক্ষণের ধরণ (উপকারভোগী)

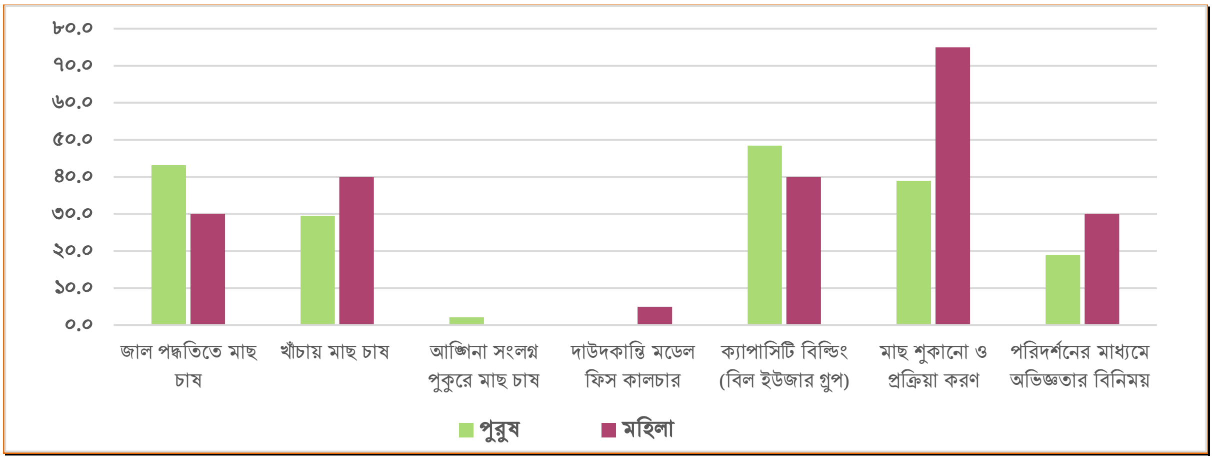

৪.১.২০ প্রশিক্ষণে উপকৃত বিষয়াদি জরীপ

প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের মধ্যে ৭৭.১% মত প্রকাশ করেন যে, তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। আর ২২.৯% মত প্রকাশ করেন যে, তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হন নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.২৩ তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.২৩: প্রশিক্ষণে উপকৃত বিষয়াদি জরীপ

	উপকারভোগী	
	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৮৪	৭৭.১
না	২৫	২২.৯
মোট	**১০৯**	**১০০**

৪.১.২১ প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ আছে কিনা

প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ আছে কিনা এ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নমুনায়িত সুবিধাভোগীগনের ৮৩.৮% উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল এলাকার ৮৬.৭% উত্তরদাতার প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে সারণি-৪.২৪ ও চিত্র-৪.২০-তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৪.২৪: প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ আছে কিনা

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৩৪০	৮৩.৮	২০৮	৮৬.৭
না	২৬০	১৬.৩	৩২	১৩.৩
মোট	**১৬০০**	**১০০**	**২৪০**	**১০০**

চিত্র-৪.২০: প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ আছে কিনা

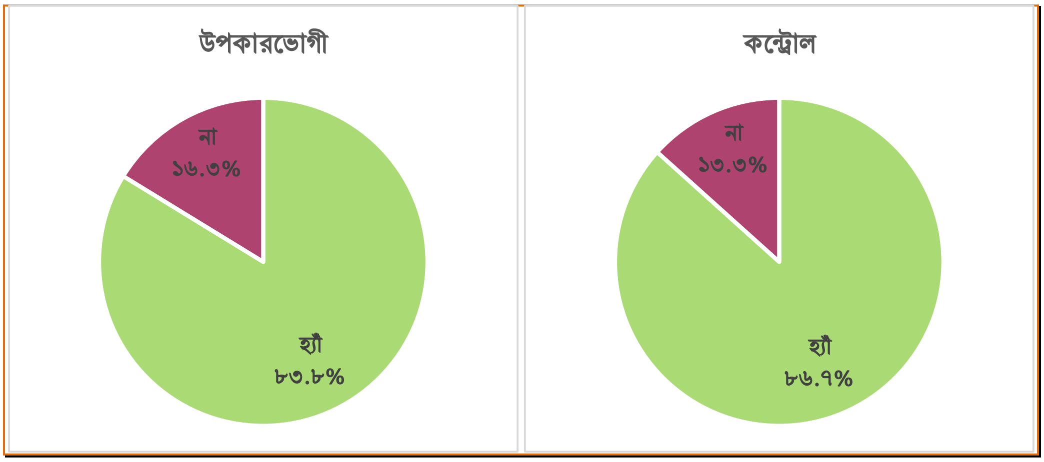

৪.১.২২ নমুনায়িত অঞ্চলে মহিলাদের অবস্থান

হাওর এলাকায় বসবাসকারী মহিলারা অধিক সময়ই সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্বল। চলাচলের রাস্তাগুলি দূর্গম হওয়ায় তা পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকে বেশি প্রভাবিত করে - তাদের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ভ্রমণ করা বা কাদামাটির রাস্তাগুলিতে হাঁটতে অসুবিধা হয়। এর অর্থ তাদের কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কম রয়েছে - যা ফলস্বরূপ সামাজিক বাধাগুলিতে অবদান রাখে। যদিও অনেক মহিলা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রুপের সদস্য হলেও বেশিরভাগ মহিলা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের

স্বামীর উপর নির্ভরশীল থাকেন। বাড়ির আঙ্গিনায় পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বাড়ির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ছোট ছোট উদ্যোগের সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে পরে।

প্রকল্পের ক্ষেত্রে মোট পরিবারের ৪% পর্যন্ত মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবার রয়েছে। সাধারণভাবে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন পরিবারের প্রধানরা হলেন বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত'। মহিলাদের নেতৃত্বাধীন পরিবারের বেশিরভাগ দরিদ্র। এই পরিবারের মহিলারা প্রায়সই সামাজিকভাবে অবহেলিত। কখনও কখনও তারা সরকারের দেওয়া বিভিন্ন কল্যাণ সুবিধা-যেমন ভিজিডি এবং ভিজিএফ কার্ড, বার্ধক্য পেনশন এবং বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়। মোহনগঞ্জ উপজেলার এ জাতীয় একটি পরিবারের প্রধান একজন বিধবা মহিলা বলেছিলেন, "আমি এখন বিধবা ভাতা পেয়েছি তবে তালিকায় নাম লেখার জন্য আমাকে ইউপি সদস্যকে কিছু ঘুষ দিতে হয়েছিল। ঘুষ দেওয়ার জন্য আমার কোনও টাকা না থাকায় আমাকে একটি এনজিও থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল "।

কম বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হাওর অঞ্চলে একটি সাধারণ বিষয়। মেয়েদের বিয়ে পিতামাতার উপর একটি বড় অর্থনৈতিক বোঝা। তাদের নগদ এবং সম্পদ উভয়ই যৌতুক দিতে হয়। মিঠামইনের রিক্সাচালক আলম বলেছেন: "যৌতুক ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেয়া কল্পনাতীত। বিয়ের সময় যদি আমরা সমস্ত দাবিগুলি পূরণ করতে না পারি তবে আমরা পরবর্তী তারিখে তা দেওয়ার শপথ করি। কখনও কখনও আমরা কেবল মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের দাবি পূরণের চেষ্টা করে ঋণ গ্রস্থ হয়ে যাই। ছেলের বিয়েতে চিত্রটি একেবারে বিপরীত। " হাওর অঞ্চলের মহিলারা বিশেষত: ফসল কাটার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে জড়িত - ধান কাটা, শুকানো এবং সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

হাওর অঞ্চলের অনেক মহিলা এনজিও গ্রুপের সদস্য। তারা নিয়মিত সঞ্চয় করে। বেসরকারী সংস্থাগুলি তাদের আয় উপার্জনমূলক ক্রিয়াকলাপ এর জন্য ঋণ প্রদান করে এবং মহিলারা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে। তবে, অনেক মহিলা এই অর্থ নিজেরা বিনিয়োগ করে না, বরং তারা স্বামীর কাছে দেয় বা তা দিতে বাধ্য হন। অস্টগ্রামের আকলিমা জানিয়েছিলেন: "যদিও আমি এনজিওর কাছ থেকে আমার নামে ঋণ পেয়েছি এবং আমি জানি, আমি কিছু লাভ অর্জনের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারি, আমি তা করিনি। আমি আমার স্বামীকে এই টাকা দিয়েছি, কারণ আমি যদি তাকে টাকা না দিতাম তবে সে আমাকে মারধর করতো"। সব মিলিয়ে মহিলারা ঋণের কিস্তি দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হন এমনকি তাদের স্বামীরা যখন এটার জন্য অর্থ দেন না তখনও।

উল্লেখ্য যে, সড়ক যোগাযোগের উন্নতির ফলে মেয়ে শিশুদের জন্য শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্য উভয় সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে। তবে এ ছাড়াও দারিদ্র্য ও লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে নারীদের জন্য আয়-সম্ভাবনা বিকাশে নির্দিষ্ট মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। উপার্জনশীল মহিলাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। তবে এতে সম্ভবত: শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়ের ও আয়ের অনুপাতও বৃদ্ধি পাবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, মহিলাদের নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া দরকার, বিশেষত: এই মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রদান এবং তাদের একটি তহবিল তৈরি করতে সক্ষম করা, যা পরবর্তীকালে আয় উপার্জনমূলক ক্রিয়াকলাপগুলিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

৪.১.২৩ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

গত ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা কমপ্লেক্সে "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)" এর নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ওপর মাঠ পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় কর্মশালায় আইএমইডি হতে প্রতিনিধিত্ব করেন আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম। আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর পরিচালক জনাব খলিল আহমেদ এর উক্ত মতবিনিময় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে তার অবর্তমানে উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রায়হান সিদ্দিক, উপ প্রকল্প পরিচালক; জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, প্রকল্প পরামর্শক; জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা; জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলজিইডি, নেত্রকোনা। উক্ত কর্মশালার স্থির চিত্র দেওয়া হল।

নিবিড় পরিবীক্ষণ বিষয়ক মাঠ পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা ১৫ মার্চ, ২০২০; মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

উক্ত অনুষ্ঠানে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা মৎস্যসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা কৃষি অফিসার এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের পরামর্শকগণ সহ স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সুফলভোগীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রথমে সকলের পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন করে সভাপতি মহোদয় কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। "এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিঃ (EADS)" এর টিম লিডার জনাব মোল্লা আজিজুল হক এর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এলজিইডি এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্পের অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন, সময়সীমা, সমস্যা, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জীবনমানের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন। এরপর বিভিন্ন পেশার সুবিধাভোগী, জেলা/ উপজেলা বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগণ, এলজিইডি এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ মতামত প্রদান করেন। সমীক্ষাটির আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ জনাব সৈয়দ খায়রুল ইসলাম ও EADS এর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ হেদায়েত হোসেন মত বিনিময় কার্যক্রমে অংশ নেন । উক্ত কর্মশালার আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সমূহ নিম্নে দেখা যেতে পারে:-

৪.১.২৪ মতামত/ সুপারিশ

১) আগে শুধু কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল হলেও বর্তমানে প্রকল্পে শ্রমিক/ দিনমজুরের কাজ করা যায়। প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে এলাকার মানুষের শ্রমিক/ দিনমজুর হিসাবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

২) গ্রামের নারীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অধিক আয়ের সংস্থান করা হয়েছে, যা কিনা নারীদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করে।

৩) এসব আয় থেকে অন্যান্য আয়মূলক কাজে বিনিয়োগ করে লাভবানের সুযোগ রয়েছে।

৪) "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)" এর আওতায় কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়ন সমূহ বিইউজি (BUG) এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৫) কমিউনিটি অবকাঠামোর মধ্যে খাল ও বিল খনন বিলের আকার অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে বিল ইউজার গ্রুপ গঠন করে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে খাল ও বিল খনন সম্পন্ন করা হয়;

৬) খাল ও বিল খননের ক্ষেত্রে ৬ হতে ৮ ফুট গভীর করে খনন করা হয়;

৭) হাওরে মাছের কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। এলাকার মানুষ মৎস্য উৎপাদনে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাহিরে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। তারা মাছের পোনা উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পেরেছে;

৮) প্রকল্পের আওতাধীন বাজার সমূহ উন্নয়নের পর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার কথা। তবে উক্ত কমিটির কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়;

৯) হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যাস্ত দায় দায়িত্ব-যথা হাট বাজার ইজারা ভুক্ত করা, টোল চার্ট টাংগানো, বাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। তবে বাজার গুলোতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় নি;

১০) সরকারের রাজস্ব আয়ের একটা অংশ হাট বাজার থেকে আসে তবে নমুনায়িত বাজারগুলি সরকারের হাট বাজারর তালিকাভুক্ত না হওয়ায় সরকার প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১১) হাট বাজার উন্নয়নের ফলে গ্রামের নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আয়ের সংস্থান হয়েছে, যা কিনা জাতীয় অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে;

১২) নির্মাণ কাজে প্রশিক্ষণ আরো উন্নত ও বেশী করে দেয়া যেতে পারে যাতে করে তারা পরবর্তীতে সুদক্ষ শ্রমিক ও সুদক্ষ মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতে পারে;

১৩) দৈনিক মজুরির পরিমাণ বর্তমান বাজার দরের তুলনায় অনেক কম। তাই মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে;

১৪) উক্ত উন্নত প্রশিক্ষণ ও মজুরি বৃদ্ধি করা হলে হাওর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির এক দিকে আয় বৃদ্ধি পাবে অন্য দিকে তাদের জীবনমান উন্নত হবে;

১৫) আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান যা হাওর অঞ্চলের বেকার নারী ও পুরুষদের বেকারত্ব হ্রাসে সাহায্য করবে;

১৬) কারিগরী প্রশিক্ষণের পরে যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৭) আধুনিক ব্যবসায়িক মডেল তৈরী করে উপকারভোগীদের সংগে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে;

১৮) হাট বাজার উন্নয়নে পূর্বে বাজার ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উক্ত বাজার পরিকলপনা মোতাবেক বাজার উন্নয়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে;

১৯) বাজারের আভ্যন্তরীন উন্নয়ন পরিকল্পিতহওয়া প্রয়োজন যাতে করে পরবর্তিতে-ড্রেনেজ, আভ্যন্তরীন রাস্তা, ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিবহন, রক্ষনাবেক্ষন ও সমন্বয়ে কোন সমস্যা না হয়;

২০) হাট বাজার উন্নয়নে পর উক্ত উন্নয়ন আরও টেকসই করার জন্য সংশ্লিষ্ট হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ব্যবহারকারীদের হাট বাজার নীতিমালার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

৪.২ ট্রাফিক গণনা ও সড়ক ব্যবহারকারী জরিপ

ট্র্যাফিক ভলিউম গণনা জরিপটি পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নপত্র/ চেকলিষ্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যা নমুনায়িত রাস্তায় চলাচলকৃত সকল যানবাহনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ট্র্যাফিকের পরিমাণ এবং যানবাহন চলাচল হ'ল যাত্রী ও পণ্য চলাচলে রাস্তাটি কত ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ তার ইঙ্গিত বহন করে। জরিপটি সাধারণভাবে ১ দিন হাট দিবসে ও হাট দিবস ব্যাতিত অন্য ১ দিন অর্থাৎ মোট ২ দিন পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ সকাল ৬.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত চলাচলকারী যানবাহনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দুই দিনের গড় থেকে দৈনিক ট্রাফিক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উন্নিত/ নির্মিত ১০% উপজেলা রোড, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তা সমূহ এই জরিপের আওতায় বিবেচনা করা হয়েছে। সমীক্ষায় ট্র্যাফিক গণনা, রাস্তার পাশের স্থাপনা এবং ভ্রমণের সময় বিবেচনা করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যাদির গড় ট্র্যাফিক ভলিউম বেসলাইন সার্ভের ট্র্যাফিক ভলিউমের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.২.১ উপজেলা সড়ক

প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় উপজেলা সড়ক উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা ১২০ কি.মি. নির্ধারিত আছে। এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যে এ পর্যন্ত ৬৮ কি.মি. পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। নমুনায়িত আকার অনুযায়ী উক্ত অগ্রগতির ১০% অর্থাৎ ৭ কি.মি.সড়কের ওপর ট্রাফিক গণনা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণি ৪.২৫: উপজেলা সড়ক

যানবাহনের ধরণ	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত অন্য ১ দিন
যান্ত্রিক		
১. বাস/পিক-আপ/ মিনিবাস	২০	২৫
২. ট্রাক	৪৫	৫৫
৩. কার/ জিপ/ ট্যাক্সি	৩৭	৪২
৪. সিএনজি/ অটো-রিক্সা	৭০	২৮
৫. নসিমন/ করিমন	৬	৩
৬. ইজিবাইক	১৪	১০
৭. ইঞ্জিন-রিক্সা/ইঞ্জিন ভ্যান	২৮	৭
উপ-মোট	**২২০**	**১৭০**
অযান্ত্রিক		
৮. রিকশা / ভ্যান	৩১	১০
৯. বাই-সাইকেল	৩৫	১১
১০. গরু/ মহিষের গাড়ী	-	
১১. ঠেলাগাড়ী	২৭	২৯
১২. রিক্সা ভ্যান	৪২	৬০
উপ-মোট	**১৩৫**	**১১০**
মোট	**৩৫৫**	**২৮০**

উপরের সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, হাট দিবসে ২২০টি যান্ত্রিক ও ১৩৫টি অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে। এছাড়াও হাট দিবস ব্যাতিত ১৭০টি যান্ত্রিক ও ১১০টি অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে।

সারণি ৪.২৬: বেসলাইন সার্ভে ডাটা

সময়	যান্ত্রিক			অযান্ত্রিক		
	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত	মোট	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত	মোট
বেসলাইন সার্ভে	৫৫	৫৪	১০৯	২৪	২১	৪৫

ট্রাফিক ভলিউম গণনা জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সড়ক উন্নয়নের পূর্বের ট্রাফিক ভলিউম এবং সড়ক উন্নয়নের পরের ট্রাফিক ভলিউম বৃদ্ধির পরিমাণগত তুলনা নির্ণয় করা। প্রকল্পের বেস লাইন জরিপ হতে প্রাপ্ত ট্রাফিক সংখ্যার সাথে বর্তমাণ ট্রাফিক গণনা জরিপের তুলনা করা হয়েছে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অবকামো উন্নয়নের ফলে পূর্বের তুলনায় উপজেলা সড়কে ট্রাফিক ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২.২ ইউনিয়ন সড়ক

প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় ইউনিয়ন রোড উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা ৯৮ কি.মি. নির্ধারিত আছে। এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যে ৮০ কি.মি. পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। নমুনায়িত আকার অনুযায়ী উক্ত অগ্রগতির ১০% অর্থাৎ ৮ কি.মি.সড়কের ওপর ট্রাফিক গণনা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণি ৪.২৭: ইউনিয়ন সড়ক

যানবাহনের ধরণ	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত অন্য ১ দিন
যান্ত্রিক		
১. বাস/পিক-আপ/ মিনিবাস	২০	২৩
২. ট্রাক	৩৫	৫০
৩. কার/ জিপ/ ট্যাক্সি	২৫	৪১
৪. সিএনজি/ অটো-রিক্সা	১০৪	৮২
৫. নসিমন/ করিমন	৬	৩
৬. ইজিবাইক	২৯	২০
৭. ইঞ্জিন-রিক্সা/ইঞ্জিন ভ্যান	৬১	১১
উপ-মোট	**২৮০**	**২৩০**
অযান্ত্রিক		
৮. রিকশা	৩১	৩৪
৯. বাই-সাইকেল	৫২	৪০
১০. গরু/ মহিষের গাড়ী	-	
১১. ঠেলাগাড়ী	৫৫	৩৮
১২. রিক্সা ভ্যান	৬৭	৭৩
উপ-মোট	**২০৫**	**১৮৫**
মোট	**৪৮৫**	**৪১৫**

উপরের সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, হাট দিবসে ২৮০টি যান্ত্রিক ও ২০৫টি অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে। এছাড়াও হাট দিবস ব্যাতিত ২৩০টি যান্ত্রিক ও ১৮৫টি অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে।

সারণি ৪.২৮: বেসলাইন সার্ভে ডাটা

সময়	যান্ত্রিক			অযান্ত্রিক		
	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত	মোট	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত	মোট
বেসলাইন সার্ভে	৫৫	৫৪	১০৯	২৪	২১	৪৫

ট্রাফিক ভলিউম গণনা জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সড়ক উন্নয়নের পূর্বের ট্রাফিক ভলিউম এবং সড়ক উন্নয়নের পরের ট্রাফিক ভলিউম বৃদ্ধির পরিমাণগত তুলনা নির্ণয় করা। প্রকল্পের বেস লাইন জরিপ হতে প্রাপ্ত ট্রাফিক সংখ্যার সাথে বর্তমাণ ট্রাফিক গণনা জরিপের তুলনা করা হয়েছে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অবকামো উন্নয়নের ফলে পূর্বের তুলনায় ইউনিয়ন রোডে ট্রাফিক ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২.৩ গ্রামীণ রাস্তা

প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮ কি.মি. নির্ধারিত আছে। এপ্রিল ২০২০ অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যে এ পর্যন্ত ১৩২ কি.মি. পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। নমুনায়িত আকার অনুযায়ী উক্ত অগ্রগতির ১০% অর্থাৎ ১৩ কি.মি.সড়কের ওপর ট্রাফিক গণনা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণি ৪.২৯: গ্রামীণ রাস্তা

যানবাহনের ধরণ	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত অন্য ১ দিন
যান্ত্রিক		
১. বাস/পিক-আপ/ মিনিবাস	১৭	১০
২. ট্রাক	২০	৪৫
৩. কার/ জিপ/ ট্যাক্সি	২৫	৪১
৪. সিএনজি/ অটো-রিক্সা	৮২	৩২
৫. নসিমন/ করিমন	১১	১০
৬. ইজিবাইক	১৯	২০
৭. ইঞ্জিন-রিক্সা/ইঞ্জিন ভ্যান	৭১	৪০
উপ-মোট	**২৪৫**	**১৯৮**
অযান্ত্রিক		
৮. রিকশা / ভ্যান	২৭	৩৪
৯. বাই-সাইকেল	৩৩	২৪
১০. গরু/ মহিষের গাড়ী	-	
১১. ঠেলাগাড়ী	৪১	৩৮
১২. রিক্সা ভ্যান	২৯	৬৯
উপ-মোট	**১৩০**	**১৬৫**
মোট	**৩৭৫**	**৩৬৩**

উপরের সারণি হতে প্রতীয়মান হয় যে, হাট দিবসে ২৪৫টি যান্ত্রিক ও ১৩০টি অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে। এছাড়াও হাট দিবস ব্যাতিত ১৯৮টি যান্ত্রিক ও ১৬৫টি অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল করেছে।

সারণি ৪.৩০: বেসলাইন সার্ভে ডাটা

সময়	যান্ত্রিক			অযান্ত্রিক		
	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত	মোট	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতিত	মোট
বেসলাইন সার্ভে	৫৫	৫৪	১০৯	২৪	২১	৪৫

ট্রাফিক ভলিউম গণনা জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সড়ক উন্নয়নের পূর্বের ট্রাফিক ভলিউম এবং সড়ক উন্নয়নের পরের ট্রাফিক ভলিউম বৃদ্ধির পরিমাণগত তুলনা নির্ণয় করা। প্রকল্পের বেস লাইন জরিপ হতে প্রাপ্ত ট্রাফিক সংখ্যার সাথে বর্তমাণ ট্রাফিক গণনা জরিপের তুলনা করা হয়েছে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অবকামো উন্নয়নের ফলে পূর্বের তুলনায় গ্রামীণ রাস্তায় ট্রাফিক ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২.৪ সড়ক ব্যবহারকারী জরিপ

একইভাবে সড়ক ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের গণনা জরিপ করা হয়েছে। সকাল ৬.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত চলাচলকারী যানবাহনের ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দুই দিনের গড় থেকে দৈনিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উন্নিত/ নির্মিত ১০% উপজেলা রোড, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তা ও কালভার্ট সমূহ ব্যবহারকারী সুফলভোগীদের এই জরিপের আওতায় বিবেচনা করা হয়েছে। দুই ধরনের সড়ক ব্যবহারকারীর উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে-যথা পণ্য সহ ব্যবহারকারী এবং পণ্য ব্যাতীত ব্যবহারকারী। সংগৃহিত তথ্যাদির ভিত্তিতে গড় ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে:-

সারণি ৪.৩১: নমুনায়িত উপজেলা সড়ক ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা

ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর	পর্যবেক্ষণ		বেসলাইন সার্ভে	
	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতীত	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতীত
পণ্য সহ (জন)	১৪৩	৮৫	১৪	৭
পণ্য ব্যাতীত (জন)	১৪৭৯	১১২৫	৭১১	৭০০

সড়ক ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের গণনা জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সড়ক উন্নয়নের পূর্বের ব্যবহারকারী /সুফলভোগী এবং সড়ক উন্নয়নের পরের ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের পরিমাণগত তুলনা নির্ণয় করা। প্রকল্পের বেস লাইন জরিপ হতে প্রাপ্ত ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যার সাথে বর্তমাণ ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর জরিপের তুলনা করা হয়েছে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অবকামো উন্নয়নের ফলে পূর্বের তুলনায় উপজেলা সড়কে ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.৩২: নমুনায়িত ইউনিয়ন সড়ক ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা

ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর	পর্যবেক্ষণ		বেসলাইন সার্ভে	
	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতীত	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতীত
পণ্য সহ (জন)	১৩৮	৮২	১৪	৭
পণ্য ব্যাতীত (জন)	১৩৯৭	১২৯০	৭১১	৭০০

সড়ক ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের গণনা জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সড়ক উন্নয়নের পূর্বের ব্যবহারকারী /সুফলভোগী এবং সড়ক উন্নয়নের পরের ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের পরিমাণগত তুলনা নির্ণয় করা। প্রকল্পের বেস লাইন জরিপ হতে প্রাপ্ত ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যার সাথে বর্তমাণ ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর জরিপের তুলনা করা হয়েছে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অবকামো উন্নয়নের ফলে পূর্বের তুলনায় ইউনিয়ন সড়কে ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.৩৩: নমুনায়িত গ্রামীণ রাস্তা ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা

ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর	পর্যবেক্ষণ		বেসলাইন সার্ভে	
	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতীত	হাট দিবস	হাট দিবস ব্যাতীত
পণ্য সহ (জন)	১৩৯	৭৪	১৪	৭
পণ্য ব্যাতীত (জন)	১৪৬৭	১১৫৮	৭১১	৭০০

সড়ক ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের গণনা জরিপ পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সড়ক উন্নয়নের পূর্বের ব্যবহারকারী /সুফলভোগী এবং সড়ক উন্নয়নের পরের ব্যবহারকারী /সুফলভোগীদের পরিমাণগত তুলনা নির্ণয় করা। প্রকল্পের বেস লাইন জরিপ হতে প্রাপ্ত ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যার সাথে বর্তমাণ ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর জরিপের তুলনা করা হয়েছে। প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের ভৌত অবকামো উন্নয়নের ফলে পূর্বের তুলনায় গ্রামীণ রাস্তা ব্যবহারকারী /সুফলভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২.৫ পরিবহন ব্যবহার ও পরিবহন ব্যয়ের হ্রাস /বৃদ্ধি

সড়ক উন্নয়নের পূর্বে ও সড়ক উন্নয়নের পরের পরিবহন ব্যয়ের হ্রাস এবং বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখা যেতে পারে:-

সারণি ৪.৩৪: সড়ক উন্নয়নের ফলে পরিবহন ব্যয় হ্রাস /বৃদ্ধি

	সড়ক উন্নয়নের পূর্বে কত % যাত্রী ব্যবহার করতো	সড়ক উন্নয়নের পরে /বর্তমানে কত % যাত্রী ব্যবহার করে	পূর্বে ভাড়া (টাকা)	বর্তমানে ভাড়া (টাকা)
বাস	০.০০	০.০০	-	-
ট্রাক	১.৭১%	৫.২২%	১১১০.০০	১৪০০.০০
নসিমন	১৬.০৫%	১৭.১৯%	৯৯.০০	১৩৫.০০

বেবি/সিএনজি	৩৪.৭৪%	৪৯.৫২%	২০.০০	২৬.০০
ভ্যান/রিক্সা	৪৭.৫০%	৩৮.০৭%	২০.০০	২৭.০০
	১০০%	**১০০%**		

প্রতীয়মান হয় যে, সড়ক উন্নয়নের ফলে পরিবহনের ব্যবহার ও পরিবহন ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২.৬ অন্যান্য জরিপ

প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত অবকাঠামো সমূহ বাস্তব জরীপের আওতায় নেয়া হয়েছে-

ক) নমুনায়িত প্রতিটি উপজেলা হতে ২টি করে উপজেলা/ ইউনিয়ন/ গ্রাম সড়ক/ রাস্তা অর্থাৎ মোট ৩০ টি সড়ক/ রাস্তা;

খ) বাছাইকৃত সড়ক/ রাস্তার ২৫ টি ব্রীজ/কালভার্ট;

গ) বাছাইকৃত ৪ টি গ্রামীণ বাজার/গ্রোথ সেন্টার;

ঘ) বাছাইকৃত ৭টি বিল;

ঙ) বাছাইকৃত ৭টি ঘাট;

৪.২.৭ প্রকল্প পরিদর্শন

১) রামভদ্রপুর এফআরবি ভায়া নয়াহাটি বাজার রোড চেইন (১৭৯০-৩৫২০) উন্নয়ন উপ-প্রকল্প, উপজেলাঃ বারহাট্টা জেলাঃ নেত্রকোনা, রোড আইডি-৩৭২০৯৪০১৫ (প্যাকেজ নং: HFMLIP/ Netra/২০১৫-১৬/W-২৭) নন-সাবমার্জিবল(বিসি), চুক্তি মূল্যঃ ১১৪.০৪ লক্ষ টাকা, চুক্তি স্বাক্ষর তারিখঃ ১১-০২-২০১৬, কার্য সম্পাদনের তারিখঃ ২৪-০৪-২০১৭ ও

২) রামভদ্রপুর এফআরবি ভায়া নয়াহাটি বাজার রোড চেইন (৩৫২০-৫৪০০) উন্নয়ন উপ-প্রকল্প, উপজেলাঃ বারহাট্টা জেলাঃ নেত্রকোনা, রোড আইডি-৩৭২০৯৪০১৫ (প্যাকেজ নং: HFMLIP/ Netra/২০১৫-১৬/W-২৮) নন-সাবমার্জিবল (বিসি), চুক্তি মূল্যঃ ১৩৯.১৯ লক্ষ টাকা, চুক্তি স্বাক্ষর তারিখঃ ১১-০২-২০১৬, কার্য সম্পাদনের তারিখঃ ২৪-০৪-২০১৭।

উপস্থিত ব্যাক্তিবর্গঃ জনাব মোল্লা আজিজুল হক, টিম লিডার, EADS, জনাব রায়হান সিদ্দিক, উপ প্রকল্প পরিচালক; জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, প্রকল্প পরামর্শক; জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা; জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলজিইডি, নেত্রকোনা এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের পরামর্শকগণ ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার।

রামভদ্রপুর এফআরবি ভায়া নয়াহাটি বাজার রোড চেইন (৩৫২০-৫৪০০) উন্নয়ন প্রকল্প, উপজেলাঃ বারহাট্টা, জেলাঃ নেত্রকোনা, রোড আইডি-৩৭২০৯৪০১৫ (প্যাকেজ নং: HFMLIP/ Netra/২০১৫-১৬/W-২৮)

পর্যবেক্ষণঃ

- রাস্তাটি তিন বৎসর পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে;
- রাস্তাটির উপরিভাগের অবস্থা সন্তোষজনক:
- অল্প অল্প সূক্ষ্ম ফাটল পাওয়া যায়;
- অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করা প্রয়োজন।

পরামর্শঃ

রাস্তাটি পর্যায় ভিত্তিক রক্ষনাবেক্ষনের আওতায় আনা উচিৎ। কারন এলজিইডি চার বৎসর পর পর ঘুর্নায়মান রক্ষনাবেক্ষন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাস্তা সমূহ ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।

৩) ফকিরের বাজার সিধলী জিসি ভায়া রায়পুর ইউপি অফিস চেইন (২৮৪০মিঃ-৫৩৪০মিঃ), বিসি ইউনিয়ন রোড এবং ২৮মিঃ দৈর্ঘ্য (পিএসসি) গার্ডার ব্রীজ উন্নয়ন চেইন-৫৩৪০মিঃ উপ-প্রকল্প, উপজেলাঃ বারহাট্টা জেলাঃ নেত্রকোনা, আইডি-৩৭২০৯৩০০৭ (প্যাকেজ নং: HFMLIP/ Netra/১৮-১৯/W-২৬৮)।

উপস্থিত ব্যাক্তিবর্গঃ জনাব মোল্লা আজিজুল হক, টিম লিডার, EADS, জনাব রায়হান সিদ্দিক, উপ প্রকল্প পরিচালক; জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, প্রকল্প পরামর্শক; জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা; জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলজিইডি, নেত্রকোনা এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের পরামর্শকগণ ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার।

ফকিরের বাজার সিধলী জিসি ভায়া রায়পুর ইউপি অফিস চেইন (২৮৪০মিঃ-৫৩৪০মিঃ), বিসি ইউনিয়ন রোড এবং ২৮মিঃ দৈর্ঘ্য (পিএসসি) গার্ডার ব্রীজ উন্নয়ন চেইন-৫৩৪০মিঃ উপ-প্রকল্প, উপজেলাঃ বারহাট্টা জেলাঃ নেত্রকোনা, আইডি-৩৭২০৯৩০০৭ (প্যাকেজ নং:: HFMLIP/ Netra/১৮-১৯/W-২৬৮)।

Statement of Test Results of Performed for 28.00 Meter Bridges

Materials Description	Test Results as per specification	Test Results in Lab	Remarks
FM of Sand	2.5 Minimum	2.57, 7.56, 2.55	Satisfy the required specification
Gradation of Stone chip	-	Acceptable	-
LAA of Stone chips	30% Maximum	27.36%, 27.12%, 26.76%	Satisfy the required specification
Water Absorption of stone chips	-	0.58, 0.56, 0.56	-
Normal consistency of Cement	-	24.5%	OPC
Initial & Final Setting time of cement	Initial – Less than 45 minutes. Final- More than 480 minutes.	Initial: 93 & 94 minutes. Final : 255 & 255 minutes.	OPC

Materials Description	Test Results as per specification	Test Results in Lab	Remarks
Compressive strength of Cement	3 days -1800 PSI 7days -2800 PSI	3 days: 2514, 2707 PSI, 7 days: 3577, 3384 PSI,	OPC
Concrete Cylinder of Pile	3600 PSI (25Mn/m^2)	3995, 3906, 3787, 3876, 3816 PSI	Satisfy the required specification
Concrete Cylinder of Abutment cap	4350 PSI (30Mn/m^2)	4770 PSI	do
Concrete Cylinder of wing wall	4350 PSI (30Mn/m^2)	4591 PSI	do
Concrete Cylinder of base	4350 PSI (30Mn/m^2)	4771, 4741 PSI	do
Deformed M.S Bars (Rod)	Actual bar dia-20,16,12,10mm	21.1 , 16.2, 12.2, 10.1 mm	do (Result Attached)
Av. Yield Strength	420, (60,000 PSI)	445, 442, 457, 453	do

পর্যবেক্ষণঃ

- সাব ষ্টাকচার শেষ হয়েছে;
- ব্রীজের এপ্রোচ চলমান আছে কিন্তু কম্পেকশান হয়নি;
- নির্মাণ সামগ্রীর গুণমান গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিয়মান হয়েছে (রড, স্টোন চিপস, গ্রেডিয়শন এবং সিলেট বালি);
- কাজের মান সন্তোষজনক বলা যায়।

পরামর্শঃ

- সকল প্রকার মালামালের ল্যাব টেষ্ট সম্পূর্ন করে অতি সত্বর সুপার ষ্টাকচারের কাজ শুরু করা উচিৎ;
- ব্রীজের এপ্রোজ রোডের কম্পেকশন স্পেসিফিকেশন অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে;

৩) আরসিসি গাডার ব্রীজ-৫৪মিঃ, সিধলী পাবই (নকতীপাড়া) শ্যমপুর বাজার (রোড আইডি-৩৭২৪০৫১১২) হতে চেইনঃ ০+০০০ টু ১+১৩৭মিঃ (বিসি গ্রাম রোড এবং ৫৪মিঃ পিসি গাডার ব্রীজ চেইনঃ১+০৫৩) উপ-প্রকল্প, উপজেলাঃ কলমাকান্দা, জেলাঃ নেত্রকোনা, (প্যাকেজ নং: HFMLIP/ Netra/১৮-১৯/W-২৯০)।

উপস্থিত ব্যাক্তিবর্গঃ জনাব মোল্লা আজিজুল হক, টিম লিডার, EADS, জনাব রায়হান সিদ্দিক, উপ প্রকল্প পরিচালক; জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, প্রকল্প পরামর্শক; জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা; জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলজিইডি, নেত্রকোনা, উপ-সহকারি প্রকৌশলী এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের পরামর্শকগণ ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার।

সিধলী পাবই (নকতীপাড়া) শ্যমপুর বাজার (রোড আইডি-৩৭২৪০৫১১২) হতে চেইনঃ ০+০০০ টু ১+১৩৭মিঃ (বিসি গ্রাম রোড এবং ৫৪মিঃ পিসি গাডার ব্রীজ চেইনঃ১+০৫৩) উপ-প্রকল্প, উপজেলাঃ কলমাকান্দা, জেলাঃ নেত্রকোনা, (প্যাকেজ নং: HFMLIP/ Netra/১৮-১৯/W-২৯০)

পর্যবেক্ষণঃ

- সাব ষ্টাকচারের কাজ প্রায় সম্পূর্ন হয়েছে একটি পিয়ারের সাটারের কাজ চলমান;
- কাজ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হয;
- নির্মাণ সামগ্রীর গুণমান গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিয়মান হয়েছে (রড, স্টোন চিপস, গ্রেডিয়শন এবং সিলেট বালি);

পরামর্শঃ

- পিয়ার ক্যাপ স্পেসিফিকেশন মোতাবেক ঢালাই করতে হবে;
- মালামাল স্পেসিফিকেশন মোতাবেক টেষ্ট করতে হবে।

Statement of Test Results of Performed for 54.00 Meter Bridges

Materials Description	Test Results as per Specification	Test Results in Lab	Remarks
FM of Sand	2.5 Minimum	2.58, 2.56, 2.55, 2.54,	Satisfy the require d specification
Gradation of Stone chip	-	Acceptable	do
LAA of Stone chips	30% Maximum	27.36 %, 27.12%, 26.24%,26.44%	do
Water Absorption of stone chips	-	0.60%, 0.59%, 0.56%	-
Normal consistency of Cement	-	24%, 24.5%	OPC
Initial & Final Setting time of cement	Initial –Less than 45 minutes. Final-More than 480 minutes.	Initial: 109, 108, 107minutes. Final: 240, 255, 270 minutes.	OPC
Compressive strength of Cement	3 days -1800 PSI 7days -2800 PSI	3 days: 2417 PSI, 2514 PSI, 7 days: 3616 PSI, 3674 PSI,	OPC
Concrete Cylinder of Pile	3600 PSI (25Mn/m^2)	4055, 3906, 3817, 3607 PSI	Satisfy the require d specification
Deformed M.S Bars (Rod)	Actual bar dia- 25, 20, 16, 12, 10mm	25.1, 20.1 , 16.1, 12, 10 mm	do (Result Attached)
Av. Yield Strength	420, (60,000 PSI)	422, 453, 434, 424,468	do

৪.২.৮ লভ্যাংশ বিতরন অনুষ্ঠান

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) এর সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় মোহনগঞ্জ উপজেলার জামাটি ইউনিয়নের দত্তখিলা বিলে ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে লভাংশ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর উপ-পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোল্লা আজিজুল হক, টিম লিডার, EADS, জনাব রায়হান সিদ্দিক, উপ প্রকল্প পরিচালক; জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, প্রকল্প পরামর্শক; জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা; জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এলজিইডি, নেত্রকোনা।

মোহনগঞ্জ উপজেলার জামাটি ইউনিয়নের দত্তখিলা বিলে লভাংশ বিতরণ **HFMLIP-LGED**

৪.২.৯ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ গ্রামীণ/ সাবমার্জিবল/ নন-সাবমার্জিবল রাস্তা জরীপ

নমুনায়িত প্রতিটি উপজেলা হতে ২টি করে উপজেলা/ ইউনিয়ন/ গ্রাম সড়ক/ রাস্তা জরীপ করা হয়েছে যার সারাংশ নিম্নে দেখা যেতে পারে:-

সারণি-৪.৩৫: রাস্তা পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট

নং	উপজেলা	রাস্তার নাম	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	রাস্তার ধরন	মতামত/মন্তব্য
১	অষ্টগ্রাম	১)অষ্টগ্রাম থেকে মিঠামইন রাস্তা, ২) অষ্টগ্রাম থেকে লাখাই রাস্তা ভায়া ইকুরদিয়া, ৩)অষ্টগ্রাম থেকে বাধাঘাট-কলমা ইউপি অফিস রাস্তা	২৫.৪	সাব-মার্জিবল, নন-সাব-মার্জিবল	মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ এবং নন-সাব-মার্জিবল রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। ফলে রাস্তার দুদিকের মাটি ভরাট করে সোল্ডার তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
২	নিকলী	১)গুরুই ইউপি অফিস থেকে ছাতিরচর রাস্তা, ২) জারুইতলা ইউপি থেকে ছেত্রা রাস্তা		সাব-মার্জিবল, নন-সাব-মার্জিবল	সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ এবং নন-সাব-মার্জিবল রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। ফলে রাস্তার দুদিকের মাটি ভরাট করে সোল্ডার তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩	বাজিতপুর	১) উমানচর রাস্তা থেকে বিসি রোড, ২) জামতলা থেকে বোয়ালিয়া বিসি রোড ৩) রাসেল বেপারী বাড়ী হতে কুকরাই রাস্তা উন্নয়ন	৫.৯	নন-সাব-মার্জিবল	সাব-বেসের উপরে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ সন্তোষজনক। তবে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। ফলে রাস্তার দুদিকের মাটি ভরাট করে সোল্ডার তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪	মিঠামইন	সামিম আহম্মদ এর বাড়ি থেকে সুরু	২.০	সাব-মার্জিবল	সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৫	ইটনা	ইটনা থেকে কাকাইল চত্বর রাস্তা উন্নয়ন/নির্মাণ	৪.৬	সাব-মার্জিবল	সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল

নং	উপজেলা	রাস্তার নাম	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কি. মি.)	রাস্তার ধরন	মতামত/মন্তব্য
					রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬	বাঞ্ছারামপুর	১)বাঁশগাড়ি থেকে পমপুর সড়ক, ২) মরিচাকান্দি থেকে দশানী ভায়া শন্তিপুর শিবপুর সড়ক, ৩) দশদোনা ঈদগাঁও থেকে দূর্গারামপুর	১৬.৩	নন-সাব-মার্জিবল	বিটুমিনাস কার্পেটিং করা, রাস্তায় মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসের উপরে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, ইটের মান সন্তোষজনক,
৭	বানিয়াচং	১)সুবিদপুর ইউপি অফিস থেকে আওয়াল মহল মাজার, ২)পুকড়া ইউপি অফিস থেকে কান্দিপাড়া ভিলেজ.	১১.৩	নন-সাব-মার্জিবল	মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, বিটুমিনাস কার্পেটিং। উপরিভাগের অবস্থা সন্তোষজনক।
৮	বাহুবল	১)সোয়াইয়া বাজার থেকে রোয়াইয়া. ২) খাগাউড়া বাগদাইর রোড,		সাব-মার্জিবল	ইট, বালু, পলিথিন, বড়, রড, সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে, রাস্তা নির্মাণে ইটের মান সন্তোষজনক ছিল,
৯	আজমিরীগঞ্জ	১) আজমিরীগঞ্জ থেকে কাকাইলছেত্ত, ২) খাগাউড়া বাগদাইর রোড, ৩)পিরোজপুর লঞ্চঘাট থেকে জলশুকা	২২.০	সাব-মার্জিবল, নন-সাব-মার্জিবল	মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা। সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ এবং নন-সাব-মার্জিবল রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করা প্রয়োজন।
১০	দিরাই	তারা পাশা বাজার থেকে চিলাউড়া ভায়া ট্যাংরা রাস্তা	১৩.২	সাব-মার্জিবল, নন-সাব-মার্জিবল	অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। ফলে রাস্তার দুদিকের মাটি ভরাট করে সোল্ডার তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সাব-বেসের উপরে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, ইটের মান সন্তোষজনক,
১১	শাল্লা	শাল্লা সদর পাহাপুর জিসি (আজমেরীগঞ্জ) ভায়া প্রতাপপুর বাজার রোড		নন-সাব-মার্জিবল	বিটুমিনাস কার্পেটিং করা, রাস্তায় মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসের উপরে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, ইটের মান সন্তোষজনক,
১২	ধর্মপাশা	১) ধর্মপাশা বাদশাগঞ্জ বাজার থেকে ভায়া মইশাখালী বাজার পর্যন্ত, ২) কয়েদীরচর থেকে হাবিবপুর রাস্তা ও খাল, ৩) জয়শ্রী জিসি থেকে মধ্যনগর ভায়া চামেরদানী ইউপিসি	২৩.৪	সাব-মার্জিবল, নন-সাব-মার্জিবল	মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ এবং নন-সাব-মার্জিবল রাস্তার কার্পেটিংয়ের কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করা প্রয়োজন।
১৩	খালিয়াজুরী	রসুলপুর থেকে গাজীপুর রাস্তা	৩.৫	সাব-মার্জিবল	মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ সন্তোষজনক। অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করা প্রয়োজন।
১৪	মদন	মদন হইতে যতিন্দ্রগঞ্জ রাস্তা	৯.০	সাব-মার্জিবল	সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ সন্তোষজনক। তবে অনেক অংশে রাস্তার দুপাশের সোল্ডার দুর্বল রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করা প্রয়োজন।
১৫	মোহনগঞ্জ	খাগলাজুর জিসি থেকে মোহনগঞ্জ		সাব-মার্জিবল	মাটি কেটে উঁচু ও প্রশস্ত করা, সাব-বেসে বালি ও খোয়া দিয়ে কমপ্যাক্ট করা, সাব-মার্জিবল রাস্তার আরসিসি কাজ সন্তোষজনক। অনেক ক্ষেত্রে সোল্ডার মেরামত করা প্রয়োজন।
১৬	কলমাকান্দা	পাবই শিধলী থেকে শ্যামপুর বাজার রোড	১.১	নন-সাব-মার্জিবল	রাস্তা কাজ চলমান

৫ পঞ্চম অধ্যায়ঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

৫.১ ভূমিকা

১৬ টি নমুনায়িত উপজেলার প্রত্যেকটিতে ১ হতে ২টি করে সর্বমোট ২০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি আলোচনায় আনুমানিক ৭ জন হতে ১২ জন সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করেছেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মধ্যম ও বড় কৃষক, শিক্ষক ও এনজিও কর্মী, মহিলা গোষ্ঠী, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উপকারভোগী জেলে, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা কৃষি কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার তালিকা নিম্নে সারণি-৬.১' তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৫.১: ফোকাস গ্রুপ আলোচনার তালিকা

নং	স্থান	তারিখ	জেলা	হাওড়	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
১	ভাতশালা, কিশোরগঞ্জ	২৭-০২-২০২০	কিশোরগঞ্জ	বড় হাওর	অষ্টগ্রাম	কাস্তুল	ভাতশালা
২	কাশিপুর গ্রাম, কিশোরগঞ্জ	২৭-০২-২০২০	কিশোরগঞ্জ	বড় হাওর	নিকলী	সিংপুর	কাশিপুর
৩	কচুয়াসোলা বিশ্বের বাড়ি, কিশোরগঞ্জ	০১-০৩-২০২০	কিশোরগঞ্জ	বড় হাওর	বাজিতপুর	কৈলাগ	কচুয়াখোলা
৪	সমিতির অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২-০৩-২০২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নগরীর চর	বাঞ্ছারামপুর	আইয়ুবপুর	নগরীর চর
৫	সাতবিনা সরকারী প্রা: বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২-০৩-২০২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সাতবিনা	বাঞ্ছারামপুর	ছালিমাবাদ	সাতবিনা
৬	ধলাই বগাদিয়া বাজার, কিশোরগঞ্জ	২৮-০২-২০২০	কিশোরগঞ্জ	নওগা হাওর	মিঠামইন	গোপদিঘী	বগাদিয়া
৭	মোদিরগাও, কিশোরগঞ্জ	২৮-০২-২০২০	কিশোরগঞ্জ	দক্ষিণের হাওর	ইটনা	জয়সিদ্ধি	মোদিরগাও
৮	যাত্রাপাশা জামে মসজিদ সংলগ্ন, হবিগঞ্জ	০৪-০৩-২০২০	হবিগঞ্জ	যাত্রাপাশা	বানিয়াচং	বানিয়াচং দক্ষিণ-পশ্চিম	যাত্রাপাশা
৯	বাগমহল্লা মেম্বার বাড়ী, হবিগঞ্জ	০৪-০৩-২০২০	হবিগঞ্জ	হুন্ডার	বানিয়াচং	বানিয়াচং উত্তর-পূব	বাগমহল্লা
১০	ইউপি সদসদ্য বিল্লনন্দ দাসের বাড়ি, সুনামগঞ্জ	০৮-০৩-২০২০	সুনামগঞ্জ	টেওয়ালা হাওর	দিরাই	কুলঞ্জ	বাউলি
১১	সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গনেন্দ্র কুমার সরকারের বাড়ী, সুনামগঞ্জ	০৮-০৩-২০২০	সুনামগঞ্জ	যাত্রাপুরের হাওর	শাল্লা	বাহারা	যাত্রাপুর
১২	মহিষখালী বাজার, সুনামগঞ্জ	১০-০৩-২০২০	সুনামগঞ্জ	বড় কান্দির হাওর	ধর্মপাশা	সেলবরষ	মহিষখালী
১৩	অমৃতা বাজার, হবিগঞ্জ	০৫-০৩-২০২০	হবিগঞ্জ	ঘুইংগাজুরী	বাহুবল	স্নানঘাট	অমৃতা
১৪	বক্তারপুর আদর্শ বাজার, হবিগঞ্জ	০৫-০৩-২০২০	হবিগঞ্জ	বক্তারপুর	বাহুবল	সাতকাপন	বক্তারপুর
১৫	বদলপুর বাজার, হবিগঞ্জ	০৮-০৩-২০২০	হবিগঞ্জ	খৈয়ারবন হাওর	আজমিরীগঞ্জ	বদলপুর	বদলপুর
১৬	খরদাইর গ্রাম, হবিগঞ্জ	০৮-০৩-২০২০	হবিগঞ্জ	উরা বিলের হাওর	আজমিরীগঞ্জ	সদর ইউনিয়ন	ঘরদাইর
১৭	বূপনা বেগম এর বাড়ি, নেত্রকোণা	১১-০৩-২০২০	নেত্রকোণা	বেড়ী হাওর	খালিয়াজুরী	গাজীপুর	পাঁচ হাট
১৮	আলমের বাড়ি-গুচ্ছগ্রাম-মদন দক্ষিণ পাড়া, নেত্রকোণা	১১-০৩-২০২০	নেত্রকোণা	চাতল হাওর	মদন	মদন	মদন দক্ষিণ পাড়া - আদর্শ গ্রাম
১৯	ফরিদ মিয়ার বাড়ী, নগর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	১২-০৩-২০২০	নেত্রকোণা	ডিঙাপুত	মোহনগঞ্জ	বড়তলী বানিহারী	নগর
২০	বড় কাপন ইউনিয়ন, নেত্রকোণা	১২-০৩-২০২০	নেত্রকোণা	লিলুয়া	কলমাকান্দা	বড় কাপন	করিলা পুল

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সমূহ নিম্নে দেখা যেতে পারে:-

৫.২ মতামত/ সুপারিশ

১) হাওড় এলাকায় প্রধান ঝুঁকি/বিপদ হচ্ছে- শীলা বৃষ্টি, মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা এবং ঢেউ এর কারণে ভাঙ্গন;

২) জমিতে যখন ফসল থাকে না তখন হাওড় এলাকার জনগণ -মৎস্য আহরণ, নৌকা চালানো, শহরে গিয়ে কাজ করা, ব্যবসা, গাড়ী চালানো, দিন মজুর, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কাজ করে থাকে;

৩) হাওড় এলাকায় পাহাড় কাটা, বন উজার হওয়া, জলজ বৃক্ষ কমে যাওয়া, কলকারখানা কালো ধোঁয়া ইত্যাদি কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে আবহাওয়া গরম হচ্ছে, মৌসুমী স্বল্প বৃষ্টি ও দীর্ঘ বিরতির পর বৃষ্টিপাত হচ্ছে, চৈত্র/বৈশাখ মাসে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, শীতকাল কমে আসছে;

৪) জলবায়ুর পরিবর্তনে সৃষ্ট বিরুপ প্রতিক্রিয়া গুলো কমানোর ব্যাপারে- বৃক্ষরোপণ ও গাছ লাগানো কর্মসুচী জোরদার করা, বাঁধ দেওয়া ও নদী/ বিল খনন করা, সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, খাল খনন করা, মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করা, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা, জলধারা নির্মাণ, নদী ভরাট ইত্যাদি কর্মসুচী অত্র প্রকল্প থেকে গ্রহণ/ জোরদার করা যেতে পারে;

৫) এই প্রকল্পের কর্মকান্ড যেভাবে টার্গেট পরিবারের উপকারে আসবে তা হচ্ছে- (ক) এলসিএস দলের সদস্য হিসেবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে, (খ)বিইউজি সদস্য হিসেবে বিলের সুবিধা পাইয়ে দিবে, (গ)শস্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ/মাছ চাষে প্রশিক্ষণ দিবে, (ঘ) সবজি, ফলের বাগান,বাঁশ চাষ, ফলফলাদি চাষ করতে সহায়তা করবে, (ঙ) জলাভূমিতে মৎস্য চাষ/ প্রকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মাছের অভয়ারণ্য তৈরীতে সহায়তা করবে, (চ)মৎস্য চাষে প্রশিক্ষণ দিবে, (ছ) হস্তশিল্প/ক্ষুদ্র ব্যবসা/যানবাহন/পাট জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে সহায়তা করবে;

৬) মহিলাদের খাল বিলে মাছ ধরতে না যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে – ঐতিহ্যগত ও পর্দানশীলনতা, নারীরা উন্মুক্ত মাছ ধরাকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে না, পুরুষ পরিবারের সদস্যরা অনুমতি দেয়না;

৭) গরীব মৎস্য চাষী এবং মহিলাদের উম্মুক্ত জলাশয়ে যেতে বাধা সমূহের মধ্যে রয়েছে- ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণ, বিইউজি/জেলে সমবায় সমিতি সমূহ শক্তিশালী শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবিরা মাছ ধরার সুযোগ ও লিজ পান না;

৮) হাওড় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে- (ক) এখনও অনেক বিল আছে যা খনন করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং পুষ্টিকর চাহিদা পূরণ হবে; (খ) বনায়ন করা, বাজার উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট তৈরি ও প্রশস্ত করা, সচেতনা মূলক প্রশিক্ষণ, খাদ্য সহায়তা, রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, পুনঃখাল খনন, কিল্লা তৈরি করণ, হাওর উন্নয়ন করে মাছের অভায়াশ্রম তৈরি করা, নদী ভাঙ্গন রোধ, জলজ বৃক্ষরোপণ, হাওরে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সেচ প্রকল্প পাকা ড্রে নির্মাণ; (গ) জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ে হাওর অঞ্চলের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সভা, পথ নাটক ইত্যাদি আয়োজন করা।

৫.৩ হাওড় এলাকায় যে সকল নদী, হাওড়, বিল, খাল ও ক্যানাল পুনঃখনন ও রক্ষনাবেক্ষণ করা প্রয়োজন:-

নদীর নাম	খালের নাম	হাওড়ের নাম	বিলের নাম	বিল/খাল/ক্যানালের নাম
কংশ নদী	কুম নদীর খাল	উরা বিলের হাওর	আংগা নয়া বিল	আসর বেকাট বিল
করাঙ্গী নদী	গড় খাল	গুইংগাজুরী হাওর	আইন বিল	ঘোজাবিল পুন খনন
কালী	গড়াভাঙ্গা	ঘুইংয়াজুরী	আসর বেকাট বিল	ছোট নাহন্দা
কুশিয়ারা	নগরীর চর	চতিল হাওর, পাঁচ কুনিয়া হাওর	গড়েয়াল	বড় নাইন্দা বিল
গোড়া ওতরা	প্রতাপপুর	টাংগুয়ার হাওর	ঘোজা বিল	শিমুলতলা খাল
ঢোলভাঙ্গা	বানুয়ারী	ঢেওয়ালা	দলিয়া বিল	বড় কানদিঘী বিল
দাড়াইল	বাহদিয়া, বিয়াই	ডিঙাপুতা	নগরীর চর	
ধনু নদী	বেড়াখালী খাল	দক্ষিণের হাওর		বড় কন দিঘী
নলদীঘা	বেলী খাল	দারোগার বন্ধ	বোয়ালিয়া	
বালাই নদী	মহিষখালী খাল	নওগা হাওর	রুপার কোনা বিল	
মেঘনা নদী	হোসেনপুর	নগরীর চর	জালিয়া বিল	
শুটকি নদী		বড় হাওর	হিরাজাল	
সুরমার শাখা নদী		বেড়ী	টেউটি	
মনাই নদী		যাত্রাপুর	জালধারা	
খালেশ্বরী নদী		লিলুয়ার হাওর	বালিয়াকুনা	

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII)

৬.১ ভূমিকা

এই সমীক্ষায় সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিকট হতে সহজ প্রশ্ন ও চেকলিষ্টের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত ব্যাক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় এলজিইডি, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি অফিসের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সাথে আলোচনাক্রমে প্রশ্ন ও চেকলিষ্ট পূরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি নমুনায়িত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মহিলা সদস্য ও সচিবের সাথে আলোচনা করে প্রশ্ন ও চেকলিষ্ট পূরণ করা হয়েছে। নমুনায়িত ১৫টি উপজেলা হতে মোট ৫৭ জনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। কেআইআই এর মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সফলতা, আর্থিক ব্যয়, কেনা-কাটা, প্রকিউরমেন্ট এবং প্রকল্পের খুটিনাটি বিষয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবলদিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity) এবং ঝুঁকি (Threat) বিশ্লেষণে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি, উপকারভোগী জেলে, চাষী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের তালিকা নিম্নে সারণি-৭.১' তে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৬.১: মূল তথ্য সরবরাহকারীগণের সাক্ষাৎকার (KII-Key Informant Interview) এর তালিকা

ক্রমিক নং	উত্তরদাতার নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান	জেলা	উপজেলা
১	মোঃ মজিবর রহমান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী
২	মোঃ ইউনুস আলী	উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি	নেত্রকোণা	খালিয়াজুরী
৩	মোঃ মাহবুব মোর্শেদ	উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম
৪	মোঃ আবু সালেহ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	এলজিইডি, HFMLIP	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম
৫	মোঃ শাহিদুল ইসলাম	উপজেলা কৃষি অফিসার	কৃষি অধিদপ্তর	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম
৬	মানিক দেবনাথ	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	উপজেলা পরিষদ	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম
৭	মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন	উপজেলা কৃষি অফিসার	ডিএই	কিশোরগঞ্জ	নিকলী
৮	মোঃ আব্দুল গণি	উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি	কিশোরগঞ্জ	নিকলী
৯	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৎস্য কর্মকর্তা	মৎস্য অধিদপ্তর	কিশোরগঞ্জ	নিকলী
১০	বনি আমিন	উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর
১১	শরীফ খুরশীদুল ইসলাম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	এলজিইডি	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর
১২	মুহাম্মদ জিয়াউল হক জুয়েল	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মৎস্য অধিদপ্তর	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর
১৩	মোঃ শফিকুর রহমান	এসএমএস (ফিস), অ: দা:	HFMLIP, LGED	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর
১৪	মাহবুবুর রহমান খান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর
১৫	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর
১৬	আশীয় রোয়াজা	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	HFMLIP, LGED	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন
১৭	মোঃ রাকিবুল ইসলাম	উপজেলা প্রকৌশলী	LGED	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন
১৮	মোঃ আব্দুল্লাহ আকন্দ	উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা	মৎস্য অধিদপ্তর	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন
১৯	সুমন শেখ	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	LGED	কিশোরগঞ্জ	ইটনা
২০	উজ্জ্বল সাহা	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	কৃষি অধিদপ্তর	কিশোরগঞ্জ	ইটনা
২১	ডাঃ মনজুরুল ইসলাম	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস	কিশোরগঞ্জ	ইটনা
২২	মোঃ আব্দুর আকন্দ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা মৎস্য অফিস	কিশোরগঞ্জ	ইটনা
২৩	মোঃ কামরুল ইসলাম	মেম্বর		কিশোরগঞ্জ	ইটনা
২৪	মোঃ সাইফুর রহমান	প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	উপজেলা প্রাণী কর্মকর্তার কার্যালয়	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং

ক্রমিক নং	উত্তরদাতার নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠান	জেলা	উপজেলা
২৫	মোঃ মোজাম্মেল	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার	মৎস্য অধিদপ্তর	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং
২৬	মোঃ শাহিনুর আলম	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	LGED	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং
২৭	মোঃ ইফতেখার হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী	LGED	সুনামগঞ্জ	দিরাই
২৮	ডাঃ এফ, এম, বাববা হ্যামিলন	ULO (Technology)	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস	সুনামগঞ্জ	দিরাই
২৯	মোঃ সফিকুল ইসলাম	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সুনামগঞ্জ	দিরাই
৩০	মোঃ শরীফুল আলম	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার	মৎস্য অধিদপ্তর	সুনামগঞ্জ	দিরাই
৩১	আবু মোঃ মনিরুজ্জামান	উপজেলা কৃষি অফিসার	কৃষি অধিদপ্তর	সুনামগঞ্জ	দিরাই
৩২	মোহাম্মদ নুরুজ্জামান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	LGED	সুনামগঞ্জ	শাল্লা
৩৩	লিফটন দাস	ইউপি সদস্য	বাহাড়া ইউপি ৪ নং ওয়ার্ড	সুনামগঞ্জ	শাল্লা
৩৪	ডাঃ আল মামুন	প্রাণি সম্পদ সম্প্রসারণ অফিসার	উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর	সুনামগঞ্জ	শাল্লা
৩৫	মোহাম্মদ মামুনুর রহমান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর	সুনামগঞ্জ	শাল্লা
৩৬	বিভূতোষ চৌধুরী	উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস	সুনামগঞ্জ	শাল্লা
৩৭	মোঃ আরিফ উল্লাহ খান	উপজেলা প্রকৌশলী	LGED	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
৩৮	মোঃ নাজমুল ইসলাম	উপজেলা কৃষি অফিসার	কৃষি অধিদপ্তর	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
৩৯	সুহেল আহমেদ	ইউনিয়ন সমাজ কর্মী	উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
৪০	ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম মিয়া	ইউ.এল.ও	উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
৪১	মোঃ সালমুন হাসান বিপ্লব	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
৪২	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	এলসিএম (অর্গানাইজার)	LGED	হবিগঞ্জ	বাহুবল
৪৩	মোঃ আমজাদ হোসেন ভুইয়া	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	উপজেলা প্রাণী কর্মকর্তার কার্যালয়	হবিগঞ্জ	বাহুবল
৪৪	মোঃ মহসিন আলী	SMS (Fish)	LGED	হবিগঞ্জ	বাহুবল
৪৫	মোঃ আব্দুল আউয়াল	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস	হবিগঞ্জ	বাহুবল
৪৬	নুসরাত-ই-ইলাহী	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	হবিগঞ্জ	বাহুবল
৪৭	আহমেদ তানজীর উল্লাহ সিদ্দিকী	উপজেলা প্রকৌশলী (চা. দায়িত্ব)	LGED	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
৪৮	মোঃ ফারুকুল ইসলাম	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	উপজেলা কৃষি অফিস	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
৪৯	মোঃ নাজমুল হাসান	সমাজসেবা কর্মকর্তা	সমাজসেবা অফিস, আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
৫০	মোঃ রাশেদুজ্জামান	মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	উপজেলা মৎস্য অফিস	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
৫১	ডাঃ মোঃ মানসুরুল হক	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	উপজেলা প্রাণী কর্মকর্তার কার্যালয়	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
৫২	মোঃ আমিনুল ইসলাম মৃধা	উপজেলা প্রকৌশলী	LGED	নেত্রকোণা	মদন
৫৩	মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	উপজেলা মৎস্য অফিস	নেত্রকোণা	মদন
৫৪	মোঃ ইমরান হোসেন	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী	LGED	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ
৫৫	মোঃ মোস্তফা কামাল	কৃষি অফিসার	উপজেলা কৃষি অফিস	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ
৫৬	ডাঃ মোঃ হযরত আলী	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	প্রাণী সম্পদ অফিস	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ
৫৭	আ,ন,জ, আশরাফুল কবীর	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মৎস্য অধিদপ্তর	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ

৬.২ মতামত ও সুপারিশ

মূল তথ্য সরবরাহকারীগণ এর নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ সমূহ নিম্নে দেখা যেতে পারে:-

১) প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে হাওড় এলাকার জীববৈচিত্র রক্ষা ও এলাকার দুস্থ্য ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন। ফলে অত্র প্রকল্পটির মাধ্যমে হাওড় এলাকায় জীববৈচিত্র রক্ষা সহ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে;

২) হাওড় এলাকার রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের ফলে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধা সহ সময় কম লাগবে;

৩) এলাকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভরাটকৃত খান ও বিল LCS/ দুস্থ্য/ দরিদ্র/ বিধবা মহিলাদের মাধ্যমে খনন করা হলে ও বৃক্ষরোপণ করা হলে হাওড় এলাকার জনগন উপকৃত হবে। নদী খাল বিল খনন করে তাতে মাছের পোনা অবমুক্তি করলে সেই মাছ দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ সহজতর হবে;

৪) হাওড়ের কোথাও কোথাও কোনো জলজবৃক্ষ নেই। শুকনো মৌসুমে অনেক জলাশয় গুলো প্রায় শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়। যদি দ্রুত প্রচুর জলাধার নির্মাণ না করা হয় ও জলজবৃক্ষ রোপণ না করা হয় তাহলে হাওড় এলাকার জীবি বৈচিত্র ও হুমকীর সম্মুখীন হবে। হিজল, করমচা বাগান সৃষ্টি, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, জলজ বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

৫) প্রকল্পটি চলমান রাখা, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সুফলভোগীদের বিভিন্ন আয় বর্ধক মূলক অধিক পরিমানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার;

৬) বন্যার হাত থেকে রাস্তা রক্ষার জন্য RCC wall নির্মাণ করলে রাস্তা টেকসই হবে, এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে।

৭) সহজ সর্তে ঋণ। বসত বাড়ী উঁচু করা। খাদ্য সহযোগিতা। আরো বেশি রাস্তা, খাল ও বিল খনন। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

৮) জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা।, Protection wall এর মাধ্যমে বন্যা থেকে রক্ষা করা। ভরাটকৃত নদী, জলধারা, খাল/বিল পুনঃখনন করা। দরিদ্র জনগোষ্টির বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে।যে গ্রামে সাব-মার্জিবল রাস্তা নাই সেই গ্রামে সাব-মার্জিবল রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে। উন্নয়ন মূলক কাজ বেশি করতে হবে।

৯) হাওড় এলাকার খাল-বিল নদী ও গুলো খনন করতে পারলে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতো এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কম হতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাড়ানো।

১০) পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খায় এমন ফসল উদ্ভাবনে প্রকল্পের সহায়তা। প্রকল্প সমাপ্তির পর কার্যক্রম চালু রাখা। প্রকল্পে প্রাণি সম্পদ দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।, বেশী বেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বজায় রাখা;

১১) প্রান্তিক মৎস্যজীবিদের আপদকালীন অর্থ সহযোগীতা প্রদান।, মৎস্যজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিল ও খাল খননের পরিমাণ বৃদ্ধি করা;

১২) বিল ও খাল খননের পর্যাপ্ত গভীরতা নিশ্চিত করতে হবে। বিল ও খাল খননের পর মাটি উত্তোলন করে খাল ও বিলের আশেপাশে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে বিধায় পরবর্তি বন্যায় মাটি পুনরায় বিল ও খালে পতিত হয়ে পুন: ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি সমাধানের জন্য মাটি প্রয়োজনীয় দূরত্বে ফেলা যেতে পারে।

১৩) বিল সমূহ শুধু মাত্র যে স্থানে অভয়াশ্রম করা হবে সে স্থান বা কিছু বেশী পুন: খনন করা হয়। কিন্তু একটি বিলের জন্য এটুকু খনন যথেষ্ট নয় বিধায় প্রয়োজন অনুযায়ী পুন: খনন কাজ সম্পূর্ণ ভাবে করার লক্ষ্যে ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;

১৪) বিল ও খালের চতুর্দিকে বনায়ন কাজ জোরদার করা প্রয়োজন। একমাত্র অধিক বনায়নের মাধ্যমেই বিল ও খালের পার ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি রোধ করা যেতে পারে।

১৫) রাস্তার দুই পার্শ্বে সিসি ব্লক দ্বারা প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থার নিলে স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, হাওড় উপযোগী গাছ লাগানো হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বজ্রপাত) থেকে রক্ষা সহ হাওড় এলাকার কৃষক উপকৃত হবে;

১৬) ঋণ সহায়তা দিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা।, সাব-মার্জিবল, নন-সাব-মার্জিবল রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা।, প্রকল্প আওতার বাহিরে খাল-বিল পুনঃখনন করা;

১৭) এক বিভাগের সাথে আরেক বিভাগের সমন্বয় খুবই প্রয়োজন যেমন: ভূমি অফিস সরকারী খাস জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়ার পর তা খনন করা হয়, তারপর সেখানে মৎস্য অফিসের পরামর্শ নিয়ে মাছ চাষ করা হয়। ফলে মৎস্য ও ভূমি মন্ত্রণালয় এর সংশ্লিষ্টতা আরো জোরদার এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

১৮) বিল ব্যবহারকারী দলের (BUG) আয় বৃদ্ধিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্হা করা। এ ব্যবস্হা নিলে জেলেদের বিকল্প ও স্ব-কর্ম সংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৭ সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের

৭.১ ভূমিকা

প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ণ অংগের আওতায় ১৫০টি বিলে সমাজভিত্তিক স্থায়ীত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ১৫০টি বিল ও সংলগ্ন প্লাবনভুমি এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ পূর্বক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্রের উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি বিলে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের দীর্ঘ মেয়াদী প্রবেশাধীকার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো এবং তদউদ্দেশ্যে বিল ভিত্তিক বিল ব্যবহারকারী সংগঠন গঠনকরে বিলের সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ১৫০টি বিল উন্নয়ন, ২১০ কিঃমিঃ খাল খনন করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান পুকুর দিঘী, ডোবা নালা ও অন্যান্য খাল বিলে মৎস্য চাষের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবিদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। তৎলক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ২০০টি বসতভিটারপুকুরে মৎস্য চাষ, ১০টি নেট পেনে মাছ চাষ, ১২ টি ইউনিটে ১০ টি করে মোট১২০টি খাঁচায় মাছ চাষ, দুটি দলের ২০ জন সুফলভোগীর মাধ্যমে শুটকী মাছ উৎপাদন, ৫টি প্লাবনভুমি এলাকায় মাছ চাষ ও ৪৫০০ জন দরিদ্র মৎস্যজীবিদের বিলে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিকল্প উপায়ে আয় বৃদ্ধির ও তাদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত আয়বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমেআর্থিক ও কারিগরীসহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.২ প্রকল্পের আওতায় বিল (জলমহাল) ব্যবস্থাপনা

হাওর অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, হাওরের জীববৈচিত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং হাওর সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পাধীন ৫টি জেলায় ১৫০টি বিল হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে মধ্যে বিগত ২৮/০৮/২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ১৩৯টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তরিত ১৩৯ টি বিলের মধ্যে ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়া সাপেক্ষে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন হতে ১৪২৬ বাংলা সন (৩০ জুন ২০১৯) পর্যন্ত মোট ১২৫ টি বিল স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়েছে। ১১টি জলমহাল মামলা ও অন্যান্য সমস্যা থাকায় হস্তান্তরিত হয়নি। মামলা মোকাবেলার জন্য প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়ানে আইনজীবি নিয়োগ করে মামলাগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে ১টি বিল নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, ১টি বিলের সরকারি খাস জমি নেই, ১টি বিলের নাম করণ বিষয়ে সরকারি বহিতে নামের জটিলতা রয়েছে এবং ৮টি বিলে নিয়ে মামলা চলমান রয়েছে। ১৪২৭ বাংলা সনে অবশিষ্ট ৩টি জলমহাল প্রকল্পের হস্তান্তরিত হবে। এতদসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নীচের সারণি ৭.১ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৭.১: প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের বর্তমান অবস্থা

ক্র.নং	জেলা	প্রকল্পে হস্তান্তরিতব্য বিলের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের প্রকৃত সংখ্যা	সুফলভোগীদের নিকট হস্তান্তরিত বিলের সংখ্যা	নিম্নোক্ত বিভিন্ন সমস্যার কারণে ইজারা মূল্য জমা প্রদান করা সম্ভব না হওয়া বিলের সংখ্যা						১৪২৭ বাংলা সনে প্রকল্পে হস্তান্তরিত হবে
					সামাজিক সমস্যা	নদীগর্ভে বিলীন	সরকারী খাস জমি নাই	নাম সংক্রান্ত জটিলতা	মামলা	মোট	
১	সুনামগঞ্জ	৪৩	৪৩	৪১	-	-	-	-	-	০	২
২	কিশোরগঞ্জ	৩৭	২৬	২৩	-	-	১	-	২	৩	০
৩	নেত্রকোণা	২৩	২৩	২১	-	-	-	-	২	২	০
৪	হবিগঞ্জ	৪২	৪২	৩৫	-	১	-	১	৪	৬	১
৫	বি-বাড়ীয়া	০৫	০৫	০৫	-	-	-	-	-	০	০
	মোট	১৫০	১৩৯	১২৫		১	১	১	৮	১১	৩

৭.৩ জলমহাল ব্যবস্থাপনা

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর মূল লক্ষ্য হলো, **দেশের খাস জলাশয় ও জলমহাল সমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকুলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করা**। এতদলক্ষ্যে হাওর বেষ্টিত এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবিদেরকে সংগঠিত করে বিল ব্যবহারকারী দল (বিইউজি) গঠন করা হয়েছে এবং তাদের অনুকুলে বিল সমূহ হস্তান্তর করা হয়েছে। বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিইউজি সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত এসকল বিল ব্যবহারকারী দলের সহায়তায় হস্তান্তরিত বিলগুলোতে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজিতে মোট ৩৯৩০ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যার মধ্যে নারী সদস্য ১০৭৩ জন।

৭.৪ জলমহালের ইজারা মূল্য আদায়

সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে হস্তান্তরিত ১৩৯ টি জলমহালের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২৫ টি জলমহাল সুফলভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৩ টি জলমহালের ইজারা মূল্য প্রদান করা হয়েছে । এ পর্যন্ত (১৪২৩-১৪২৬) ১২৩টি জলমহালের জন্য মোট ৩,৫০,৭০,৫৯০/- টাকা (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার পাচ শত নব্বই টাকা) সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। জেলা ভিত্তিক ইজারা মূল্য প্রদানের তথ্যাদি নীচে প্রদান করা হলো–

সারণি ৭.২: প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের ইজারা মূল্য প্রদানের বর্তমান অবস্থা

ক্র. নং	জেলা	প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের সংখ্যা	সুফলভোগীদের নিকট হস্তান্তরিত বিলের সংখ্যা	ইজারা মূল্য জমা প্রদানকৃত বিলের সংখ্যা	মামলা জড়িত বিলের সংখ্যা	ইজারা দেয়া হয়নি এমন বিলের সংখ্যা	১৪২৭ ও ১৪২৮ সনে প্রকল্পভুক্ত হবে এমন বিলের সংখ্যা	অণ্যান্য সমস্যা সংকুল বিলের সংখ্যা	১৪২৬ সনে জমাকৃত ইজারামূল্য (টাকা)	ক্রমপুঞ্জিত জমাকৃত ইজারামূল্য (টাকা) (১৪২৩-১৪২৬)
১	সুনামগঞ্জ	৪৩	৪১	৩৯	০	২	২	০	৫২২৪৮৪৩.০	১৬৫৪৭৫৯০.০
২	কিশোরগঞ্জ	২৬	২৩	২৩	২	০	০	১	১৭৮৯২০৮.০	৪৭৩১৯৪০.০
৩	নেত্রকোণা	২৩	২১	২১	২	০	০	০	৫৯২৩০০.০	২১৭০৫৬২.০
৪	হবিগঞ্জ	৪২	৩৫	৩৫	৪	০	১	২	৩৯৭৮৬৬৮.০	১০৫২৯৩৫৮.০
৫	বি-বাড়ীয়া	০৫	০৫	০৫	০	০	০	০	২৭২৭৮৫.০	১০৯১১৪০.০
	মোট	১৩৯ টি	১২৫ টি	১২৩ টি	৮ টি	২	৩ টি	৩ টি	১১৮৫৭৮০৪.০	৩৫০৭০৫৯০.০

৭.৫ মৎস্য আহরণ, মজুরী ও লভ্যাংশ বিতরণ

বিলগুলো হস্তান্তরের পর থেকেই সুফলভোগীগণ দলগত ভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিল ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে। তদানুযায়ী পর্যায়ক্রমে মৎস্য আইন অনুসরণ করে বিলের মাছ আহরণ কার্যক্রম সরাসরি সুফলভোগীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে এ কার্যক্রম থেকে সুফলভোগীগণ একদিকে যেমন দৈনন্দিন মাছ আহরণ কাজের মুজুরী ভোগ করছেন অপরদিকে অনুরুপভাবে আহরিত মাছ বিক্রয়ের অর্থ থেকে অর্জিত লাভের অংশও ভোগ করছেন। পাশাপাশি আহরিত মাছের বিক্রয়লব্ধ অর্থের একাংশ বিলের ইজারা মূল্য পরিশোধ ও বাকী অংশ সংগঠন পরিচালনা কাজে ব্যয় হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অধ্যুষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

সুতরাং, "বিল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে" তাছাড়া বিলের ইজারা মূল্য প্রদানসহ সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও এ কার্যক্রম থেকে উপার্জিত হচ্ছে। নীচের সরণীতে জেলা ভিত্তিক বিলের মাছ আহরণ, মুজুরী ও লভ্যাংশ বিতরণের তথ্যাদি প্রদান করা হলো।

সারণি ৭.৩: বিলে মাছ আহরণ, মুজুরী ও লভ্যাংশ বিতরণের বর্তমান অবস্থা

ক্র: নং	জেলা	মৎস্য আহরিত বিলের সংখ্যা	১৪২৫ বাংলা সনের মৎস্য আহরণ		১৪২৩-২৫ সনের ক্রমপুঞ্জিত মৎস্য আহরণ		ক্রমপুঞ্জিত মুজুরী বিতরণ (১৪২৩-২৫ সন) (টাকা)	ক্রমপুঞ্জিত লভ্যাংশ বিতরণ (১৪২৩-২৫) (টাকা)	মোট উপার্জন (টাকা)
			পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (টাকা)			
১	সুনামগঞ্জ	৩৯	৭৪০০৪	১২৩২৫৩৯২	১৫৯১৯০	২৪৯০৮৩৬৬	৬৪৮৭৪৯০	৩১৬৫০৫০	৯৬৫২৫৪০
২	কিশোরগঞ্জ	১২	২০৪৬৩	৩৭৬৪৮২১	৩৫৪৯৪	৫৬৫৭৯২৯	১০৪১৪৫৫	১০৪১৮৫০	৬৬৯৯৩৮৪
৩	নেত্রকোণা	১৫	১৩১৯২	১৮১১৩৭১	৪৩৮১৮	৫৯৩১৩৮২	১৯৯২০৬৪	১৩৬৪২১৩	৩৩৫৬৫৭৭
৪	হবিগঞ্জ	২২	৩৫৩৭৩	৬০২২৭৫৪	৭৫৮৪৪	১২৩২৯৩০২	২০৪০২৫০	৪৭৮২০০	২৫১৮৪৫০
৫	বি-বাড়ীয়া	০৫	১৭৩৭	৩৫৮১৩০	৩৯৫৬	৮১১৩৩০	১৭৩৬৫০	০.৭০	১৭৩৬৫০
	মোট	৯৩	১৪৪৭৬৯	২৪২৮২৪৬৮	৩১৮৩০২	৪৯৬৩৮৩০৯	১১৭৩৪৯০৯	৬০৪৯৩১৩.৭	২২৪০০৬০১

উপরে প্রদত্ত সরণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৪২৩-১৪২৫ বাংলা সনে ৯৩ টি বিল থেকে সর্বমোট ৩,১৮,৩০২ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ৪,৯৬,৩৮,৩০৯.০০ (চার কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আট ত্রিশ হাজার তিন শত নয়) টাকা । তম্মধ্যে মুজুরি হিসাবে মৎস্যজীবিগণ ১,১৭,৩৪,৯০৯.০০ টাকা উপার্জন করেছে এবং লভ্যাংশ হিসেবে ৬০,৪৯,৩১৩.০০ টাকা মৎস্যজীবিদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সুতরাং মুজুরী ও লভ্যাংশ মিলিয়ে তাদের মোট উপার্জন ২২৪০০৬০১ (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ ছয় শত এক) টাকা। এছাড়া মাছ বিক্রয়ের অর্থ থেকে বিলের ইজারা মূল্য পরিশোধের অর্থ যোগান দেয়া হচ্ছে।

৭.৬ উন্নয়ন কার্যক্রম

হস্তান্তরিত বিলের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্মে প্রদান করা হলো:

৭.৬.১ বিলে ডিসপ্লে বোঁড স্থাপন, সীমানা নির্ধারণ ও স্থায়ী সীমানা নির্দেশক স্থাপন

সুফলভোগীদের নিকট হস্তান্তরিত ১২৫টি বিলের মধ্যে ৬০টি বিলে সমঝোতা স্মারকের নির্দেশনা মোতারক ডিসপ্লে-বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং বাকী বিলগুলোতে ডিসপ্লে-বোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিলের সীমানা নির্ধারণ পূর্বক স্থায়ী সীমানা নির্দেশক পিলার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৬.২ বিল ও খাল পুনঃখনন

ভু-প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে কালের প্রবাহে প্রাকৃতিক বিলগুলো দিনাতিক্রমে ভরাট হয়ে একদিকে যেমন পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনিভাবে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণির আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এসব বিল থেকে মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পেয়ে মৎস্যজীবিদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ছে। এপ্রেক্ষিতে হস্তান্তরিত বিলগুলোতে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পুন:খননের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।। এ কাজের অংশ হিসেবে প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২২৫৬.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২২টি বিল খননের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৭০ টি বিলের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫২ টি বিলের খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া হস্তান্তরিত বিলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল সংশ্লিষ্ট সংযোগ খাল পুন:খননের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। তৎলক্ষ্যে ২২৯১.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে এ পর্যন্ত ১৩৯.০০ কিঃমিঃ সংযোগ খাল পুন:খননের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। তম্মধ্যে অদ্যাবদি ৮৫.০০ কিঃমিঃ খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী ৫৪.০০ কিঃমিঃ পুন:খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সারণি ৭.৪: বিল ও খাল খনন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

ক্র. নং	জেলা	বিল (জলমহাল)				বিল সংযোগ খাল			
		গৃহীত মোট স্কীমের সংখ্যা (বিল)	খনন সম্পন্ন বিলের সংখ্যা	খনন কাজ চলমান বিলের সংখ্যা (টেন্ডার সম্পন্ন সহ)	গৃহীত স্কীম সমুহের মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	গৃহীত মোট খালের স্কীমের পরিমান (কিঃ মিঃ)	খনন সম্পন্ন খালের পরিমান (কিঃ মিঃ)	খনন কাজ চলমান খালের সংখ্যা (টেন্ডার সম্পন্ন সহ)	গৃহীত স্কীম সমুহের মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)
১	সুনামগঞ্জ	৪২	২২	২০	৭৯৮.৮৩	৪১.৭৩	৩০.৩৪	১১.০৯	৬১১.৭৮
২	কিশোরগঞ্জ	২৩	১২	১১	৪৩৫.৬১	২৩.৯৯	১৫.১৩	৮.৮৬	৮১১.৩৬
৩	নেত্রকোণা	১৭	১২	০৫	২৭৫.৫৮	১৭.৯১	৭.৩৫	১০.৫৬	৩১১.১২
৪	হবিগঞ্জ	৩৫	১৯	১৬	৬৬১.০০	৫০.৯৭	৩০.৪৫	২০.৫২	৪৭৬.৬৪
৫	বি-বাড়ীয়া	০৫	০৫	০	৮৫.০০	৪.৪০	১.৮৫	২.৫৫	৮০.৩৯
মোট		১২২টি	৭০	৫২	২২৫৬.০২	১৩৯	৮৫.১২	৫৩.৫৮	২২৯১.২৯

৭.৬.৩ মৎস্য অভায়শ্রম স্থাপন ও জলজ বৃক্ষ রোপণ

হস্তান্তরিত বিল সমূহ খননের মাধ্যমে উন্নয়ন করার পাশাপাশি মাছের আবাসস্থল পূনরুদ্ধার পূর্বক মৎস্য সম্পদের প্রজাতি সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খননকৃত প্রতিটি বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং বিল ও সংলগ্ন প্লাবনভূমি এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় জলজবৃক্ষ রোপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এতদলক্ষ্যে প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলগুলোতে মাছের নিরাপদ বিচরণে সহায়তা কল্পে হস্তান্তরিত বিলগুলোতে একটি করে মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং বিল ও সংলগ্ন প্লাবনভূমি এলাকার জলজ বৃক্ষ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। তদানুযায়ী এ পর্যন্ত ৮৮ টি বিলে ৮৮ টি মৎস্য অভয়াশ্রম ও প্রায় এক লক্ষ উনিশ হাজার জলজ বৃক্ষের চারা রোপনের জন্য প্রাক্কলন অনুমোদন করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে (সারণি ৮.৫) যেগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলমান শুকনো মৌসুমে এসব কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে বলে প্রকল্প অফিস হতে বলা হয়েছে।

সারণি ৭.৫: খননকৃত বিল ও খালে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ বৃক্ষ রোপন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

ক্র. নং	জেলা	বিল (জলমহাল)				বিল সংযোগ খাল		জলজ বৃক্ষ রোপন	
		অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য গৃহিত স্কীমের সংখ্যা	গৃহীত স্কীম সমুহের মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	অনুমোদিত বৃক্ষ রোপনের সংখ্যা	মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রস্তাবিত খালে রোপনের জন্য অনুমোদি বৃক্ষের সংখ্যা	বৃক্ষ রোপনের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	মোট বৃক্ষের সংখ্যা (বিল +খাল)	মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)
১	সুনামগঞ্জ	৩৬	৩৪.০৩	৪৪৮০০	৬৭.২০	৬১৫০	৯.২৩	৫০৯৫০	৭৬.৪৩
২	কিশোরগঞ্জ	১৪	১৩.১০	১৮৬০০	২৭.৯০	৬৩২৫	৯.৪৯	২৪৯২৫	৩৭.৩৯
৩	নেত্রকোণা	১৩	১২.৩৮	১২৩০০	১৮.৪৫	১২০০	১.৮০	১৩৫০০	২০.২৫
৪	হবিগঞ্জ	২৪	২২.৯৬	২৫৩০০	৩৭.৯৫	৪০৫০	৬.০৮	২৯৩৫০	৪৪.০৩
৫	বি-বাড়ীয়া	০১	১.০০	১৫০০	২.২৫	০	০	০	০
মোট		৮৮	৮৩.৪৭	১০২৫০০	১৫৩.৭৫	১৭৭২৫	২৬.৬	১১৮৭২৫	১৭৮.১

৭.৭ সুফলভোগীদরে জীবনমান উন্নয়ন

৭.৭.১ বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন

দরিদ্র সুফলভোগীদেরকে সংগঠিত করে বিল ব্যবস্থাপনা এবং দল পরিচালনা বিষয়ে কারিগরী ও প্রশাসনিক বিষয়ে নানাবিধ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের মেধা বিকশিত করে দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭২টি ব্যাচের মাধ্যমে ৫৮৮৭ জন বিল ব্যবহারকারী সদস্যকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং সমাজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করছেন।

৭.৭.২ দরিদ্য মহিলাদেরকে বিল ব্যবস্থাপনা র্কাযক্রমে সম্পৃক্ত করণ

হস্তান্তরিত বিলে মোট ৩৯৩০ জন বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যের মধ্যে ১০৭৩ জন নারী সদস্যা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এসব নারী সদস্যাগণ সরাসরি বিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে দল গঠন, দল পরিচালনা ও বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন পূর্বক পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করে নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করছেন।

৭.৭.৩ গ্রামীণ মহিলাদের বর্হিবাড়ীতে অবাধ চলাচলরে সুযোগ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন

সমাজভিত্তিক বিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার ফলে গ্রামীন মহিলা সদস্যাগণ বিল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য নানাবিধ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুযোগ ঘটে। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট অফিস, আদালত ও হাট বাজারে সহজেই প্রবেশের সুযোগ পায়। তাছাড়া, উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে পারিবারিক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনায় নিজস্ব মতামত প্রদানের মাধ্যমে তাদের মেধার ক্ষমতায়ন ঘটে।

৭.৭.৪ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

বিল ব্যবস্থাপনা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে দরিদ্র সুফলভোগীগণ কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। ফলে অলসতা পরিহার করে সার্বক্ষণিক কর্মে নিয়োজিত থেকে পারিবারিক অর্থ উপার্জনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন।

7.7.5 আয় বৃদ্ধি ও পুঁজি গঠন

বিল ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহরণও বাজারজাত করণে নিয়োজিত থেকে সুফলভোগীগণ একদিকে যেমন শ্রমের মুজুরী ভোগ করছেন অপরদিকে বিক্রিত মাছের অর্থ থেকেও অর্জিত লাভের অংশ পাচ্ছেন। ফলে তাদের বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদের পুজি গঠনে সহায়তা করছে (সারণি-৭.৩)।

৭.৮ বিলে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের জন্য আর্থিক সহযোগিতা

মৎস্য আইন বাস্তবায়নকল্পে বিলের ছোট পোনা মাছ ও ডিম ওয়ালা মাছ আহরণ নিষিদ্ধ কালীন সময়ে মৎস্যজীবিগণ যাতে তাদের জীবিকা নির্বাহে কষ্টের সম্মুখীন না হয় তৎলক্ষ্যে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ কালীন সময়ে বিকল্প উপায়ে আয় বৃদ্ধি করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিইউজি সদস্যদের আর্থিক ক্ষতি লাঘবের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যাতে করে তারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হয় ও বিকল্প উপায়ে দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধি করে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। তৎলক্ষ্যে ক্ষতিপূরনমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের ৪৯টি বিলের ৩৪০ জন দরিদ্র মহিলাসহ মোট ৫২৯ জন সদস্যকে জনপ্রতি ১০,০০০/- টাকা হারে মোট ৫১.৪০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেও মোট ১২৭৩ জন সদস্যের মাঝে ১২৫.৯০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৮০২ জন নির্বাচিত সুফলভোগীর মধ্যে ১৭৭৩ জন বিল ব্যবহারকারী সদস্যকে ১০.০০০ টাকা হারে মোট ১৭৭.৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুফলভোগীগণ স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন প্রকার আয় বর্ধন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করছে ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করছে। এ পর্যন্ত সময়ে সুফলভোগীগণ ৫৩০২৬০০.০০ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে এবং বর্তমানে তাদের স্থিত সম্পদের মূল্য প্রায় ৩১৮৪৭৮৩০.০০ টাকা।

জলমহালগুলোতে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান আছে। তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিল সংযোগ খাল খনন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে জলমহালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীব বৈচিত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলমহালগুলো যেহেতু দরিদ্র মৎস্যজীবিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তারাই ইজারা মূল্য প্রদান করে সেহেতু এর লভ্যাংশও তারাই ভোগ করে ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবিদের দারিদ্রতা বিমোচনে ইহা কার্যকর ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি এসকল কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের ফলে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭.৯ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ

৭.৯.১ বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ

সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প এলাকায় ২০০টি বসতবড়ীর পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় ২০১ টি বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষের জন্য ৮৭.৩০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জুন/১৯ইং পর্যন্ত সময়ে ২০১টি পুকুরের মধ্যে ১৮৭টি বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং বাকী ১৪টি পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৮৭টি পুকুরের মোট আয়তন ৫০৭১ শতাংশ এবং তাতে মোট ২১৭ জন সুফলভোগী মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যাদের মধ্যে পুরুষ সুফলভোগীর সংখ্যা ৭৯ জন এবং নারী সদস্যা সংখ্যা ১৩৮ জন। এ কার্যক্রমের জন্য জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের অনুমোদনকৃত টাকা থেকে ৮১.৭৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৯৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মাছ চাষকৃত ১৮৭টি পুকুরের মধ্যে জুন/১৯ইং পর্যন্ত সময়ে ১৩৬টি পুকুরের মাছ আহরণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তা থেকে মোট ১২১৮২১ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ১৪৪.৮৬

লক্ষ টাকা। ফলে এ কার্যক্রম থেকে সুফলভোগীগণ তাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ থেকেও ৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জুন/১৯ইং পরবর্তী সময়ে ১৩৬টি পুকুর সমেত মোট ১৮৭টি পুকুওে ২২৬৫৬০টি মাছের পোনা মজুদ করে তাদের পরিচর্যা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, মে ও জুন/২০ ইং সময়ের মধ্যে ১৮৭টি পুকুরের মাছ আহরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবেএবং তাতে সুফলভোগীগণ অধিক পরিমাণে লাভবান হবেন।

৭.৯.২ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ

সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প এলাকায় ৫টি প্লাবনভুমিতে দাউদকান্দি মডেলে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ৪টি স্থানে ১১৯ জন সুফলভোগীর সমন্বয়ে 4 টি প্লাবনভুমিতে দাউদকান্দি মডেলে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ১১৯ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৮৭ জন পুরূষ ও ৩২ জন নারী সুফলভোগী বিদ্যমান। এ কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প থেকে ৩৪.০৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে ২২.৬৬ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ৪টি কার্যক্রমের মধ্যে ৩টি কার্যক্রমের মাছ জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে আহরণ করা সম্পন্ন হয়েছে এবং তা থেকে মোট ৩৫২৮১ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ৫৩.১১ লক্ষ টাকা। জুন/১৯ পরবর্তী সময়ে মোট ৪টি প্লাবনভুমি এলাকায় ৭২৩০০ টি মাছের পোনা মজুদ করে তাদের পরিচর্যা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এপ্রিল ও মে/২০ইং সময়ের মধ্যে ৪টি প্লাবনভুমিতে মজুদকৃত সমুদয় মাছের আহরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে আহরণকৃত মাছের ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফলভোগীগণ ইতোমধ্যে ৩০.৪৫ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। চলতি বছরের মাছ আহরণ সম্পন্নহলে সুফলভোগীদের মোট মুনাফার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

৭.৯.৩ নেট পেনে মাছ চাষ

সংশোধিত ডিপিপি এর সংস্থান মোতাবেক ৯১.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে। তদানুযায়ী জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৫টি নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং এর জন্য ৩৪.৫৩ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাকী ৫টির মধ্যে মার্চ/২০ইং সময়ে নেত্রকোনা জেলায় ১টি নেট পেনে মাছ চাষের জন্য ৯.১৩ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় ৯.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় আরো ৩টি নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই ডিপিপি এর সংস্থানকৃত ১০টি নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নাধীন ৫টি নেট পেনে মাছ চাষের জন্য অনুমোদনকৃত মোট ৩৪.৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০. ৯০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন ৫টি নেট পেনের মধ্যে জুন/১৯ ইং সময়ের মধ্যে ৩টি নেট পেনের মাছ আহরণ পূর্বক মোট ১৮০৮৫ কেজি মাছ উৎপদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ১৮৪৯০৫০.০০ টাকা। এ ৩টি নেট পেনের জন্য জুন/১৯ইং পর্যন্ত সময়ে ছাড় করা হয়েছে ১২৮৪৫৩১.০০ টাকা। ফলে এ কার্যক্রম থেকে সুফলভোগীদের মোট ৫৬৪৫১৯.০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে। জুন/১৯ ইং এর পরবর্তী সময়ে আহরণকৃত ৩টি সহ মোট ৫টি নেট পেনে ৮০১৭২ টি পোনা মাছ মজুদ করে পরিচর্যা

করা হচ্ছে। আশা করা যায়, জুন/২০ ইং মাসের মধ্যে ৫টি নেট পেনের সকল মাছ আহরণ করা **সম্পন্ন হবে এবং তা থেকে সুফলভোগীগণ অনেক লাভবান হবে।**

৭.৯.৪ খাঁচায় মাছ চাষ

সংশোধিত ডিপিপি এর সংস্থান মোতাবেক ৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২ টি সেটের ১২০ টি খাঁচায় মাছ চাষের সুযোগ রয়েছে। জুন/১৯ ইং পর্যন্ত সময়ে ৫টি সেটের ৫০ টি খাঁচায় ৫০ জন সুফলভোগীর সমন্বয়ে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং এ কাজের জন্য ২০৪৫০৫০.০০ টাকার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ ৫০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৪৪ জন পুরূষ এবং ৬ জন নারী সদস্যা রয়েছে। জুন/১৯ ইং সময়ের মধ্যে ৫০টি খাঁচায় দুবার করে মোট ৪১৪৬ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। চলমান অর্থ বছরেও ৫০ টি খাঁচায় ৫০০০০ টি পেনা মাছ মজুত করে পরিচর্যা করা হচ্ছে। আশা করা যায়, মে-জুন/২০ ইং সময়ের মধ্যে ৫০টি খাঁচা থেকে মাছ আহরণ কওে সুফলভোগীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। উল্লেখ্য যে, খাঁচায় মাছ চাষ একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি যেথায় পুরুষের পাশাপাশি নারী সদস্যাগণও খাচায় মাছ চাষের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালনে সক্ষম।

৭.৯.৫ শুটকী মাছ উৎপাদন

সংশোধিত ডিপিপি এর সংস্থান মোতাবেক প্রকল্প এলাকায় ২০ জন সুফলভোগীর মাধ্যমে ২ টি দলে ২.০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুটকী মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় ২টি দলের ২০ জন নারী সুফলভোগীর মাধ্যমে ২.০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে সুটকী মাছ উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চলতি বছরসহ ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমে তিনটি কর্ম বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ কর্ম সময়ের মধ্যে দুটি দল থেকে মোট ২১০২ কেজি সুটকী মাছ উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ১৩০৬৬৪০.০০ টাকা। ফলে নারী সুফলভোগীগণ সুটকী মাছ উৎপাদন কাজের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১১০৬৬৪০.০০ টাকা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সুটকী মাছ উৎপাদনে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি নারী সুফলভোগীগণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিরাপদ সুটকী মাছ উৎপাদনের কলাকৌশল রপ্ত করে তাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুটকী মাছ উৎপাদনের যাবতীয় কাজ কর্মে নারী সুফলভোগীগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহন করে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

৭.১০ জীবনমান উন্নয়নে মাছ চাষের ভূমিকা

- সাধারণভাবে সুফলভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের নূতন করে কাজের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। ফলশ্রুতিতে পারিবারিকভাবে তাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে।
- মাছ চাষ বিষয়ে তাদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাতে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মাছ চাষ বিষয়টি লাভজনক হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় আশেপাশের লোকালয়ে মাছের চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে;
- মাছ চাষে সফলতার পর সুফলভোগীগণ মাছ চাষের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে আয় বৃদ্ধির পাথেয় খুজে পাচ্ছে।

৭.১১ প্রকল্পের মৎস্য চাষ বিষয়ক কার্যক্রম বিশ্লেষণ

মোট ১২টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১২টি গ্রাম হতে ৬০ জন মৎস্য চাষীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরুপ:

				গড়
১.	মৎস চাষের জমির পরিমাণ (শতাংশ)	২৫ জন জানিয়েছেন	৩৭২৭ শতাংশ	১৪৯ শতাংশ
২.	মৎস্য চাষ উপযোগী নিজস্ব পুকুর/ জলাশয়	২৫ জন জানিয়েছেন	৩০৬টি	১২টি
৩.	পুকুর/ জলাশয় তৈরিতে শতাংশ প্রতি খরচ	৩০ জন জানিয়েছেন	১২৭০৪৫.০০ টাকা	৪২৩৫.০০ টাকা
৪.	চলতি বছরে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ	৬০ জন জানিয়েছেন	৩০১৭৫০ কেজি	৫২৯৪ কেজি
৫.	মন প্রতি মাছ পরিবহণের খরচ	১৫৮.০০ টাকা		
৬.	মাসে গড়ে মাছ বিক্রির পরিমাণ	৩৭৫৩০.০০ টাকা		
৭.	বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য চাষ	কাতলা, কালবাউশ, গ্রাসকাপ, চিংড়ি, টেংরা, তেলাপিয়া, পাংগাস, পুটি, মাগুর, মৃগেল, রুই,শিং, শোল		
৮.	উৎপাদিত মাছের বাজারজাতকরণ	স্থায়ী ক্রেতা (৩৮%), হাট-বাজার (৪১%), আড়ৎদার (৩০%)		
৯.	মাছ বিক্রয়ে যানবাহনের ব্যবহার	অটো রিক্সা ও ভ্যান (১০%), ট্রলারে (৫%), নৌকা ও ভ্যান (১৭%), মাথায় করে (১%), সিএনজি ইত্যাদি (১%), পিকআপ/ মিনি ট্রাক (৬%), রিক্সা (২০%);		
১০.	পোনা সংগ্রহের উৎস	উপজেলা ফিশারিজ কেন্দ্র , প্রাকৃতিকভাবে, হ্যাচারী, ময়মনসিংহ, স্থানীয় পাইকার;		
১১.	প্রশিক্ষণের ধরণ	মৎস্য অভয়াশ্রম, মা মাছ সংরক্ষণ, খাঁচায় মাছ চাষ, জলজ আবাদ,পুকুরে মাছ চাষ, বিলের মাছ ধরার পদ্ধতি, শুটকি তৈরী ইত্যাদি	প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (২৬.৭%) প্রশিক্ষণ পাননি (৭৩.৩%)	
১২.	প্রকল্পের প্রযুক্তি সম্পর্কে মতামত	মৎস্য চাষ প্রকল্পে আরো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে অধিক উৎপাদন ও লাভবান হওয়া যেত।		

৮ অষ্টম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সাফল্য গাঁথা (Case Study)

৮.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বদিকের হাওর এলাকার ৫টি জেলায় চলমান এই প্রকল্পটির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগণের দারিদ্র বিমোচন, অসহায়ত্ব হ্রাসকরণ, বাজার অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক সেবা উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড উন্নয়ন, ফসল উৎপাদনে ঝুঁকি হ্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা, মৎস্য সম্পদে বর্ধিত অংশ গ্রহণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে বেশ কিছু প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতি স্বরুপ ৪ (চার)টি সাফল্য গাঁথা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৮.২ সাফল্যগাঁথা-১: রুজিনা খাতুন একজন সাবলম্বী নারী

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ রুজিনা খাতুন কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার বুরুদিয়া ইউনিয়নের মান্দারকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। দরিদ্র দিন মজুর পিতার আট সন্তানের সবার ছোট রুজিনা। যখন সে ৫ম শ্রেনীতে পড়ে তখন একই ইউনিয়নের মান্দারকান্দি গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর মোঃ স্বপন এর সাথে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। স্বামী স্বপন দিনমজুর, বছরের সবসময় কাজও থাকত না এবং রোজগারও কম ছিল ফলে সংসারে খুবই অভাব ছিল। নিজে বাইরে যেয়ে কোন কাজ করবেন এ রকম সুযোগও ছিল না। তাই তাদের সংসারে অনাটন লেগেই ছিল।

অতিত দুর্দশা/সমস্যাঃ রুজিনা খাতুনের স্বামী ছিলেন দরিদ্র দিনমজুর। তার একার আয়ে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বছরে প্রায় ৩ মাস দু'বেলা খাবারের সংস্থান হতো না। পরিবার নিয়ে রোজিনা অনিশ্চত জীবন-যাপন করছিলেন। অসুস্থ হলে চিকিৎসা করানোর সামর্থ ছিলনা। আর্থিক অবস্থা এমনই খারাপ ছিল যে, ২০১৫ সালে তার মেয়ের বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বশুরবাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও, অভাবের কারনে ৯ম শ্রেনীতে পড়া অবস্থায় তার ছেলেকে ৩ বছর পূর্বে মোটর ম্যাকানিক্স এর কাজ শেখানোর জন্য সিলেট পাঠিয়ে দেন।

সুযোগপ্রাপ্তি ও কর্মকান্ড গ্রহনঃ ২০১৬ সালে এলজিইডি এর আওতায় হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মী পুকুর জরিপ করতে গেলে রুজিনার সাথে পরিচয় হয় এবং সে তার স্বামীর ২০ শতাংশের পুকুরটিতে মাছ চাষের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রুজিনা তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর পুকুরটি প্রকল্পভুক্ত করে এবং গত ৩০শে মার্চ ২০১৬ ইং তারিখে “বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ” শীর্ষক দিনব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় জেলা মৎস্য অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ হতে ৩ দিনব্যাপী “মৎস্য চাষ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহন ও বাস্তবে বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য প্রকল্প হতে ৩ বছর মেয়াদী ৪৬,৬০৮.০০ (ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত আট টাকা) টাকা সুদমুক্ত ঋন গ্রহন করেন এবং এ পুঁজি দিয়েই তিনি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। এরপর গত ১৯শে সেপ্টেম্বর,২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আওতায় “পুকুরে পোনা মজুদ পরবর্তী কার্যক্রম ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক ১ দিনের আরো একটি প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মকর্তাদের পরামর্শ মোতাবেক পুকুরে পোনা মজুদ করে নির্দিষ্ট অনুপাতে নিয়মিত খাবার দিতে থাকেন। রুজিনা খাতুন নিজে নিয়মিত পুকুর দেখাশুনা ও ১৫ দিন পরপর মাছের বৃদ্ধি (দৈর্ঘ্য ও ওজন) পর্যবেক্ষন করতে থাকেন। এভাবে নিবিড় পরিচর্যার ফলে পোনা মজুদের ৩ মাসের মধ্যেই মাছ বিক্রয়ের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং তিনি মাছ বিক্রয় শুরু করেন। প্রথম বছরেই মোট ১,১০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রি করেন। ২য় বছরে ১টি পুকুর

হতে ৬৮,৭০০.০০ টাকার মাছ বিক্রি করেন এবং ৩য়/চলতি বছরে মোট ৪টি পুকুরে মোট ৩,৭০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রি করেছে এবং আরো আনুমানিক ৪,০০,০০০.০০ টাকার মাছ পুকুরে রয়েছে।

বর্তমান অবস্থা ঃ রুজিনা এলাকার মডেল মৎস্য চাষী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। রুজিনার সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছ চাষে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। তিনি নিজস্ব ১টি পুকুরসহ এলাকার আরো ৩টি পুকুর লিজ নিয়ে সফলভাবে মাছ চাষ করে যাচ্ছেন এবং এ বছরে ৪টি পুকুরের আংশিক আহরনে ৩,৭০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রয় করেছেন এবং আরও ৪,০০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রয় করবেন বলে আশা করছেন। পুকুরের পাড়ে কলার বাগান করে বাড়তি ২০,০০০.০০ টাকা আয় করেছেন। ১ম বছরের মাছ বিক্রির ২০,০০০.০০ টাকা দিয়ে একটা গরু ক্রয় করেছিলেন যা পরবর্তীতে ৩৭,০০০.০০ টাকা বিক্রি করে মুরগীর খামার তৈরীর কাজে লাগিয়েছেন। রুজিনা এখন ব্যাবসায়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি ব্রয়লার/সোনালী মুরগির ফার্ম তৈরী করেছে এবং ফার্মটিতে এক ব্যাচে ৪০০০ (চার হাজার) মুরগি পালন করা যায়। এ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে মুরগী বিক্রি করে মোট প্রায় ২,২০,০০০.০০ টাকা লাভ করেছেন। বর্তমানে খামারে ৪০০০ (চার হাজার) মুরগী রয়েছে যাতে প্রায় ৪,০০,০০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করা রয়েছে।

প্রাপ্ত সুফলঃ রুজিনাকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এলাকার মানুষ চিনতে শুরু করেছে। পরিবার ও সমাজে রুজিনার অবস্থা ও অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। পার্শ্ববতী অনেকে তার কাছে মাছ চাষসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসে।রুজিনা এখন স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এখন তার পরিবারের বার্ষিক আয় প্রায় ৪,৭০,০০.০০ টাকা। তিনি সংসারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অনেক নুতন বিনিয়োগ করেছেন- যেমন: ১০,৫০০.০০ টাকা ব্যয়ে একটি স্যালোমেশিন ক্রয় করেছেন, ১০০ শতাংশের একটি পুকুর বার্ষিক ১৫,০০০.০০ টাকা ইজারা মূল্যে, ৩৫ শতাংশের একটি পুকুর বার্ষিক ৮,০০০.০০ টাকা ইজারামূল্যে, ৭০ শতাংশের একটি পুকুর বার্ষিক ২৮,০০০.০০ টাকা ইজারামূল্যে নিয়েছেন এ খাতে তিনি প্রায় ২,০০,০০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন । এছাড়া তিনি ১৫ শতাংশ জমিতে কলা চাষ করেছেন। ২,৫০,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে মুরগীর ফার্ম তৈরী করেছেন। ২,৫০,০০০.০০ টাকা দিয়ে বাড়ীর পাশে ৯ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন। ৩,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে তিনি বাড়িতে একটি রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। ১০,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ঘরের আসবাব ক্রয় ও ১৮,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে একটি টিভি ক্রয় করেছেন। প্রায় ৪০,০০০.০০ টাকা ব্যয় করে মেয়ের শশুরবাড়ী পাঠিয়েছেন। রুজিনা এ পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছেন প্রায় ৮,৫০,০০০.০০ টাকা। বাৎসিরক লাভ আনুমানিক ৪,৭০,০০০.০০ টাকা।

সমাজে গ্রহনযোগ্যতা ঃ রুজিনা খাতুন সমাজে একজন পরিচিত নারী। তিনি নারী পুরুষের সম্পর্ক-ভূমিকা সম্পর্কে তার এলাকাবাসীকে সচেতন করে থাকেন। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং বিচারে তিনি অংশগ্রহন করেন ফলে এলাকার নানা বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। যেমনঃ নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহের ঘটনা ঘটলে সে তার নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদে বিষয়টি জানিয়ে দেন। জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন করতে এলাকাবাসীকে সচেতন করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহনে অবদান রাখেন, যৌতুক বিরোধী কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করে থাকেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ তিনি মাছ চাষ ও মুরগী পালনকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। এই কার্যক্রম তিনি আগামীতে আরও ভাল ভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং সামনে তার প্রথম লক্ষ্য একটা মৎস্য হ্যাচারী ও আরো মুরগীর খামার সম্প্রসারন করা এবং নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

৮.৩ সাফল্যগাঁথা-২: বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষে নারীর সাফল্য

মোছাঃ লাল বানু, নাসরিন আক্তার, দিলবাহার ও লিপি আক্তার হাওর বেষ্টিত হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় নোওয়ানগর গ্রামে দরিদ্র বাসিন্দা। চাষাবাদেও জন্য কোন জমি না থাকায় অভাব ও অনটনের কশাঘাতেই তাদের জীবন আবর্তিত। অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে যা আয় হত তাদিয়েই কোনরকমে সংসার পরিচালিত হয়। কিন্তু হাওড় অঞ্চলের পারিপার্শিক অবস্থা বড়ই বিচিত্র। প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের ফসল নষ্ট করে দেয়। ফলে প্রায় সময়ই মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সংসারের খরচ বহন করতে হয়। এহেন অবস্থায় ছেলে মেয়ে নিয়ে অতি কষ্টের মাঝে দিনাতিপাত চলতে থাকে। এমন সময় ২০১৭ইং সালের মার্চ মাসে হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন বসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য মাঠ পর্যায়ে পুকুর জরিপকালে লাল বানু ও অন্য তিন জন নারীর সাথে পরিচয় ঘটে এবং বসতবাড়ীর পুকুওে মাছ চাষ কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনাকালে তারা তাদেও পরিত্যাক্ত পুকুরে মাছ চাষের আগ্রহ প্রকাশ করেন। উন্নয়ন সহযোগী জাইকার অর্থায়নে হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে চার জন নারী সদস্যাকে নিয়ে ১৩০ শতকের একটি পুকুরে ২০১৭ইং সালের এপ্রিল মাসে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্প থেকে তিন বছর মেয়াদী ১৯৭২৯১.০০ টাকা বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং এতদলক্ষ্যে পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ পদ্ধতি ও খাদ্য প্রয়োগ, বিভিন্ন রোগবালাই দমন ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে এক দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া, মাছের পোনা সংগ্রহ, পুকুওে মজুদ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করেন। এ সময়কালে পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, খাদ্য ও অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ২০৫৮৫৯.০০ টাকা খরচ হয় এবং ৩০৫১ কেজি মাছ উৎপাদন হয় যার বিক্রয় মূল্য ৩৩৫৮৫৯.০০ টাকা। খরচ বাদে সাত মাসে নীট লাভ হয় ১৩০০০০.০০ টাকা। প্রতি সদস্যাগণ ৩২৫০০.০০ টাকা করে লভ্যাংশ গ্রহণ করেন। তাদের এ কার্যক্রমের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর আজমিরীগঞ্জ কর্তৃক ২০১৮ইং সালের সফল ও সেরা মৎস্যচাষী নির্বাচিত হন। ২০১৮ইং সালের বেগম রোকেয়া দিবস উৎযাপন উপলক্ষ্যে আজমিরীগঞ্জ উপজেলার অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী হিসাবে শ্রেষ্ট জয়িতা নির্বাচিত হয়ে দলের মধ্য থেকে মোছাঃ দিলবাহার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক এবিসি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা ও পুরুষ) আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ এর উপস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে

পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, খাদ্য ও অন্যান্য খরচ বাবদ তাদেও নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ১৮০৮৪৫.০০ টাকা খরচ কওে ৩৩৮২ কেজি মাছ উৎপাদন করে ৩৬৮২৯০.০০ টাকা আয় করেন। খরচ বাদে নীট লাভ হয় ১৮৭৪৪৫.০০ টাকা এং প্রতিজন সদস্যা সাত মাস সময়ের মধ্যে ৪৬৮৬১.২৫ টাকা লভ্যাংশ গ্রহন করেন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও উক্ত পুকুরে অনুরুপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে সদস্যাদের পরিবারে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে এবং পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করছেন।

৮.৪ সাফল্যগাঁথা-৩: মৎস্যজীবিদের জীবনমান উন্নয়নে সুরাইয়া বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সুরাইয়া বিলটি সুনামগঞ্জ জেলার দঃ সুনামগঞ্জ উপজেলার শিমুলবাক ইউনিয়নের জীবদাড়া গ্রামে অবস্থিত। বিলের মোট আয়তন ১৩.৩ একর। আজ থেকে অনেক বৎসর পূর্বে এই বিলে প্রচুর পরিমাণ দেশীয় প্রজাতির বড় এবং ছোট জাতের অনেক প্রকার মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। মাছের এমন প্রাচুর্যতা দেখে স্থানীয় জনগণের মধ্যে মাছ আহরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ ইং হতে উপজেলার কিছু স্থানীয় প্রভাবশালী বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমিতির নামে বিলটি উপজেলা প্রশাসন হতে ইজারা গ্রহনের মাধ্যমে ভোগ দখল করতে থাকে। কোন বছরই বিলের

তীরবর্তী গ্রামের লোকজন ইজারা গ্রহন করে ভোগ দখল করার সুযোগ পায়নি। এমনকি বিলের পাশের গ্রামের লোকজন নিজেদের খাবারের জন্য কখনো মাছ আহরণ করতে পারেনি। এভাবে ইজারা প্রদানের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়। আর তাই ইজারা গ্রহিতাগণ যে কোন উপায়ে যথেচ্ছা ভাবে মৎস্য আহরণ করতেন। অধিক হারে মাছ আহরণের ফলে তখন থেকেই কিছু কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হতে শুরু করে। এমনি পরিস্থিতিতে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আলোকে দেশের খাস জলাশয় ও জলমহাল সমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকুলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিলের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে এলজিইডি এর অধীনে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিলটি এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়।

বিইউজি (বিল ব্যবহারকারী সংগঠন) গঠন:

গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হলে এলজিইডি এর উপজেলা অফিস হতে প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ মাষ্টার হাউজহোল্ড সার্ভের মাধ্যমে মৎস্য কার্ডধারী, মৎস্য কার্ডবিহীন, খন্ডকালীন, অন্যান্য পেশাজীবি সদস্যদের যাচাই বাছাই এবং টাইম লাইন ও স্টেকহোল্ডার এনালাইসিসের পর তিনটি সাধারণ সভার মাধ্যমে ২০১৬ইং সনের মে মাসের ২৯ তারিখে সুরাইয়া বিলের জন্য ২১ পুরুষ ও ১০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে একটি বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিইউজি) গঠন করে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিলটি হস্তান্তর করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিল উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রম: বিলটি বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের নিকট হস্তান্তরের পর যে সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে সে গুলো হচ্ছে- বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের নিয়মিত মাসিক সভায় যোগদান ও মাসিক সঞ্চয় সংগ্রহ; দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন; বিলে বিস্তৃত ঝোপজার ও কচুরিপানা পরিষ্কার; মাছের স্বাস্থ্য ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা; বিলের উপযুক্ত স্থানে গাছের ডালপালা ও বাঁশ দিয়ে মাছের আশ্রয় স্থল নির্মাণ; নিয়মিতভাবে বিলের পাহাড়া নিশ্চিত করা; বিলের মৎস্য আহরণ; বিলের ইজারা প্রদান; বিল পুন:খনন করা, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন; মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং বিলের পাড়ে সুবিধাজনক স্থানে জলজ বৃক্ষ রোপণ ও পরির্চযা করা। বিলটি ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের নিকট ১৪২৩ বাংলা সনে বিলটি হস্তান্তরিত হয়। তার পর থেকেই সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে সদস্যগণ প্রতি মাসে মাসিক সভার আয়োজন করে নিয়মিতভাবে সঞ্চয় আদায় করে। এপর্যন্ত ১২৭১০০ টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। বিলে অভয়াশ্রম রক্ষার্থে পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় বিলের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড, মৎস্য আহরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষা ও বিলের যাবতীয় সমস্যা মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করেছে।

বিলটি প্রকল্পে হস্তান্তরের পূর্বাবস্থা:

শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রায় বিলটি ইজারা দেয়ার ফলে ইজারা গ্রহিতাগণ নির্বিচারে মৎস্য আহরণের ফলে বিলটি প্রায় মৎস্য শূন্য হযে যায়। তদুপরি পলি জমার কারণে দিনের পালাক্রমে বিলটি ক্রমান্বয়ে ভরাট হতে থাকে। বিলটি ভরাট হয়ে অগভীর হওয়ায় শুকনা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই পানির পরিমাণ হ্রাস পেতো । ফলে মাছের আবাসস্থল বলতে তেমন কিছুই থাকতোনা এবং প্রজনন মৌসুমে পানির অভাবে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যহত হতো । কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সেচের অভাবে বোরো ধানের আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হতো। ফলে কৃষকেরা কম খরচে এবং অতি সহজে ভু-উপরস্থ পানি ব্যবহার করতে পারতো না। যার কারণে ফসলের উৎপাদন কম হতো এবং হাওর ও প্লাবনভূমির জীববৈচিত্র্য রক্ষা বাধাগ্রস্থ হতো।

বিল খননের পরের অবস্থা:

বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের সহায়তায় সুরাইয়া বিলের পুন:খননের কাজ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১৬.০৩.১৯ ইং তারিখে সম্পন্ন করা হয়। বিলে মাছের প্রজাতি, অভায়শ্রম, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিলের গভীরতম অংশে মাছের প্রজাতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিলটি খনন করার ফলে মাছের আশ্রয়স্থল, মাছের চলাচল ও বিলে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো মৌসুমে বিলের পাশের কৃষি জমিতে কৃষকেরা কম খরচে এবং অতি সহজে ভু-উপরস্থ পানি ব্যবহার করতে পারছে। এতে আগাম বন্যা হতে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে বলে স্থানীয় জনগণ ও বিইউজি'র সদস্যদের প্রত্যাশা।

মৎস্য আহরণ:

বিল হস্তান্তরের ১ম (১৪২৩) বছর থেকেই মৎস্য আহরণ শুরু হয়। ইতোমধ্যে ১৪২৬ বাংলা সন পর্যন্ত ৪ বছরের মৎস্য আহরণ সম্পন্ন হয়েছে। সুরাইয়া বিলে ১৪২৫ বাংলা সন পর্যন্ত সর্ব মোট ৩০৩৪.৫ কেজি মাছ আহরিত হয়েছে যার বাজার মূল্য ৪৭৫৬০০ টাকা। এ থেকে সর্বমোট লভ্যাংশ পেয়েছে ৯২৭০০ টাকা; মুজুরী পেয়েছে ১১২৭৬০ টাকা এবং ইজারা প্রদান করা হয়েছে ৯০৯৯৩ টাকা। লভ্যাংশের টাকা বিইউজির ৩১ জন সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ফলে বছর ভিত্তিক মাছের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে মুজুরী ও লভ্যাংশের হার। মাছ আহরণ, শ্রমিকর মজুরী, সঞ্চয় জমা, ইজারা মূল্য প্রদান, কাঠা বাঁশ ক্রয় ও পাহারাদারদের খরচের যাবতীয় তথ্যাবলী বিইউজির সদস্যরা তাদের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করেন। ১৪২৬ বাংলা সনে প্রায় ৫-৬ লক্ষ টাকার মাছ আহরিত হয়েছে।

বিলে অভয়াশ্রম স্থাপন:

বিলে মাছের প্রজাতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিইউজি'র সদস্যরা নিজেস্ব উদ্দোগে একটি অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। মাছ যাতে চুরি না হয় সেজন্য তারা অভয়াশ্রম রক্ষার্থে সার্বক্ষণিক একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। বিল খনন ও অভয়াশ্রম স্থাপনের পর অভয়াশ্রমে ৩৫০ টি কার্প জাতীয় মাছের (রুই, কাতলা ও মৃগল ইত্যাদি) পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান অভয়াশ্রমে প্রায় দুই লক্ষ টাকার মাছ আছে বলে বিইউজির সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেণ যা আগামী ১৪২৬ বাংলা সনে আহরণ পূর্বক ৫-৬ লক্ষ টাকা আয় হবে।

ক্ষতিপূরুণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম:

মৎস্য আইন বাস্তবায়নকল্পে বছরের নির্দিষ্ট সময় বিলে মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকার কারণে উক্ত সময়ে বিকল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিইউজি'র সদস্যদের মধ্যে বিগত ০৬/১২/২০১৭ইং তারিখ ১০ জন মহিলা সদস্যাকে ১০০০০ টাকা হিসাবে মোট ১০০০০০ টাকা এবং ২৪/০৭/২০১৯ ইং তারিখে ১৯ জন বিইউজি'র সদস্যদেরকে ১০০০০ টাকা হিসাবে মোট ১৯০০০০ টাকা সহ মোট ২৯০০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১০ জন মহিলা সদস্য তাদের প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের চাহিদা অনুযায়ী গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও নৌকা ক্রয় করেন। বিইউজির মহিলা সদস্যাদের মধ্যে মোসাঃ আছিয়া বেগম সবচেয়ে সফল মহিলা । তাকে প্রথমে প্রকল্প থেকে ১০০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি ১০০০০ টাকার সাথে আরও ১২০০০ টাকা বিনিয়োগ করে মোট ২২০০০ টাকা দিয়ে তিনি একটি বকনা গরু ক্রয় করেন। ৬ মাস পরে গরুটি একটি বাচ্চা প্রসব করে এবং পরের বছর আরও একটি বাচ্চা প্রসব করে। গরুর দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি একটি ভেড়া ক্রয় করেন। ভেড়াটি তিন মাস পরে একটি বাচ্চা প্রসব করে এবং পরবর্তীতে আরও দুটি বাচ্চা প্রসব করে। বর্তমানে গরু ও ভেড়াসহ তার কাছে ৫৩০০০ টাকার মূলধন রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ জন সদস্য প্রত্যেকেই বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন। তাদেও মোট লাভ হয়েছে ২৮২২০০ টাকা এবং বর্তমানে তাদের যে সম্পদ রয়েছে তার বাজার মূল্য হবে প্রায় ৫১৬৯০০ টাকা।

অতএব, সুরাইয়া বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলে সুফলভোগীদের বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মহিলা সদস্যাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সদস্যদেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; আয় বৃদ্ধি ও পুজি গঠিত হয়েছে এবং আপদকালীন সময়ে বিকল্প জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থের সংস্থান ঘটেছে।

৮.৫ সাফল্যগাঁথা-৪: জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিয়ামতপুর-গুনধর জিসি সড়ক ভায়া ফাজিলখালি বাজার সড়ক

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ জেলার উপজেলাধীন উন্নয়ন সহযোগী জাইকার অর্থায়নে হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন নিয়ামতপুর- গুনধর জিসি সড়ক ভায়া ফাজিলখালি বাজার সড়কটি (চেইনেজ: ২৪০৮-৮০৪০) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। রাস্তাটি কিশোরগঞ্জ- করিমগঞ্জ সড়কের নিয়ামতপুর থেকে শুরু হয়ে করিমগঞ্জ-গুনধর সড়কের মরিচখালী বাজারে মিলিত হয়েছে। রাস্তাটির প্রাক্কলিত মূল্য ১৫৮১.২৭ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৫৬৩.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৬০মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজ অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে দুই পাশের জনপদের মাঝে সংযোগ সম্ভব হয়েছে এবং সড়কটি সবসময় ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে ইটনা ও করিমগঞ্জ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ফাজিলখালি বাজার, মরিচখালী বাজার ও পানাহার বাজারে মাছ ও কাঁচামাল নিয়ে আসেন এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে নিয়ে যেতে পারেন ফলে এলাকায় ব্যবসা বানিজ্যের ব্যপক প্রসার ঘটছে। ইটনা ও করিমগঞ্জ থেকে সহজেই মানুষ মরিচখালী বাজারে আসতে পারেন এবং করিমগঞ্জ- নিকলী সড়ক হয়ে নিকলী যেতে পারেন। সড়কটি এই তিন উপজেলার মধ্যে একটি সেতুনন্ধন হিসেবে কাজ করবে। রাস্তাটি ব্যবহার করে প্রতিদিন হাজার হাজার শিক্ষার্থী রাস্তাসংগল্ন তিনটি স্কুল ও একটি মাদ্রাসায় যাতায়াত করতে পারছে যেখানে পূর্বে নৌকা ব্যবহার করে যাতায়াত করায় প্রায়ই দূর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিলো। মুসল্লিরা সহজেই রাস্তার সাথে অবস্থিত কয়েকটি মসজিদে নামাজ আদায় করতে যেতে পারছেন। নিয়ামতপুর ও গুনধর ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে অবর্ণনীয় দুর্দশার স্বীকার হতো এখন রাস্তাটি ব্যবহার করে সহজেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে পারছেন। হাওড়ের বিস্তীর্ন এলাকার ধান ও অন্যন্য ফসল সহজেই সড়কটি দিয়ে পরিবহন করতে পারছেন যা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। রাস্তাটির ১৮৩২মিটার (চেইনেজ: ২৪০৮-৪২৪০মি:) আরসিসি দ্বারা নির্মিত যার মধ্যে ৮০০মিটার গ্রামের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং বাকি অংশ হাওড়ের মাঝ দিয়ে সাবমার্জিবল সড়ক। সাবমার্জিবল সড়কের শেষ অংশ ফাজিলখালী বাজারে মিলিত হওয়ার স্থানে লেভেলের তারতম্য থাকায় হাওড়ের পানির ঢেউয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল যাতে সড়কটির উদ্দেশ্য ব্যহত হতো। পরবর্তীতে প্রাক্কলনটি সংশোধন করে এই স্থানে (চেইনেজ: ৪১০০-৪১৬০মি:) ৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০মিটার র‍্যাম্প অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। র‍্যাম্পের দুই পাশে আরসিসি ওয়াল করায় সড়কটি হাওড়ের ঢেউয়ে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে । সড়কটির ১৩০০মিটার অংশ (চেইনেজ: ৪২৪০-৫৫৪০মিটার) মাটি ভরাট করে সবসময় ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে এবং এক পাশে সিসি ব্লক দিয়ে প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে । প্রটেকশনের ফলে পার্শবর্তী গ্রামও ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। রাস্তাটির মরিচখালী বাজার ব্রীজ সংলগ্ন অংশে ৬০০মিটার (চেইনেজ: ৭২৭৮-৭৮৭৮মি:) খালের পাড় দিয়ে অবস্থিত যেখানেও সিসি ব্লক দিয়ে খালে রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করা হয়েছে। মরিচখালী বাজারে ১৬২মিটার (চেইনেজ: ৭৮৭৮-৮২৪০মি:) আরসিসি ঢালাই দেওয়া হয়েছে যাতে বাজারের অংশে রাস্তাটির স্থায়ীত্ব বাড়বে। হাওড়ের অংশে সাবমার্জিবল রাখায় পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না ও নৌকা চলাচলে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। অল ওয়েদার অংশে পানি চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত কালভার্ট রাখা হয়েছে। সড়কটি বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট দুটি ইউনিয়ন ছাড়াও করিমগঞ্জ, ইটনা ও নিকলীর মানুষের জীবনমানের ব্যপক উন্নয়ন ঘটবে।

৯ নবম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

৯.১ ভূমিকা

SWOT Analysis হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্ত রুপ। এটি হচ্ছে একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, সবল দিকসমূহ (Strengths) ও দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সুযোগসমূহ (Opportunities) ও ঝুঁকিসমূহ (Threats) বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প অফিসের সঙ্গে আলোচনা; KII, FGD ও স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP)" এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় সুফলভোগীদের প্রদত্ত তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরুপ SWOT Analysis করা হয়েছে যাতে করে ভবিষ্যতে একই ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হয়:-

৯.২ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)

- প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে;
- এলজিইডির সাংগঠনিক সেটআপটি স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা ও উপজেলা) বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে;
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট একই প্রকৃতির প্রকল্প বাস্তবায়নের এলজিইডির পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে;
- এইচএফএমএলআই প্রকল্পের অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত জনশক্তি;
- স্থানীয় সংশ্লিষ্ট পক্ষ/ সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ;
- জন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ;
- প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য আইজিএ প্রশিক্ষণ;
- বিল ব্যবহারকারী গ্রুপের সদস্যদের মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে;

৯.৩ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)

- সময়মত ভূমি অধিগ্রহণ করতে না পারা;
- প্রশিক্ষনের ফলাফল যাচাই করার ব্যবস্থা না থাকা;
- ডিজাইন এবং তদারকি পরামর্শদাতা ফার্মকে দেরীতে নির্বাচনের কারণে প্রকল্পের কার্যক্রমে বিলম্ব;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল জনবল নিয়োগ না দেওয়া;
- ভূমি মন্ত্রনালয় সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সঠিক সমন্বয় রক্ষা না করা;
- কার্যকর এবং শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;

৯.৪ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities)

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- এলাকার জনগনের প্রকল্পের কাজে কর্মসংস্থান;
- স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাজের সুযোগ;
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ;

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, খাঁচার মাছ চাষের ব্যবস্থা, খাস জমি উদ্ধার করে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব;
- দরিদ্র মৎস্য জীবীদের বিলে মাছ ধরার সুযোগ বৃদ্ধি, মৎস্য উন্নয়নে খাল ও বিল খনন, মৎস্য জীবীদের জীবন মান উন্নয়ন;
- যানবাহন দ্রুত চলাচলের ফলে সময় ও অর্থ সাশ্রয়;
- সঞ্চয় বৃদ্ধি, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া;
- জেলেদের মাধ্যমে বিলে প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ ও নেতৃত্ব তৈরীতে ভূমিকা রাখা এবং
- প্রকল্প এলাকায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে।

৯.৫ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)

- প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতা;
- করোনার ভাইরাস প্যানড্যামিকের কারণে নির্মাণ কাজ স্থবির হয়ে পরা;
- নির্মাণ কাজ চলাকালীন সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- আকস্মিক বন্যার ফলে সৃষ্ট প্লাবন;
- খাল ও বিলে খননের পরে আগাম বন্যায় আবার ভরাট হয়ে যাওয়া ও বন্যার রাস্তার ক্ষতি;
- হাওড় অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারায় অত্র অঞ্চলের মানুষের জীবন মান ও সম্পদ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে;
- বিল ও খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণের পর তাহা মনিটরিং এর অভাবে মরে যাওয়া এবং

১০ দশম অধ্যায়ঃ বিশেষ পর্যবেক্ষণ

১০.১ অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে অর্থাৎ পণ্য কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব

প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা মোকাবেলা করতে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিস্পন্ন করার জন্য প্রকল্প অফিসকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য প্রকল্পে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রকল্পটি প্রাক্কলিত সময় থেকে কিছুটা বিলম্বে শুরু হয়েছে। যেমন, ডিজাইন এবং তদারকি পরামর্শদাতা ফার্মকে দেরীতে নির্বাচনের কারণে প্রকল্পের কার্যক্রমে বিলম্ব।

তবে ডিপিপি সংশোধনে বিলম্বের কারনে কিছুটা হলেও প্রকল্পটি বিঘ্নিত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনগনের সহায়তা না পাওয়ায় কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়া এবং জলমহাল ইজারা প্রদানে ভূমি মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তিতে দীর্ঘসুত্রিতার কারণে প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্হ হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে ঠিকাদারদের সাথে চুক্তি করতে বিলম্ব হওয়ায় পুর্ত ও সংস্কার কাজ সময়ত শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন প্রকার বাধার কারণে উপরোক্ত বিষয়গুলো মোকাবেলা করে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১০.১.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও বিলম্বের কারণ পর্যালোচনা

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প অফিসকে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। স্হানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করতে না পারা, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সময়মত সম্পন্ন করতে না পারা এবং নির্দিষ্ট সময়ে জনবল নিয়োগ দিতে না পারা এ প্রকল্পের বিলম্ব তথা সকল প্রতিবন্ধকতার মূল কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এ সমস্যা গুলোর মধ্যে কিছু সমস্যার ইতোমধ্যে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। তবে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা এখনও সমাধান করা যায়নি।

১০.১.২ ব্যবস্হাপনায় দুর্বলতা

প্রকল্প ব্যবস্হাপনার দুর্বলতার কারণে ক্রয় প্রক্রিয়া, গ্রুপ গঠণ, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি যথাযথ সময়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্হানের মাত্র ৫৭.৯৯১% অর্থ প্রকল্পটির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ হতে ২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্হানের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮৪.১৫ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮০.৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই তিনটি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২০৩.৭৫ কোটি টাকা। জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে আগামী দু'টি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৯৫.৫২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে।

স্হানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে না পারাও প্রকল্পের একটি বড় দুর্বলতা বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। জেলা পর্যায়ে জনবল সল্পতার কারণে প্রকল্পটির কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার অন্যতম কারণ বলে প্রতিয়মান।

১০.২ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন (Exit Plan)

১০.২.১ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর অবকাঠামো হস্তান্তর ও রক্ষনাবেক্ষনের প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan)

১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রধানতঃ ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক সমূহের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে;

২) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ এবং এলজিইডি সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ সড়ক সমূহের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দায়িত্ব নেবে;

৩) Community সদস্যগন এবং উপকারভোগী স্বতন্ত্র পরিবারগুলি গ্রাম সুরক্ষা কাজের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে;

৪) মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি গ্রামীণ বাজার পরিচালনা, সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে;

৫) বিল ব্যবহারকারী গোষ্ঠীগুলি প্রাথমিকভাবে অনানুষ্ঠানিক এবং পরবর্তিতে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা নিয়ে নিবন্ধন করে সমবায় ভিত্তিতে জলাশয় সমূহ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে;

৬) বেসরকারী খাত বাজার সংযোগ (Market Linkage) বৃদ্ধি করে প্রকল্প অঞ্চলের উদ্বৃত্তত কৃষি পন্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দোগ গ্রহণ করবে; এবং

৭) অন্যান্য স্থানীয় পরিষেবা সরবরাহকারীরা প্রয়োজনীয় একাধিক আনুষঙ্গিক পরিষেবা সরবরাহ করবে।

স্থানীয় সরকারের জড়িত থাকার মাধ্যমে টেকসইতা বাড়ানো হবে। সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত সংস্থাগুলি অবকাঠামো সমূহের আইটেমওয়ারী সংরক্ষনের জন্য দায়ী হবে (তাদের ও দায়িত্ব রয়েছে) এবিষয়ে প্রকল্প সুবিধার ব্যবহারকারীদের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ একটি ভয়েস হিসাবে কাজ করবে ।

এলজিইডি উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক সমূহ সংরক্ষন ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়ীত্ব পালন করবে । প্রতি বছর এলজিইডি উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক সমূহ সংরক্ষন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের নিকট হতে কিছু তহবিল পেয়ে থাকে। বাজার সমূহের সংরক্ষন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাজারের লিজ ফি থেকে বহন করা হবে। লিজ ফি'র ২৫% বাজার সংরক্ষন কমিটি (এমএমসি) এর নিকট স্থানান্তর করা হবে। বিল ব্যবহারকারী গোষ্ঠীগুলি অধিক আয়ের কারণে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এবং প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় পরিষেবা সরবরাহকারীগণ উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন বাজার ব্যবসায়ী), ফিশারি এবং জীবিকা রক্ষার কার্যক্রমের সহায়তায় শুরু থেকেই আর্থিকভাবে টেকসই হবে এবং ভর্তুকিযুক্ত ইনপুট এবং এ জাতীয় অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজন হবে না।

এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে হাওর অঞ্চলে আইএফএডি (IFAD) সমর্থিত এসসিবিআরএমপি (SCBRMP) এবং এইচআইএলআইপি (HILIP) এবং সুইস উন্নয়ন সহযোগিতার এসডিসি (SCD) প্রকল্পে প্রযোগ করা হয়েছে।

১০.৩ পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বদিকের হাওর অধ্যুসিত ৫টি জেলায় চলমান এই প্রকল্পটির মাধ্যমে হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, অসহায়ত্ব হ্রাসকরণ, দারিদ্র বিমোচন, বাজার অভিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক সেবা উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড উন্নয়ন, ফসল উৎপাদনে ঝুঁকি হ্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা, মৎস্য সম্পদে বর্ধিত অংশ গ্রহণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে বেশ কিছু প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। সমীক্ষার টিওআর অনুযায়ী প্রকল্পটির উপকারভোগী, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষন, প্রকল্পটির ডিপিপি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে উল্লেখিত পর্যবেক্ষন সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে এই অধায়ে উপস্থাপন করা হলো।

১০.৩.১ পর্যবেক্ষন সমূহের সংক্ষিপ্তসার

- হাওর মাস্টার প্ল্যান, ২০১২-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সংগে সংগতি রেখে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (জাইকা) এর সহায়তায় হাওর অঞ্চলের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে **(পৃষ্ঠা-২)**;
- প্রকল্পটির ১মসংশোধিত ডিপিপিতে বছরভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ বৎসরে সংশোধিত প্রকল্পটির ব্যয় বরাদ্দ মূল ডিপিপি অপেক্ষা যথাক্রমে ৩৯%, ২৫% ও ২৪% হ্রাস করা হয়েছে। অন্যদিকে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অর্থ বৎসরে সংশোধিত প্রকল্পটির বরাদ্দ যথাক্রমে ২৫% ও ১২% বৃদ্ধি করা হয়েছে **(পৃষ্ঠা-৪)**;
- এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৭২ শতাংশ বাস্তব অগ্রগতি হওয়ার কথা। তবে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৫৫%। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১৭% কম অর্জিত হয়েছে **(পৃষ্ঠা-১০, সারণি-১.৮)**;
- কনসালটেন্ট নিয়োগে বিলম্বের কারণে প্রথম দুই অর্থবৎসরে প্রকল্পটির অগ্রগতি ১৭% কম অর্জিত হয়েছে **(পৃষ্ঠা-১০)**;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে প্রকল্পটি প্রথম সংশোধন করা হয়েছে বিধায় ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ এই ৩ (তিন)টি অর্থ বৎসরে (১ম সংশোধনের পূর্বের ৩ টি বৎসর) প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, ছাড়কৃত অর্থ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে সংশোধনের সময় সামঞ্জস্যতা (adjustment) করা হয়েছে **(পৃষ্ঠা-২৯)**;
- প্রকল্পটি সংশোধনের পরবর্তি ৩ (তিন)টি অর্থ বৎসরের ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্থানের মাত্র ৫৭.৯১% অর্থ প্রকল্পটির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ হতে ২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্থানের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮৪.১৫ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮০.৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই তিনটি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২০৩.৭৫ কোটি টাকা। জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে আগামী দু'টি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৯৫.৫২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়াও করোনাভাইরাসের কারনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে এবং দীর্ঘ ছুটির কারনে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পরেছে। এতে করে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর অগ্রগতির উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া পরার সম্ভাবনা রয়েছে **(পৃষ্ঠা-২৯)**;
- যোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও ঘাট উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ এবং হাট উন্নয়নের অগ্রগতিতে প্রকল্পটির পিছিয়ে রয়েছে **(পৃষ্ঠা-৩০)**;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও জীব বৈচিত্র্য উন্নতকরণ সহ টেকসই হাওর জলাশয় পরিচালনায় প্রকল্পটির অগ্রগতি গ্রহণযোগ্য হলেও বিল উন্নয়ন এবং বিল খাল খননের কাজ আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন **(পৃষ্ঠা-৩১)**;

- ১৩.২.৯ মুল ডিপিপিতে ১৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের কর্মসূচী হ্রাস করে ১৫ একরে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকাই রাখা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫একর ভূমি অধিগ্রহণের কর্মসূচী রয়েছে। বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০.০০ লক্ষ টাকা । তবে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলায় ২.২৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের কর্মসূচীর কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ খাতে চলতি অর্থবৎসরে ১০০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে **(পৃষ্ঠা-৩৩)**;
- সরজমিনে পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ করে প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ও মালামাল যথাযথ পদ্ধতি অনুসরন করেই ক্রয় করা হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারী ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে **(পৃষ্ঠা-৩৫)**;
- প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৫৮, ২৫.৩৫ লক্ষ টাকা। ক্রয় কার্যক্রমের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫২, ৭৭.৯৭ লক্ষ টাকা। যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৮ শতাংশ **(পৃষ্ঠা-৩৬)**;
- প্রায় ৫৯ টি কার্য (Works) প্যাকেজের চুক্তি এখন পর্যন্ত সম্পাদন করা যায়নি যা সত্বর সম্পাদন করা প্রয়োজন **(পৃষ্ঠা-৩৭)**;
- প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে এলাকার মানুষের শ্রমিক/ দিনমজুর হিসাবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে **(পৃষ্ঠা-৬৭)** ;
- গ্রামের নারীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অধিক আয়ের সংস্থান করা হয়েছে, যা কিনা নারীদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করে **(পৃষ্ঠা-৬৭)**;
- হাওরে মাছের কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। এলাকার মানুষ মৎস্য উৎপাদনে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাহিরে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। তারা মাছের পোনা উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পেরেছে **(পৃষ্ঠা-৬৭)**;
- জলবায়ুর পরিবর্তনে সৃষ্ট বিরুপ প্রতিক্রিয়া গুলো কমানোর ব্যাপারে- বৃক্ষরোপণ ও গাছ লাগানো কর্মসুচী জোরদার করা, বাঁধ দেওয়া ও নদী/ বিল খনন করা, সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, খাল খনন করা, মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করা, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা, জলধারা নির্মাণ, নদী ভরাট ইত্যাদি কর্মসুচী অত্র প্রকল্প থেকে গ্রহণ/ জোরদার করা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৮০)**;
- মহিলাদের খাল বিলে মাছ ধরতে না যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে – ঐতিহ্যগত ও পর্দানশীলনতা, নারীরা উন্মুক্ত মাছ ধরাকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে না, পুরুষ পরিবারের সদস্যরা অনুমতি দেয়না **(পৃষ্ঠা-৮০)**;
- গরীব মৎস্য চাষী এবং মহিলাদের উম্মুক্ত জলাশয়ে যেতে বাধা সমূহের মধ্যে রয়েছে- ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণ, বিইউজি/জেলে সমবায় সমিতি সমূহ শক্তিশালী শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবিরা মাছ ধরার সুযোগ ও লিজ পান না **(পৃষ্ঠা-৮০)**;
- হাওড় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে- (ক) এখনও অনেক বিল আছে যা খনন করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং পুষ্টিকর চাহিদা পূরণ হবে; (খ) বনায়ন করা, বাজার উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট তৈরি ও প্রশস্ত করা, সচেতনা মূলক প্রশিক্ষণ, খাদ্য সহায়তা, রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, পুনঃখাল খনন, কিল্লা তৈরি করণ, হাওর উন্নয়ন করে মাছের অভায়াশ্রম তৈরি করা, নদী ভাঙ্গন রোধ, জলজ বৃক্ষরোপণ, হাওরে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সেচ প্রকল্প পাকা ড্রে নির্মাণ; (গ) জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ে হাওর অঞ্চলের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সভা, পথ নাটক ইত্যাদি আয়োজন করা **(পৃষ্ঠা-৮০)**;
- ভরাটকৃত খান ও বিল LCS/ দুস্থ্য/ দরিদ্র/ বিধবা মহিলাদের মাধ্যমে খনন করা হলে ও বৃক্ষরোপণ করা হলে হাওড় এলাকার জনগন উপকৃত হবে। নদী খাল বিল খনন করে তাতে মাছের পোনা অবমুক্তি করলে সেই মাছ দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ সহজতর হবে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;

- হাওড়ের কোথাও কোথাও কোনো জলজবৃক্ষ নেই। শুকনো মৌসুমে অনেক জলাশয় গুলো প্রায় শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়। যদি দুত প্রচুর জলাধার নির্মাণ না করা হয় ও জলজবৃক্ষ রোপণ না করা হয় তাহলে হাওড় এলাকার জীবি বৈচিত্র ও হুমকীর সম্মুখীন হবে। হিজল, করমচা বাগান সৃষ্টি, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, জলজ বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;
- জলমহাল সমূহের ইজারার মেয়াদ প্রকল্পকালীন সময়ের জন্য দেয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্প মেয়াদ শেষে দরিদ্র জেলেরা আবারও ইজারাদারদের শোষণের কবলে পরার সম্ভবনা রয়েছে। তাই জলমহাল সমূহের ইজারার মেয়াদ প্রকল্প শেষ হলেও সংশ্লিষ্ট সমিতির অনুকূলে ইজারা চলমান রাখার জন্য বিল/ জলমহাল ইজারা প্রদানে ভূমি মন্ত্রনালয়কে সম্মত করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- বিল ও খাল খননের পর্যাপ্ত গভীরতা নিশ্চিত করতে হবে। বিল ও খাল খননের পর মাটি উত্তোলন করে খাল ও বিলের আশেপাশে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে বিধায় পরবর্তি বন্যায় মাটি পুনরায় বিল ও খালে পতিত হয়ে পুন: ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি সমাধানের জন্য মাটি প্রয়োজনীয় দূরত্বে ফেলা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;
- বিল সমূহ শুধু মাত্র যে স্থানে অভয়াশ্রম করা হবে সে স্থান বা কিছু বেশী পুন: খনন করা হয়। কিন্তু একটি বিলের জন্য এটুকু খনন যথেষ্ট নয় বিধায় প্রয়োজন অনুযায়ী পুন: খনন কাজ সম্পূর্ণ ভাবে করার লক্ষ্যে ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;
- বিল ও খালের চতুর্দিকে বনায়ন কাজ জোরদার করা প্রয়োজন। একমাত্র অধিক বনায়নের মাধ্যমেই বিল ও খালের পার ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি রোধ করা যেতে পারে। ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য ভেটিভার ঘাস ব্যবহার করা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;
- বিল ব্যবহারকারী দলের (BUG) আয় বৃদ্ধিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। এ ব্যবস্থা নিলে জেলেদের বিকল্প ও স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;
- এক বিভাগের সাথে আরেক বিভাগের সমন্বয় খুবই প্রয়োজন যেমন: ভূমি অফিস সরকারী খাস জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়ার পর তা খনন করা হয়, তারপর সেখানে মৎস্য অফিসের পরামর্শ নিয়ে মাছ চাষ করা হয়। ফলে মৎস্য ও ভূমি মন্ত্রণালয় এর সংশ্লিষ্টতা আরো জোরদার এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;
- প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত ১৫০ টি বিলের মধ্যে ১৩৯ টি বিল/ জলমহাল ইজারা প্রদানে ভূমি মন্ত্রনালয় সম্মত রয়েছে বলে জানা গেছে। জলমহাল ইজারার অনুমোদন প্রদানে ভূমি মন্ত্রনালয়ের দীর্ঘসুত্রিতার কারণে প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে **(পৃষ্ঠা-৮৪)**;
- সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে হস্তান্তরিত ১৩৯ টি জলমহালের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২৫ টি জলমহাল সুফলভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৩ টি জলমহালের ইজারা মূল্য প্রদান করা হয়েছে । এ পর্যন্ত (১৪২৩-১৪২৬) ১২৩টি জলমহালের জন্য মোট ৩,৫০,৭০,৫৯০/- টাকা (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার পাচ শত নব্বই টাকা) সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে **(পৃষ্ঠা-৮৫)**;
- ভূমি মন্ত্রনালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি আরও উচ্চ পর্যায়ের এবং সরাসরি হতে হবে, প্রকল্প পরিচালককে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১০.৩.২ প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পর্যালোচনা

গত ১২ মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের আলোকে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণসহ সুনিদ্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আইএমইডির গত ০৩-০২-২০১৭ইং, ১৭-০৩-২০১৮ইং ও ১৩-১২-২০১৮ইং তারিখের ৩টি পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ৩টি পরিদর্শন প্রতিবেদনে মোট ১৭টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ আইএমইডি প্রদান করেছে। উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সমূহের সংক্ষিপ্তার নিম্নরুপঃ-

নং	আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের প্রকার	সংখ্যা	গৃহীত ব্যবস্থা
১.	নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান, বরদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার, Specification অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা এবং কাজের গুণগতমান বজায় রাখা;	৪ টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	নিয়মিত Laboratory Testing এর মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ও কাজের স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করা হচ্ছে;
২.	গ্রামীণ সড়কের প্রশস্ততা কমপক্ষে ৩.০ মিটার, সোল্ডার ও প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মাণ;	৫টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	রাস্তার প্রশস্ততা ৩.০ মিটারের চেয়ে বেশী করার বিষয়টি এলজিইডি'র বিবেচনাধীন আছে। সোল্ডার ও প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মাণে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে;
৩.	পরবর্তী কার্যক্রম গুলোর জন্য রিং কালভার্ট সমূহের ডিজাইন রাস্তার চাহিদা মোতাবেক চওড়াকরণ;	১ টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	পরবর্তীতে যে সকল রিং কালভার্ট নির্মাণ করা হবে সেখানে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে ডিজাইন পরিবর্তন করে কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে;
৪.	সুফলভোগী গ্রুপের রেজিষ্ট্রেশন ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ;	২টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে;
৫.	আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিপালন/ ব্যবস্থা গ্রহণ;	২টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে;
৬.	টেন্ডার বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি করণ ও নতুন TEC গঠন;	২টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	টেন্ডার বিষয়ক অভিযোগ সমূহ যথাযত ভাবে নিস্পত্তি করা হচ্ছে;
৭.	খাল ও বিল খননের প্রি ও পোষ্ট মেজারমেন্ট হিসাব সংরক্ষন।	১ টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	প্রি ও পোষ্ট মেজারমেন্ট হিসাব সংরক্ষন করা হচ্ছে।
	মোট	১৭টি পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	

প্রকল্পটি আইএমইডি প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ/ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি পরিশিষ্ট-৫' তে দেখা যেতে পারে।

১১ এগারতম অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা ও উপসংহার

১১.১ ভূমিকা

মুল ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৮ (আট) বৎসর। তবে প্রকল্পটির ৫ (পাঁচ) বৎসর বাস্তবায়ন কাল ইতোমধ্যেই গত হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রকল্পটি ৬ষ্ঠ বৎসর অতিবাহিত করছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর ব্যতিত আর মাত্র ২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ অর্থ বৎসর (২০২০-২১ ও ২০২১-২২) প্রকল্পটি চালু থাকবে।

প্রকল্পটি সংশোধনের পরবর্তি ৩ (তিন)টি অর্থ বৎসরের ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্থানের মাত্র ৫৭.৯১% অর্থ প্রকল্পটির পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ হতে ২০২০ এই তিনটি অর্থ বৎসরের সংশোধিত ডিপিপি সংস্থানের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮৪.১৫ কোটি টাকা। তবে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮০.৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই তিনটি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ২০৩.৭৫ কোটি টাকা। জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে আগামী দু'টি অর্থ বৎসরের প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩৯৫.৫২ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়াও করোনাভাইরাসের কারনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে এবং দীর্ঘ ছুটির কারনে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শ্লথ হয়ে পরেছে। এতে করে প্রকল্পটির চলতি অর্থ বৎসর (২০১৯-২০) এর অগ্রগতির উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া পরার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্পের সুপারিশ সমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১১.২ সুপারিশ

১) প্রকল্পটি নির্দ্দিষ্ট সময় (জুন ২০২২) এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা (১৭% কম অগ্রগতি অন্তর্ভূক্ত সহ) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক প্রণয়ন করতে হবে;

২) প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়া সত্বর সম্পন্ন করে অবিলম্বে বাকী কাজের প্যাকেজগুলি চুক্তিবদ্ধ করা প্রয়োজন **(পর্যবেক্ষণ ১৩.২.১২);**

৩) প্রকল্প পরিচালক সহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং প্রয়োজনে সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন জোরদার করা অত্যাবশ্যক **(পৃষ্ঠা-৪২)**;

৪) প্রকল্পটির সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত একটি ডাটা বেইস তৈরি করতে হবে। ডাটা বেইসে - প্রশিক্ষণের ধরণ, সুবিধাভোগীদের নাম, ঠিকানা, আইডি নাম্বার, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্যাদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সংরক্ষণ করতে হবে;

৫) হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে জলজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় হিজল, করজ, সিডার ইত্যাদি ধরণের জলজ বৃক্ষরোপন করা যেতে পারে;

৬) গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের পরবর্তিতে সড়ক সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্দিষ্ট কোন সংস্থার (এলজিইডি/ ইউনিয়ন পরিষদ) ওপর ন্যাস্ত করা দরকার **(পৃষ্ঠা-৩৪)**;

৭) হাওর অঞ্চলে কাজের বাস্তবায়ন সময় সীমা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ নির্মাণ মালামাল পরিবহণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় **(পৃষ্ঠা-৩৫);**

৮) প্রশিক্ষণ পরবর্তি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন-ব্যবসা প্রসারের ব্যবস্থা, কাজের নিরাপদ পরিবেশ তৈরী ইত্যাদি। বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৩৫)**;

৯) প্রশিক্ষণের ফলাফল যাঁচাই করার জন্য সার্ভে/ সমীক্ষা করা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৩৫)**;

১০) প্রকল্পের অধীনে নির্মিত নির্মাণ অবকাঠামো সমূহের মান নিশ্চিত করতে হবে;

১১) জলমহাল সমূহের ইজারার মেয়াদ প্রকল্প শেষ হলেও সংশ্লিষ্ট সমিতির অনুকূলে ইজারা চলমান রাখার জন্য বিল/জলমহাল ইজারা প্রদানে ভূমি মন্ত্রনালয়কে সম্মত করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২) বিল ও খাল খননের পর্যাপ্ত গভীরতা নিশ্চিত করতে হবে। বিল ও খাল খননের পর মাটি উত্তোলন করে খাল ও বিলের আশেপাশে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে বিধায় পরবর্তি বন্যায় মাটি পুনরায় বিল ও খালে পতিত হয়ে পুন: ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি সমাধানের জন্য মাটি প্রয়োজনীয় দূরত্বে ফেলা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৮২);**

১৩) বিল ও খালের চতুর্দিকে বনায়ন কাজ জোরদার করা প্রয়োজন। একমাত্র অধিক বনায়নের মাধ্যমেই বিল ও খালের পার ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি রোধ করা যেতে পারে। ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য ভেটিভার ঘাস ব্যবহার করা যেতে পারে **(পৃষ্ঠা-৮২);**

১৪) ৩০০টি বিল ইউজার গ্রুপ (BUG) অডিট এবং ৭ টি Internal Audit সম্পন্ন করণের জন্য সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে **(পৃষ্ঠা-৪৪)**;

১৫) নির্মাণ কাজে প্রশিক্ষণ আরো উন্নত ও বেশী করে দেয়া যেতে পারে যাতে করে তারা পরবর্তীতে সুদক্ষ শ্রমিক ও সুদক্ষ মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতে পারে **(পৃষ্ঠা-৬৭)**;

১৬) আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ, (যা হাওর অঞ্চলের বেকার নারী ও পুরুষদের বেকারত্ব হ্রাসে সাহায্য করবে) প্রদান করতে হবে। কারিগরী প্রশিক্ষণের পরে যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;

১৭) হাট বাজার উন্নয়নে পূর্বে বাজার ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহন ও মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাতে করে পরবর্তিতে-ড্রেনেজ, আভ্যন্তরীন রাস্তা, ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিবহন, রক্ষনাবেক্ষন ও সমন্বয়ে কোন সমস্যা না হয় **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;

১৮) মৎস্য চাষীদের বিকল্প ও স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে **(পৃষ্ঠা-৮৩)**;

১১.৩ উপসংহার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সমসয় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্ষকরী পদক্ষেপ। এরই আলোকে প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করণ, সার্বিক ও বাস্তব অগ্রগতি, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

যা নিদ্দিষ্ট সময়ে এবং অর্থের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (LGED)কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরো বেশী তৎপর হতে হবে।

পরিশিষ্ট- ১

(ক) ১ জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চেকলিষ্ট

প্যারা নং	১ জুন, ২০২০ তারিখের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির
৩.১	প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপে সুপারিশের আগে মূল্যায়ন/ পর্যবেক্ষণ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করতে হবে, তারপর প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যাপারে সুপারিশ থাকবে;	প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩.২	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি বর্ণনার ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতির পাশাপাশি বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সংযুক্ত করতে হবে;	প্রতিটি সারণিতেই আর্থিক অগ্রগতির পাশাপাশি বাস্তব অগ্রগতির তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে (সারণি—১.৭, ১.৮)।
৩.৩	প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি হবে প্রতিবেদনের সুপারিশে তা সন্নিবেশ করতে হবে;	প্রতিবেদনের Exit Plan অংশে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১২)।
৩.৪	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি। কি ব্যবস্থা গ্রহন করলে প্রকল্পটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে;	সময়মত সঠিক পরিমানে অর্থ ছাড় এবং নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলেই প্রকল্পটির অগ্রগতি আশানুরূপ হবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.২)।
৩.৫	প্রকল্পটি নির্দ্দিষ্ট সময় (জুন ২০২২) এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রণয়নের বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৪.২)।
৩.৬	প্রকল্পটির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত ডাটা বেইস তৈরি করতে হবে। ডাটা বেইসে - প্রশিক্ষণের ধরণ, সুবিধাভোগীদের নাম, ঠিকানা, আইডি নাম্বার, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সংরক্ষণের বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ থাকবে;	প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৪.২)।
৩.৭	ক্রয় পরিকল্পনায় প্যাকেজভিত্তিক (পণ্য, কার্য ও সেবা) বিশ্লেষণ ও মতামত সন্নিবেশ করতে হবে;	প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৩.৪.১২)।
৩.৮	প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষন ও সুপারিশ দিক নির্দেশনামূলক হতে হবে;	বর্ণনামতে করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৩ ও অনুচ্ছেদ-১৪)।
৩.৯	প্রতিবেদনটি বস্তুনিষ্ঠ ও মানসম্মত প্রতিবেদন আকারে প্রণয়ন করতে হবে;	ToR এ বর্ণিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এবংগৃহীত কার্যক্রম সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করেই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩.১০	প্রকল্পটির ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং	প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পুনর্গঠন করে দাখিল করা হলো।
	জাতীয় কর্মশালার আলোচনা ও সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন করে জরুরী ভিত্তিতে পেশ করতে হবে।	প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পুনর্গঠন করে দাখিল করা হলো।
৩.১১	বর্ণিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও সভায় সভাপতিসহ বিভিন্ন সদস্যগণ যে মতামত/ পরামর্শ প্রদান করেছেন, সে আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পুনর্গঠন করে জরুরীভিত্তিতে এ সেক্টরে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পুনর্গঠন করে জরুরীভিত্তিতে দাখিল করা হলো।

(খ) ০৮ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চেকলিষ্ট

প্যারা নং	০৮ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির
৩.১	প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ জাতীয় কর্মশালার বিশেষজ্ঞগনের পরামর্শ/ মতামত মোতাবেক সঠিকভাবে পূণর্গঠন করে প্যারাভিত্তিক প্রনয়ণ করতে হবে। নির্বাহী সার-সংক্ষেপে বুলেট ব্যবহার পরিহার করতে হবে। তবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যা ব্যবহার করা যেতে পারে;	প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ পূণর্গঠন করা হয়েছে ।
৩.২	প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি আরও স্পষ্টীকরণ সহ একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা আউট লাইন প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে। সুপারিশে এবিষয়টি উল্লেখ করতে হবে;	পরিশিষ্ট- ২ (পৃষ্ঠা ১০৮ ও ১০৯) তে সংযুক্ত করা হলো।
৩.৩	প্রকল্পটির ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও সংশোধন করে তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;	প্রতিবেদনটির ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়েছে।
৩.৪	বর্ণিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও ০১ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার আলোচনা ও সুপারিশ এবংঅদ্যকার সভায় সভাপতিসহ বিভিন্ন সদস্যগণ যে মতামত/ পরামর্শ প্রদান করেছেন, সে আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পূনর্গঠন করে জরুরীভিত্তিতে এ সেক্টরে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	০১ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালার আলোচনা ও সুপারিশ এবং০৮ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখের সভার মতামত/ পরামর্শ মোতাবেক প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পূনর্গঠন করে দাখিল করা হলো।

পরিশিষ্ট- ২

‘হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন (HFMLIP)’ প্রকল্পটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে অঙ্গ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

নং	অংগের নাম	একক	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		অদ্যবধি ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্যও অনুমোদন		এপ্রিল/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মে-জুন /২০২০ সম্ভাব্য অগ্রগতি (২০১৯-২০)		চুক্তি সম্পাদিত চলমান কাজ (২০২০-২১)		অবশিষ্ট কাজ (২০২১-২২)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক)	অবকাঠামো উন্নয়ন													
১	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (সাব -মার্জিবল)	কিঃমিঃ	৯৯	১১৯৯৯.০০	৭৩.৯৪ কিমি	১৩০৪১.০০	৫১.০০	৬৩৮৯.০০	৪.০০	৭০০.০০	১৪.৮০	২২৫০.০০	২৯.২০	২৬৬০.০০
২	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (ননসাব -মার্জিবল)	কিঃমিঃ	২১	১৮৩৫.০০	১৬.৪৫ কিমি	২২১৮.০০	১৭.০০	১৪২৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৪০৭.০০
৩	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (সাব -মার্জিবল)	কিঃমিঃ	৪১	৪০৫৫.০০	৪১ .কিমি	৫৯৮৬.০০	৩৬.০০	৩৮৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	১৬০.০০
৪	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (ননসাব -মার্জিবল)	কিঃমিঃ	৫৭	৪২০২.৫০	৪৪.৬৫ কিমি	৩৯৯৪.০০	৪৪.০০	৪০৪১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.০০	১৬১.৫০
৫	গ্রাম সড়ক উন্নয়ন (সাব -মার্জিবল)	কিঃমিঃ	১০০	৭৯৪৭.০০	৯৪.৯৪ কিমি	৯১৯৫.০০	৬৩.০০	৫০৯৭.০০	৫.০০	৮.৮০	১৫.৬০	১৯৭৬.০০	১৬.৪০	৮৬৫.২০
৬	গ্রাম সড়ক উন্নয়ন (ননসাব -মার্জিবল)	কিঃমিঃ	৯৮	৬২৭৩.১৫	৭০.১৪ কিমি	৬৯১১.০০	৪৪.০০	৩৬৬৮.০০	৪.০০	৬৫০.০০	১১.০০	১০০০.০০	৩৯.০০	৯৫৫.১৫
	উপ- মোট		৪১৬	৩৬৩১১.৬৫	০	৪১৩৪৫	২৫৫	২৪৫১৮	১৩	১৩৫৮.৮	৪১.৪	৫২২৬	১০৭	৫২০৮.৮৫
৭	ব্রীজ নির্মাণ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক)	মিঃ	৮৮৭	৬২০৯.০০	৬৩১ মি	৪৮০৪.১৬	৪৮৭.০০	৩৪০৯.০০	০.০০	০.০০	২৪০.০০	২১৬০.০০	১৬০.০০	৬৪০.০০
৮	কালভার্ট নির্মাণ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক)	মিঃ	৮৯০	৩২২৫.০০	৮৬২ মি	২৫৮৬.০০	৬৯০	২০৭০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	৫৯৪.০০	০.০০	৫৬১.০০
	উপ- মোট			৯৪৩৪.০০	০.০০	৭৩৯০.১৬		৫৪৭৯.০০	০.০০	০.০০		২৭৫৪.০০		১২০১.০০
৯	অবকাঠামো মেরামত	কিঃমিঃ	২০০	১১১৭৯.৬৮	১২৮.৫কিমি	১১৩৯৪.০০	৭৫.১৬	৬২৪৫.০০	২১.০০	১১০০.০০	৩২.৫৯	৩৮০০.০০	৭১.২৫	৩৪.৬৮
১০	হাট উন্নয়ন	সংখ্যা	২২	১৭৬০.০০	১৭টি	৮২০.৭২	১২.০০	১০২০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৩৪১.২০	৬.০০	৩৯৮.৮০
১১	ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	২৪	৪৮০.০০	২১টি	২৯৬.৩৪	১২.০০	২৫৭.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	১৯৩.৭৯	৩.০০	২৯.২১
	উপ- মোট			১৩৪১৯.৬৮	০	১২৫১১.০৬		৭৫২২	২১	১১০০		৪৩৩৪.৯৯		৪৬২.৬৯
	মোট			৫৯১৬৫.৩৩	০.০০	৬১২৪৬.২২		৩৭৫১৯.০০	৩৪.০০	২৪৫৮.৮০	৪১.৪০	১২৩১৪.৯৯		৬৮৭২.৫৪
	মন্তব্য ঃ ১) সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমের আবশিষ্ট ১১৫কিঃমিঃ এর মধ্যে ৬৮ কিঃমিঃ এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হচেছ। বাকী ৪৭কিঃমিঃ সড়ক বিভিন্ন কারনে (সাব-মার্জিবল রাস্তাতে নন- সাবমার্জিবল করা জন্য -২৮.৪০ কিঃমিঃ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে দ্বৈতশার কারনে-৪.৩ কিঃমি ও এলজিইডির অন্য প্রকল্প থেকে-১৪.৩১কিঃমিঃ) বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।													
	২) অবকাঠামো মেরামতের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ৭১কিঃমি সড়ক মেরামত ডিপিপি সংশোধন স্বাপেক্ষে করা হবে। ৩) ভুমি সংক্রান্ত জটিলতার কারনে ৫টি হাট নির্মান করা সম্ভব নয়।													
খ)	মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ঃ	—				০.০০								
ক)	বিল স্ক্রীনিং	সংখ্যা	৫	৪.০০		৪.০০	৫	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১	রিসোর্স ম্যাপিং	সংখ্যা	২৯	২৩.২০		২৩.০০	২৯	২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.২০
২	প্রোফেশনাল ডকুমেনটেশন / ম্যাপিং/ প্রিনটিং	সংখ্যা	২৯	১৪০.৬৫		১৪০.৫০	২৯	১৪০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৫
৩	ইজারা প্রক্রিয়া এবং গ্রুপ গঠন (বিল উন্নয়ন)	সংখ্যা	১৫০	২৭.৯৫		০.০০	১২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৭.০০	২৭.৯৫
৪	বিল উন্নয়ন (অভয় আশ্রম ও জলজ বৃক্ষরোপন)	সংখ্যা	১৫০	২৬২৫.০০	৯৯টি	১৬৯৭.২৮	৭০	৮২১.০০	১০.০০	২০০.০০	৪৬.০০	১৩৩৫.২৬	২৪.০০	২৬৮.৭৪
৫	বিল সংযোগ খাল খনন	কিঃমিঃ	২১০	২৫২০.০০	৮৬.৫কিম	১২৭৬.৩৮	৮৫	৬০৫.০০	১৮.০০	২০০.০০	৪৪.০০	১৬৩৭.৬৮	৬৩.০০	৭৭.৩২
	বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম -	—				০.০০							০.০০	০.০০
৬	ফিস নেট পেন কালচার	সংখ্যা	১০	৯১.৭০	৫টি	৩৪.৫০	১০	৭৯.৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২.২০
৭	ফিস কেইজ কালচার (বড়)	সেট	১২	৬০.০০	৫নেট	২৪.৫৫	৫	২৬.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭.০০	৩৩.১০
৮	আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ	সংখ্যা	২০০	৯০.০০	১৮৭টি	৮৭.৩০	২০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯	দাউদকান্দী মডেল একুয়া কালচার	সংখ্যা	৫	৫০.০০	৪টি	৩১.৮৯	৫	৪১.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.১১
১০	শুটকী প্রক্রিয়াকরণ / মাছ শুকানো ও	গ্রুপ	২	২.০০	২টি গ্রুপ	২.০০	২	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

নং	অংগের নাম	একক	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		অদ্যবদি ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্যও অনুমোদন		এপ্রিল/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মে-জুন /২০২০ সম্ভাব্য অগ্রগতি (২০১৯-২০)		চুক্তি সম্পাদিত চলমান কাজ (২০২০-২১)		অবশিষ্ট কাজ (২০২১-২২)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	প্রক্রিয়াকরণ													
১১	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন	বছর	৭	৫০.০০	৪বছর	৪২.০৫	৪	৪২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০	৮.০০
১২	ক্ষতিপুরণ মূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম	সংখ্যা	৪৫০০	৪৫০.০০	১৮০২জন	১৭৭.৩০	২৮০২	২৭৭.৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১৭২.৭০
	উপমোট			৬১৩৪.৫০		৩৫৪০.৭৫		২১৫৩.০৯	২৮.০০	৪০০.০০		২৯৭২.৯৪		৬০৮.৪৭
	মন্তব্য ঃ ১)প্রকল্পের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে ১৫০টি বিল হস্তান্তরের লক্ষমাত্রার বিপরীতে ১৩৯টি বিলের জন্য সমঝোতা স্মারক যথাসময়ে স্বাক্ষরিত হয়। বাকী বিলের মধ্যে ১০টি বিল গত ২৬.০৬.২০১৯ ইং তারিখে ভূমি মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পে হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত। ১টি জলমহাল ভুমি মন্ত্রনালয় থেকে উন্নয়ন স্কীমে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলির মধ্যে ইতোমধ্যে ১২৫টি জলমহাল স্থানীয় সুফলভোগীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৩টি জলমহালের হস্তান্তর প্রক্রয়াধীন, ৮টি জলমহাল মামলায় জড়িত ও ৩টি জলমহাল ভুমি সংক্রান্ত জটিলতার কারনে হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। জলমহাল হস্তান্তর না হওয়ার কারনে বিল সংযোগ খালের লক্ষমাত্রা কমবে।													
	মোট			৬৫২৯৯.৮৩	০.০০	৬৪৭৮৬.৯৭		৩৯৬৭২.০৯		২৮৫৮.৮০		১৫২৮৭.৯৩		৭৪৮১.০১
	অন্যান্য (বেতন ভাতা/কন্সালটেন্ট/ ভুমি আধিগ্রহন ও অন্যান্য			২০৫২৫.৫২		০.০০		৬২০০.০০		৩৪২.০০		৬৭০০.০০		৭২৮৩.৫২
	সর্বমোট			৮৫৮২৫.৩৫	০.০০	৬৪৭৮৬.৯৭	০.০০	৪৫৮৭২.০৯		৩২০০.৮০	০.০০	২১৯৮৭.৯৩	০.০০	১৪৭৬৪.৫৩

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট ৪৪৭ টি কার্য (Works) প্যাকেজের মধ্যে এখন পর্যন্ত সম্পাদিত কার্য (Works) প্যাকেজের সংখ্যা ৩৮৮ টি। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে বাকী ৫৯ টি অসম্পাদিত কার্য (Works) প্যাকেজের বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে:-

১) আগষ্ট ২০২০ এর মধ্যে বাকী ৫৯ টি অসম্পাদিত কার্য (Works) প্যাকেজের টেন্ডার আহ্বানের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

২) ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে উক্ত প্যাকেজ সমূহের প্রশাসনিক অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং

৩) পরবর্তি ১৮ থেকে ২০ মাস সময়ের মধ্যে Execution কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

পরিশিষ্ট- ৩

১) Case Study: Service Package

Package No: HFMLIP-LGED-DSMCONS-০১& Loan No: BD-P৮০ প্যাকেজটিই সবচেয়ে বড় (৩৬২২.৭৪ লক্ষ) টাকার। এ প্রেক্ষিতে এস(**Package No: HFMLIP-LGED-DSMCONS-০১& Loan No: BD-P৮০**)প্যাকেজটি কে কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

ক্র.নং	ক্রয়ের ধাপ	তারিখ		মন্তব্য
		প্রাক্কলিত	প্রকৃত	
১.	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন			
২.	প্রস্তাব, স্পেসিফিকেশন/কার্যপরিধি (TOR) ও কস্ট এস্টিমেট প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য কমিটি গঠন			
৩.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্তে কমিটি গঠন		০৫-০৭-২০১২	
৪.	বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের মাধমে EOI প্রকাশ এবং বহুল প্রচারের জন্য সিপিটিইউ সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ পত্রিকা-দৈনিক ইত্তেফাক, The Daily Star or other Newspapers)		১৭-০৪ -২০১৪, ১৮-০৪-২০১৪	The Daily Star দৈনিক ইত্তেফাক
৫.	EOI জমাদানের শেষ তারিখ		১৫-০৫-২০১৪	
৬.	জমাকৃত আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			০৭টি
৭.	কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক Short listing			০৫টি
৮.	কমিটি কর্তৃক ৪টি প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করা হয় এবং RFP জমাদানের জন্য সুপারিশ করেন।			০৫টি
৯.	প্রস্তাবপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ		২০-০৭-২০১৪	
১০.	প্রস্তাবপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়		২৭-০৭-২০১৪	
১১.	প্রিবিড মিটিং হয়েছে কিনা?		১৯-০৮-২০১৪	হ্যা
১২	হলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আছেকি?			হ্যা
১৩	টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়		০৪-০৯-২০১৪ ০২.০০ঘটিকা	
১৪	প্রাপ্ত মোট টেন্ডার সংখ্যা			০৪টি
১৫	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়		০৪-০৯-২০১৪ ০২.৩০ঘটিকা	
১৬	রেসপনসিভ টেন্ডার সংখ্যা			০৩টি
১৭	নন রেসপনসিভ টেন্ডার সংখ্যা			০১টি
১৮	টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি গঠন		১০-০৯-২০১৫	
১৯	টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ		২৩-০৯-২০১৪,১২-১০-১৪,১৫-১০-১৪, ১৩-১১-২০১৪, ০২-১২-২০১৪, ০৭-০১-২০১৫, ২৭-০১-২০১৫, ১২-০২-২০১৫, ১৩-০৫-২০১৫	
২০	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ		২০-০৫-২০১৫	
২১	মোট চুক্তি মূল্য (টাকা)		৩৬২,২৭৪, ৩৪০.০০	
২২	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		০২-০৬-২০১৫	
২৩	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ		২৮-০৬-২০১৫	
২৪	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ		২৮-০৬-২০১৫	

ক্র.নং	ক্রয়ের ধাপ	তারিখ		মন্তব্য
		প্রাক্কলিত	প্রকৃত	
২৫	চুক্তি সম্পনের তারিখ		৩০-০৬-২০২২	৮৭মাস
২৬	সময়বৃদ্ধি হয়ে থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কারণ			হয়নি
২৭	ভ্যারিয়েশন অর্ডার হয়েছিল কিনা			হয়নি
২৮	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ		৩০-০৬-২০২২	
২৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ		২৯-১২-২০১৬	
৩০	চলতি বিল জমাদানের তারিখ		০১-০৯-২০১৫	
৩১	বিলের পরিমাণ (টাকা)		লক্ষমাত্র	১২৮৪৯৭.০০ টাকা ২২১৮৩.০০ মার্কিনডলার
৩২	চলতি বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ		২৯-০৯-২০১৫	১০২৭৯৮.০০ টাকা ১৭৭৪৬.০০ মার্কিন ডলার (২০% অগ্রিম সমন্বয়ের পর)
৩৩	খসড়া টেন্ডার অনুমোদন, টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ণ, অনুমোদন, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিলম্ব হয়ে থাকলে তা পৃথক সংযুক্তির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য দিন		টেন্ডার অনুযায়ী ১২০ দিনের অতিরিক্ত ৯০দিন এব ংআরও ১২০ দিন এর মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল	

উপরোক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া ভিত্তিতে প্রতিয়মান হয় যে, দরপত্র অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের তুলনায় সময় বেশি লেগেছে। প্রকল্পের ক্রয়চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে প্রথমদিকে অফ-লাইন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ও বর্তমানে অন -লাইন /e-GP পদ্ধতি অনুসরণ করে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২) Case Study: Goods Package

ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনার LGED/PD/HFMLIP/DPM/PG-01/14-15): 4 Wheel Drive Jeep প্যাকেজের কেস স্টাডি

ক্র.নং	ক্রয়ের ধাপ	তারিখ		মন্তব্য
		প্রাক্কলিত	প্রকৃত	
১.	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬	
২.	স্পেসিফিকেশন ও কস্ট এস্টিমেট প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য কমিটি গঠন	-	২৬.১১.১৫	DPM
৩.	Tender বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ এবং বহুল প্রচারের জন্য সিপিটিইউ সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ পত্রিকা-দৈনিক ইত্তেফাক, The Daily Star)	-	৬.৫.২০১৫	DPM
৪.	Tender জমাদানের শেষ তারিখ	-	-	
৫.	জমাকৃত আগ্রহীপ্রতিষ্ঠানেরসংখ্যা	-	-	
৯.	Tender document বিক্রয় শুরুর তারিখ	-	-	
১৯	Tender মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	-	২৪.১.২০১৫	
২০	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ	-	২৮.১.২০১৫	
২১	মোট চুক্তি মূল্য (টাকা)	-	২৩৪২০০০০/-	
২২	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	-	-	
২৩	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	-	২.৭.২০১৫	
২৪	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	-	-	
২৫	চুক্তি সম্পনের তারিখ	-	-	
২৬	সময়বৃদ্ধি হয়ে থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কারণ	-	-	
২৭	ভ্যারিয়েশন অর্ডার হয়েছিল কিনা	-	-	
২৮	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	-	-	
২৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	-	-	
৩০	চলতি বিল জমাদানের তারিখ	-	-	
৩১	বিলের পরিমাণ (টাকা)	-	২৩৪২০০০০/-	
৩২	চলতি বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	-	-	
৩৩	খসড়া টেন্ডার অনুমোদন, টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ণ, অনুমোদন, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিলম্ব হয়ে থাকলে তা পৃথক সংযুক্তির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য দিন	-	ডিপিপি অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যেই ক্রয় কার্যক্রম সম্পন হয়েছিল	

পরিশিষ্ট- ৪

১২ মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির চেকলিষ্ট

প্যারা নং	১২ মে ২০২০ তারিখের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির
৩.১	হাওর মাস্টার প্ল্যান (২০১২) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রকল্পটি সংগতিপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষনে উল্লেখ থাকতে হবে;	হাওর মাস্টার প্ল্যান, ২০১২-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রকল্পটি সংগতিপূর্ণ (পর্যবেক্ষন অনুচ্ছেদ-১৩.২.১) ।
৩.২	প্রকল্পটির ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১৭% কম অর্জিত হওয়ার কারন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষনে উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষনে উল্লেখ করা হয়েছে (পর্যবেক্ষন অনুচ্ছেদ-১৩.২.৪) ।
৩.৩	প্রকল্পটির সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত ডাটা বেইস তৈরির বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে। ডাটা বেইসে - প্রশিক্ষণের ধরণ, সুবিধাভোগীদের নাম, ঠিকানা, আইডি নাম্বার, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্যাদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সংরক্ষণের বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ থাকবে;	প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৪.২) ।
৩.৪	প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্যাকেজ ভিত্তিক (পণ্য, কার্য ও সেবা) বিশ্লেষণ করে লক্ষমাত্রা ও অর্জন সহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;	প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৩.১.১৩)।
৩.৫	প্রকল্পটি নির্দ্দিষ্ট সময় (জুন ২০২২) এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা (১৭% কম অগ্রগতি অন্তর্ভূক্ত সহ) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক প্রণয়নের বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৪.২) ।
৩.৬	হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে জলজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় কি ধরণের জলজ বৃক্ষরোপন করা যায় তার নাম সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৪.২) ।
৩.৭	প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) গঠণের বিষয়টি সুপারিশে উল্লেখ করা হলেও পর্যবেক্ষনে উল্লেখ নেই বিষয়টি স্পষ্টিকরণ করতে হবে;	প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৩.১.১৮, সারণি-৩.১৬)।
৩.৮	জলমহাল ইজারা প্রদানের বিষয়টি পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষনে উল্লেখ থাকতে হবে;	প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৮.২-৮.৪, সারণি-৮.১-৮.২)।
৩.৯	সমীক্ষা প্রতিবেদনের বিভিন্ন জায়গায় শব্দের বানান ইংরেজী প্রতিশব্দ সঠিকভাবে সংশোধনপূর্বক সুসংগঠিত করতে হবে।	সংশোধন করা হয়েছে।
৩.১০	প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের আলোকে যে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে তা' বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণসহ সুনির্দ্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করতে হবে এবং	আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ এবং গৃহীত ব্যবস্থা (পরিশিষ্ট- ৩)।
৩.১১	বর্ণিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও সভায় সভাপতিসহ বিভিন্ন সদস্যগণ যে মতামত/ পরামর্শ প্রদান করেছেন, সে আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পূনর্গঠন করে জরুরীভিত্তিতে এ সেক্টরে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	প্রতিবেদনটি সংশোধন/ পূনর্গঠন করে জরুরীভিত্তিতে দাখিল করা হলো।

পরিশিষ্ট- ৫(ক)

প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনের আলোকে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ মোতাবেক এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা পর্যালোচনা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ণ বিভাগের নথি নং-২১.০০.০০০০.২৩৩.১৪.১৯৫.১৭.১১৯ তাং ১৭/০১/২০১৮ইং।

বিগত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ণ বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক হবিগঞ্জ জেলায় "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) এর কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা/ প্রদত্ত জবাব নিম্নরুপ:-

ক্রমিক নং	আইএমইডি'র সুপারিশ/মতামত	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থা
১	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমানের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিশ্চিত করবে;	নিয়মিত Laboratory Testing এর মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাজ সমূহের নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে;
২	ভবিষ্যতে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সড়কের প্রশস্ততা ৩.০ মিটারের চেয়ে বেশী করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বিবেচনা করতে পারে;	Traffic Intensity এবং রাস্তার গুরুত্ব অনুযায়ী গ্রামীণ সড়কের প্রশস্ততা ৩.০ মিটারের চেয়ে বেশী করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র বিবেচনাধীন আছে;
৩	প্রকল্পের আওতায় যে সকল রিং কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে তা চওড়া কম বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ব্যপারে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পরবর্তী কার্যক্রম গুলোর জন্য ডিজাইন পরিবর্তন করে কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;	প্রকল্পের আওতায় পরবর্তীতে যে সকল রিং কালভার্ট নির্মাণ করা হবে সেখানে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে ডিজাইন পরিবর্তন করে কাজ সম্পন্ন করা হবে;
৪	প্রকল্পের ডিপিপিতে বরদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে গৃহীত কর্মকান্ড ও সুবিধাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো;	প্রকল্পের ডিপিপিতে বরদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে গৃহীত কর্মকান্ড ও সুবিধাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;
৫	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Specification অনুযায়ী সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Specification অনুযায়ী সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে এবংভবিষ্যতেও করা হবে।
৬	প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম সমূহ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে তৎপর হতে হবে। তাছাড়া রাস্তা নির্মাণ ও কার্পেটিং এর ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	হাওর এলাকার নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন মাত্র ৩/৪ মাস। তথাপিও প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হবে। রাস্তা নির্মাণ ও কার্পেটিং এর ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

পরিশিষ্ট- ৫(খ)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগের নথি নং - ২১.০০.০০০০.২৩৩. ১৪.১৯৫ .১৭- ৩০ ,তারিখ ঃ ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ
বিগত১৭ মার্চ/২০১৮ তারিখ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ণ বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলায়
" হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" এর
কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা/প্রদত্ত জবার নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক নং	আইএমইডি'র সুপারিশ/মতামত	এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা/প্রদত্ত জবাব
০১	প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত সড়কের যেখানে দু'পাশে সোল্ডার দুর্বল রয়েছে সেখানে সড়কের দু'দিকে মাটি ভরাট করে সোল্ডার তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত সড়কের যেখানে দু'পাশে সোল্ডার দুর্বল রয়েছে সেখানে সড়কের দু'দিকে মাটি ভরাট করে সোল্ডার তৈরী করা হচ্ছে।
০২	উন্নয়নকৃত সড়কের দুপাশে যেখানে পুকুর বা খাল রয়েছে সেখানে প্যালাসাইডিং ওয়াল বা রক্ষাপদ দেয়াল নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	উন্নয়নকৃত সড়কের দুপাশে যেখানে পুকুর বা খাল রয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী সেখানে প্যালাসাইডিং ওয়াল বা রক্ষাপদ দেয়াল নিমাণ করা হচ্ছে।
০৩	খাল অথবা বিল পুনঃখননের চলমান কাজ দ্রুত গতিতে শেষ করতে হবে যাতে বষা মৌসুম শুরুর পূর্বে পুনঃখননের কাজ সম্পন্ন করা যায়।	সুপারিশ মোতাবেক বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বেই অর্থ বছরের টার্গেট অনুযায়ী পুনঃ খননের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৪	খাল/বিল পুনঃখননের জন্য গঠনকৃত সুফলরেভোগী গ্রুপের রেজিষ্টেশনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যগন পরবর্তী পর্যায়ে তাদের স্কীমের সুফল যাতে যথাযথভাবে পেতে পারে সে ব্যাপরে প্রকল্প দপ্তর এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর হতে নিয়মিতভাবে তদারকি করতে হবে।	প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিল গুলো ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক প্রকল্পের প্রনিত নির্দেশিকা মোতাবেক বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিইউজি) গঠন করা হয়। মৎস্য আধিদপ্তরের সহযোগীতায় তাদের মৎস্যজীবি আইডি কার্ড প্রদান করা হয় এবং মৎস্যজীবিদের এই তালিকা জেলা ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০ একরের নীচের জলমহালের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ২০ একরের উপরের জলমহালগুলির তালিকা জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় গঠিত বিইউজি থেকে খাল/বিল পুনঃখননের জন্য সুফলভোগী গ্রুপ গঠিত হয়। প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক যথানিয়মে তাদেরকে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে যাতে তারা প্রকল্প সমাপ্তির পরও সরকারী সেবা গ্রহন করতে পারে।
০৫	এ প্রকল্পের অবশিষ্ট স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ এলাকায় কোন প্রকল্প গ্রহন করা হলে রাস্তার প্রশস্ততা কমপক্ষে ৩.০ মিটার করতে হবে এবং প্রশস্ততা, সোল্ডার ও প্যালাসাইডিং ওয়াল ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করে ব্যয়ের প্রাক্কলন করতে হবে।	প্রকল্পের অবশিষ্ট স্কীম সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততা কমপক্ষে ৩.০০মিটার ধরে করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সোল্ডার ও প্যালাসাইডিং ওয়াল ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করে ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরী করা হচ্ছে।
০৬	খাল/বিল পুনঃখননের স্কীমের প্রি-ম্যাজারমেন্ট ও পোষ্ট ম্যাজারমেন্টের হিসাব যথাযথাভাবে সংরক্ষন করতে হবে । তাছাড়া,দুপর্যায়ের ছবি সংরক্ষণ করতে করা যেতে পারে।	সুপারিশ মোতাবেক স্কীমের প্রি-মেজারমেন্ট ও পোষ্ট মেজারমেন্টের হিসাব এর ছবি এবং লেভেল সীট সংরক্ষন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট- ৫(গ)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগের নথি নং ২১.০০.০০০০.২৩৩.১৪.১৯৫.১৭.১১১, তারিখ ঃ ০৫.০২.২০১৯ খ্রিঃ

বিগত ১৩-১২-২০১৮ ইং তারিখ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ণ বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলায় “হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প” এর কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা/প্রদত্ত জবাব নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক নং	আইএমইডি'র সুপারিশ/মতামত	এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা/প্রদত্ত জবাব
১.	ঠিকাদারদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত উল্লিখিত দুটি (Tender ID-২৩৭০৮৮ এবং Tender ID-২৩৬০৬৫) TEC'র মূল্যায়ন রির্পোটি পর্যালোচনা করে অনিয়মের যথেষ্ট প্রমান মূল্যায়ন রির্পোটে পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট ‘ক’ ও ‘খ’)। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষ বর্তমান TEC বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করবে ও উক্ত অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর উপজেলার অর্ন্তগত মধ্যনগর জিসি-কমলাকান্দা উপজেলা হেডকোয়ার্টার সড়ক (চেইঃ ৫২০০-৯৭২০মিটার) উন্নয়ন [DPP এর Package No.HFMLIP/Sunam/18-19/W-253 পাতা নং-৬৪ (RDPP)] (সংযুক্তিঃ‘ক’) কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করেন, যার টেন্ডার আইডি নং-২৩৭০৮৮ এবং প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৮,৭৬,৮৪,৬১৬.০০ টাকা। দরপত্র দাখিল ও উম্মুক্ত করনের নির্ধারিত তারিখঃ ছিল ২২.১১.২০১৮ইং। উক্ত দরপত্রে ২জন ঠিকাদার অংশগ্রহন করেনঃ যথাক্রমে (১) Sheik Hemayet Ali, দাখিলকৃত দরপত্র মূল্য ৮,৪১,২২,৭৬৪.৪৫৫ টাকা (৪.০০%নিম্নদর) (২) as-mw (jv) দাখিলকৃত দরপত্র মূল্য ৯,৪৯,৮৯,৬৮৬.৮৬০ টাকা (৮.০০% উর্দ্ধদর)। জেলা দরপত্র কমিটি টেন্ডার ডকুমেন্টে চাহিত Qualification Criteria অনুযায়ী ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা (Sheik Hemayet Ali) Similar Work এর ক্ষেত্রে RCC Road Work এর স্থলে RCC Bridge Work দাখিল করায় Non-Responsive হয়। অপরদিকে, ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা as-mw (jv) এর ক্ষেত্রে ই-জিপি সিস্টাম এ Registration কৃত Nominated Partner এবং ই-জিপি সিস্টেমে দাখিলকৃত Agreement (স্ট্যাম্পের চুক্তিকৃত) অনুযায়ী Nominated Partner এর মধ্যে ভিন্নতা থাকায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এ কারনে উক্ত JV কেও Non-Responsive ঘোষনা করে পুনঃদরপত্র আহবানের অনুমতির জন্য প্রকল্প অফিসে সুপারিশ প্রেরন করেন (সংযুক্তিঃ‘খ’)। সেই প্রেক্ষিতে অত্র প্রকল্প অফিস হতে জেলা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের মতামত গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলে পুনঃদরপত্র আহবানের সুপারিশ বহাল রাখা হয় (সংযুক্তি ‘গ’)। যার প্রেক্ষিতে পুনঃদরপত্র আহবান (২য় বার) করা হয়, যার টেন্ডার আইডি নং-২৬৬৪১৮ এবং দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৩.০১.২০১৮ইং। ২য় বার আহবানকৃত দরপত্রে ১জন মাত্র দরদাতা অংশগ্রহন করেন। Qualification Criteria অনুযায়ী একক দরদাতার Tender Capacity দাখিল না করায় প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের মতামত গ্রহণপূর্ব পুনঃদরপত্র আহবানের জন্য অনুমোদন দেয়া হলে নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ কর্তৃক পুনঃদরপত্র আহবান (৩য় বার) করেন, যার আইডি নং ২৯১৮৬৮ এবং দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ০৮.০৪.২০১৯ইং নির্ধারিত আছে। উল্লেখ্য যে, জেলা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ২য় বার

ক্রমিক নং	আইএমইডি'র সুপারিশ/মতামত	এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা/প্রদত্ত জবাব
		আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকালীন সময়ে ১ম বার আহবানকৃত দরপত্রে (আইডিনং-২৩৭০৮৮) অংশগ্রহনকৃত দরদাতা Sheik Hemayet Ali কর্তৃক "দরপত্রে Similar Work Experience হিসাবে আরসিসি ওয়ার্ক এর অভিজ্ঞতা না থাকার অজুহাতে আমাকে নন-রেসপনসিভ করা হইয়াছে অথচ একই প্রকল্পের আওতাধীন অন্য একটি অনুরুপ রাস্তার দরপত্রের (টেন্ডার আইডি নং-২৩৬০৬৫) প্রাক্কলিত মূল্য ৩,৬৮,৯৮,৫৭৫.০০ টাকার বিপরীতে ২,৪০,০০,০০০.০০ টাকার Similar Work Experience চাওয়া হয় এবং উহাতে ঠিকাদার Baset Prokousholi Experienceহিসাবে শুধুমাত্র ৮,১৫,৭৫,৭৮৮.০০ টাকার ১টি মাত্র Bridge Work Completion Certificate দাখিল করিলেও তাহাকে একই TEC কর্তৃক রেসপনসিভ গণ্যে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত দরপত্র (টেন্ডার আইডি নং-২৩৬০৬৫) এর ন্যায় তাহার দেওয়া দরকে Honour করা হইলে তিনি কাজটি পাইয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহাকে অন্যায় ও বিধি বহির্ভূতভাবে Non-Qualified করা হইয়াছে" মর্মে ২৫.০১.২০১৯ইং তারিখে সিপিটিইউ এর রিভিউ প্যানেলে ১টি আপিল দায়ের করলে মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, আইএমইডি স্মারক নং-২১.০০.০০০০.৩৬৩.২৭.০০৭.১৯.৩৭; তারিখঃ ২৭.০১.২০১৯ইং মূলে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর বিধি-৫৮ এর আওতায় সরকার কর্তৃক গঠিত রিভিউ প্যানেল হতে উল্লিখিত আপীলটি "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর বিধি-৫৯ অনুযায়ী নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত 'চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (NOA)' জারী করা হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা দেন (সংযুক্তি 'ঘ')। আরোও উল্লেখ্য যে, ২৯.০১.২০১৯ইং তারিখে জেলা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ২য় বার আহবানকৃত দরপত্র (আইডি নং-২৬৬৪১৮) মূল্যায়ন করে "দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন" প্রকল্প অফিসে দাখিল করেন কিন্তু সিপিটিইউ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহন বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে সিপিটিইউতে রিভিউ প্যানেলে অনুষ্ঠিত আপীল শুনানী (০৪.০২.২০১৯ইং) গ্রহনকরতঃ ক্রয়কারীর প্রতি আপীলকারীকে উক্ত কাজের দরপত্রে অংশগ্রহনের সুযোগ দানের জন্য পুনরায় দরপত্র আহবানের আদেশ দেন। অতএব, পর্যবেক্ষনে উত্থাপিত মতামতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনাক্রমে ভবিষ্যতে আরো সর্তক ভাবে দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারীকে অবহিত করা হয়েছে (সংযুক্তি-'১')।
২.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৮ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কমিটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট হয় তাতে সংস্থার বহিঃভুত একজন সদস্যের অন্তঃভূক্তি আবশ্যিক ভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত সুনামগঞ্জ এলজিইডি'র দুটি TEC মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ৩জন সদস্যের সমন্বয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) রয়েছে, যারা সকলেই সংস্থার নিজস্ব কর্মকর্তা এবং কোন বহিঃসদস্য কমিটিতে রাখা হয়নি (পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ')।	পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা নিয়ে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ব্যাখ্যা নিম্নরুপঃ Bangladesh e-Government procurement (e-GP) Guideline 2011 এর Appendix-2 (Business Process Re-engineering (PBR) of PPR - 2008এর ক্রমিক নং- ৪ (সংযুক্তি-'২') এর আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOPE) কর্তৃক স্মারক নং-এলজিইডি/সিই/পিইউ-৪৭(অংশ-১)/২০০৮/২০৩৮; তারিখঃ ২৬.০১.২০১৭ইং মূলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পিপিএ

ক্রমিক নং	আইএমইডি'র সুপারিশ/মতামত	এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা/প্রদত্ত জবাব
	যা সরকারী ক্রয় নীতিমালার সুস্পষ্ট লংঘন। এমতাবস্থায়, প্রকল্প পরিচালককে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে হবে।	২০০৬, পিপিআর ২০০৮, Bangladesh e-Government procurement (e-GP) Guideline 2011ও দরপত্র দলিল অনুযায়ী e-GP Portal এ কার্য ও ভৌত সেবার ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত কাজের দরপত্রের ক্ষেত্রে জেলা কার্যকমিটি-১ এ ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন যাতে কোন বহিঃ সদস্য নাই (সংযুক্তি-'৩')।
৩.	আলোচ্য প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ১৭.০৩.২০১৮ইং তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনের পর প্রণীত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা দুই মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করনের নির্দেশনা থাকলেও কোন অবহিত করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালককে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে হবে।	বর্নিত প্রতিবেদনটি গত ২৫.০৭.২০১৮ ইং তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা -১ শাখা থেকে ৫৫০ নং স্মারক পত্রের মাধ্য সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ বরাবরে প্রেরন করা হয়েছে (সংযুক্তি-'৪')।
৪.	প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের শুরু হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩১৬১.৩২ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৩৮.৬৪%। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
৫.	উল্লিখিত সুপারিশের (অনুচ্ছেদ ১৯.১-১৯.৬) উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং প্রতিপালন সম্পর্কিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ আগামী ১ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করবে।	অনুচ্ছেদ ১৯.১ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র প্রতিবেদনের ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ননা করা হয়েছে এবং -১৯.৬ বিষয়ে (সংযুক্তি-'৫') এ প্রদত্ত ছক মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট- ৬

প্রকল্পের আওতায় BAU ও BUET হতে সম্পাদিত টেষ্টের রেজাল্ট

পরিশিষ্ট- ৭

নিবিড় পরিবীক্ষনের দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন এর উপর এলজিইডির মতামত/পর্যবেক্ষন।

প্রতিবেদন এর ১৩ তম অধ্যায় পর্যবেক্ষন।	প্রকল্পের মতামত
পৃষ্ঠা ৩০ এর আলোকে (ব্রিজহাট ও ঘাট এর অগ্রগতি তে প্রকল্পটি পিছিয়ে রয়েছে)	**ব্রিজ** ঃ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি ব্রিজ উন্নয়নের জন্য আরডিপিতে অর্থের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি ব্রিজের (মোট দৈঘ্য- ২৪৯মি) কাজ কু ভাগ(ব্যায় - ১৫৭১.০০লক্ষ টাকা) শেষ হয়েছে। এ ছাড়াও ৫টি ব্রিজের (মোট -২৩৮ মিটার) গড় অগ্রগতি - ৬৮%। ব্রিজ গুলোর অবশিষ্ট কাজ আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে শেষ হবে। অবশিষট ৪টি ব্রিজের (মোট দৈঘ্য - ২৪০মিটার) চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্রিজের অগ্রগতি সন্তোষজন কবলে প্রতিয়মান হচেছ। ব্রিজের অগ্রগতি সংযুক্তি-'ক' এ প্রদত্ত হলো। **ঘাট** ঃ প্রকল্পের আওতায় ২৪টি ঘাট নির্মানের জন্য আরডিপিতে অর্থের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি হাটের নির্মান কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। ৯টির কাজ চলমান আছে ও ৩টির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এমতাবস্থায় হাটের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে প্রতিয়মান হচেছ। **হাট** ঃ প্রকল্পেরআওতায় ২২টি হাট নির্মানের জন্য আরডিপিতে অর্থের সংস্থান রয়েছে। ইতে ামধ্যে ১২টি হাটের নির্মান কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। ৪টির কাজ চলমান আছে ও ১টির প্রাক্কলন অণুমোদন প্রক্রিয়াধীন। বাকী ৫টি হাটের মধ্যে ৪টি হাটের ভুমিসংক্রান্ত জটিলতা ও ১টি হাটের জায়গায় ওয়াকফ ষ্টেষ্টের সাথে জটিলতা থাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় হাটের অগ্রগতি সন্তোষজন কবলে প্রতিয়মান হচেছ।
পৃষ্ঠা ৩২এর আলোকে (ভুমি অধিগ্রহন)	**ভুমি অধিগ্রহন** ঃ প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত/নির্মানাধীন ১০টি ব্রিজের মধ্যে ৯টি ব্রিজের কাজ ও এপ্রোচ সড়ক কোন প্রকার ভুমি অধিগ্রহন ছাড়া নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ সদও উপজেলাধীন (Construction of 90.00m Long Pre-Stress Concrete(PSC) Bridge at Ch: 700m on Rabarbari - Boisber -Joynagar GC Road Pack. N0- W-259) ৯০মিটার ব্রিজের জন্য ২.২৬ একর ভুমি অধিগ্রহন এর কার্যক্রম চলমানআছে। এ বিষয়ে ফিল্ড অফিস তৎপর আছে। বর্তমান অর্থবছরে চুক্তি সম্পাদনকৃত ৪টি ব্রিজের নির্মানে ভুমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই। এখানে ভুমি অধিগ্রহন ছাড়াই ব্রীজ নির্মান সম্ভব হবে। তাই প্রকল্পের ভুমি অথিগ্রহন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক।
পৃষ্ঠা ৭৯ এর আলোকে (খননের মাটি বিল ও খালে পতিত হয়ে পুনঃভরাট হওয়া)	প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহাল গুলির মধ্যে ১২২টি বিল উন্নয়ন মূলক কাজের(খনন,বৃক্ষরোপন, অভয়াশ্রম স্থাপন) চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তম্মধ্যে ৭০টি বিলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। একই ভাবে ১৩৯কিঃমিঃ বিল সংযোগখাল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং ৮৫কিঃমিঃ এর খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে স্কীমে বর্নিত ডিজাইন অনুযায়ী বিল ও খাল খননের পর উত্তোলিত মাটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় কম্পেকশন করা হয়। একটি বর্ষা অতিবাহিত হওয়ার পর প্রাকৃতিকভাবেই এই স্তুপীকৃত মাটি দৃঢ়ভাবে বসে যায় এবং স্তুপীকৃত মাটিতে প্রাকৃতিক ভাবেই বিন্যাছন, নলখাগড়া ও ঘাস জন্মে এই মাটিকে যথেষ্ট স্থিতিশীল করে তোলে যার ফলে বর্ষায় বা এমনকি বন্যার পানির চাপে ভেংগে যায়না। এ ছাড়াও মাটির প্রয়োজনীয় কম্পেকশন নিশ্চিত না করে বিল প্রদান করা হয়না।
পৃষ্ঠা ৭৯ এর আলোকে (ভেটিভার ঘাস ব্যবহার)	ডিপিপিতে হিজল, করচ জলজ বৃক্ষ রোপনের সংস্থান রয়েছে বিধায় খনন স্কীমে জলজবনায়নের জন্য এই সকল প্রজাতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অপর দিকে ভেটিভার ঘাস বা বিন্যাছন হাওর অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভাবে প্রচুর জন্মায় যা সহজেই এবং প্রায় বিনা খরচে সংগ্রহ করে রোপণ করা যায়। এই বিবেচনায় প্রকল্প কর্তৃক বিলের জন্য গঠিত সমাজ ভিত্তিক সংগঠন বিইউজি-কে তাদের নিজ উদ্যোগে ভেটিভার ঘাস লাগানোয় উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিলে বিইউজি ভেটিভার ঘাস লাগিয়েছে। পাশাপাশি কিছু কিছু বিইউজি নলখাগড়া (রীড)-ও রোপণ করেছে। আশা করা যায় পর্যায়ক্রমে সকল বিইউজি তাদের বিল ও খালে ভেটিভার ঘাস ও নলখাগড়া লাগানো অব্যাহত রাখবে।
পৃষ্ঠা ৮১ এর আলোকে	প্রকল্পের আওতায় ভূমিমন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে ১৫০টি বিল হস্তান্তরের লক্ষমাত্রার বিপরীতে

প্রতিবেদন এর ১৩ তম অধ্যায় পর্যবেক্ষন।	প্রকল্পের মতামত
(ভূমি মন্ত্রনালয়ের দীর্ঘসুত্রিতা)	১৩৯টি বিলের জন্য সমঝোতা স্মারক যথা সময়ে স্বাক্ষরিত হয়। বাকী বিলের মধ্যে ১০টি বিল গত ২৬.০৬.২০১৯ ইং তারিখে ভূমি মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পে হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত। ১টি জল মহাল ভূমি মন্ত্রনালয় থেকে উন্নয়ন স্কীমেই জারা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহাল গুলির মধ্যে ইতোমধ্যে ১২৫টি জলমহাল স্থানীয় সুফলভোগীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৩টি জলমহালের হস্তান্তর প্রক্রয়াধীন, ৮টি জলমহাল মামলায় জড়িত ও ৩টি জলমহাল ভুমি সংক্রান্ত জটিল তার কারনে হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছেনা। মামালা জড়িত জলমহাল গুলির জন্য প্রকল্প কর্তৃক জেলা ও হাইকোর্ট পর্যায়ে আইনজীবি নিয়োগ করা হয়েছে। তাই ভুমি মন্ত্রনালয় জলমহাল হস্তান্তরে কোন দীর্ঘসুত্রিতা করেছে বলে প্রতিয়মান হচেছনা।
	প্রকল্পটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

সংযুক্তি- 'ক'

ব্রিজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ঃ

Sl No	District	Upazila	Package	Length (m)	Estimated cost (Taka in Lakh)	Progress upto May 2020
1	kishoreganj	Tarail	Construction of 60.00m Long RCC Girder Bridge at ch: 250m of Jawer UP-Dahima UP via Echapashor Bazar Road fromCh: 00-3337m by BC (Road ID: 348923010) Pack. No W-169	42	**282.44**	60%
2	kishoreganj	karimganj	Construction of 60.00m Long RCC Girder Bridge at ch: 2450 m of Niamatpur-Gundhar GC Road Via Fazilkhali Bazar Road at Ch. 2408-8040m (BC:3800m, RCC :1832m)Pack. No W-172	60	**381.50**	100%
3	Netrakona	Purbadala	Construction of 60.00m Long RCC Girder Bridge at ch: 1430 m of Dhamparavaichader bazar road .Pack.No W- 179	60	320.45	100%
4	Netrakona	Purbadala	Construction of 45.00m Long RCC Girder Bridge at ch: 1430 m of Dhamparavaichader bazar road . Pack. No W- 179	45	255.33	100%
5	Netrakona	Purbadala	Construction of 39.00m Long RCC Girder Bridge at ch: 3530 m of Ghagra UP (Kapashia)-Jaria Bazar Road Via Katwari at Ch. 2790-4700m by BC (Road ID:372833012)Pack. No W- 179	39	251.59	100%
6	Netrakona	Barhatta	Construction of 28m long Pre-Stress Concrete (PSC) Girder Bridge at Ch: 5+340M with Improvement of Fakirer Bazar - Sidly GC via Raypur UP office Road (Road ID no-372093007) from Ch: 2+834m	28	186.85	60%

Sl No	District	Upazila	Package	Length (m)	Estimated cost (Taka in Lakh)	Progress upto May 2020
			to ch:5+340m (BC union road) Pack. No W- 268			
7	Netrakona	Kalmakanda	Construction of 54m Long PC Grider Bridge at Ch:1+053 on the Improvement of PabaiSidly (Naktipara)- Shanpur Bazar Road (Road ID - 372405112) from Ch:0+000 to ch: 1+137m (VC Village road Pack. No W-290	54	268.03	80%
8	Habiganj	Baniachang	Construction of 45 m Long RCC Girder Bridge with Subidpur UP Office- AwalMohal Bazar via KabirpurNiamatpur Road at Ch. 3000-4749m by RCC . (Road ID: 636113013)Pack. No W- 284	45	362.74	100%
9	Habiganj	baniachang	Construction of 84 m Long RCC Girder Bridge with improvement of HabiganjBaniachong RHD to Prothabpur Road (Ch: 1400), Pack. No w-295	84	646.13	Contract done
10	Sunamanj	Jamalganj	Construction of 24.00m Long RCC Girder Bridge at Sukdebpur - Radhanagar Road (Road ID- 690505037) under Upazila: Pack. No W-258	24	172.67	80%
11	Sunamanj	Sadar	Construction of 90.00m Long Pre-Stress Concrete(PSC) Bridge at Ch: 700m on Rabarbari -Boisber -Joynagar GC Road Pack. N0- W-259	90	1129.9	60%
12	Sunamgnj	Duarabazar	Construction of 45m Long RCC Girder Bridge with ShoyaNuaraibaiura Road. Pack. No W-247(PART2)	45	407.64	Contract done
13	Sunamgnj	Dharmapasa	Construction of 51 m Long RCC Girder Bridge Improvement of road from Joysree GC – Moddanagar GC via Ramdiga Road under Upazila : Dharmapasha, Dist : Sunamganj Pack. No w-251(part2)	51	371.01	Contract done
14	Sunamgnj	South Sunamgnj	Construction of 60 m Long RCC Girder Bridge with improvement of R & H road Shantiganj – Rajaniganj GS via DungriaGCM under , Pack. No w-250(part3)	60	537.01	Contract done
				727	**5573.29**	

Matching desire with ability
Environment, Agriculture and Development Services Ltd.

এনভারনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ
বাড়ি # ৫৪৮, রোড # ১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ফোন: ০২-৯১৩৩০১২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৫০১০২৪৭
ই-মেইল: eads.bd@gmail.com, ওয়েব: www.eadsbd.com